গৈরিক-রঞ্জিত র'বে পতাকা তোমার ;
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে,
এ রাজ্য ভোগীর নয়, যোগী সন্ন্যাসীর।

শিবাজী

ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের
চরিত-লেখক

কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ,
প্রণীত।

"পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার ;
করে পাপ হিন্দু, নাহি পা'বে অব্যাহতি ;
করে পাপ মুসল্মান, না পা'বে নিস্তার।"

শিবাজী, দ্বাদশ সর্গ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।
১৩২৮ বঙ্গাব্দ

মূল্য তিন টাকা।

দ্রষ্টব্য।

যিনি প্রবীণের জন্য উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছেন, নবীনের জন্য পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী লিখিয়াছেন, শিশুর জন্য তাঁহার রচিত ছবি ও কবিতা দেখুন; বালকবালিকাদিগকে এমন উপাদেয় পুস্তক পাঠ হইতে বঞ্চিত রাখিলে কর্ত্তব্যের ক্রটী হইবে।

অধ্যক্ষ, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী।

এবং
৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত-প্রেস-ডিপজিটরী হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুষ্মান্ শ্রীমান্ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
আয়ুষ্মতী শ্রীমতী অমিয়বালা দেবী

করকমলেষু।

সেদিন জাগিছে মনে ; যেদিন উভয়ে,
ছাত্র ছাত্রীরূপে, আসি', পাঠ লইবারে,
বসিলে সমীপে। আমি সেই দিন হ'তে,
নানা কথা—শাস্ত্র, নীতি, কাব্য, ইতিহাস—
শিখায়েছি দুইজনে। আনন্দের ধারা
বহিয়াছে প্রাণে মোর ; শ্রান্তি-ক্লান্তি-বোধ
করি নাই কোন দিন। সুখ-স্মৃতি তা'র
থা'ক চির জাগরিত, এই অভিলাষে
অর্পিনু এ মহাকাব্য উভয়ের করে।
পড়িও যতনে ; তাহে পাইবে দেখিতে
গৃহিণী, সচিব, সখী, পত্নী যে পতির
নহে তা' কল্পনা মাত্র। * ইতিহাস হ'তে,
প্রস্ফুট অক্ষরে, তা'র লভিয়া প্রমাণ
রাখিও স্মরণে। ঈশ করুন কল্যাণ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

* গৃহিণী, সচিবঃ, সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

রঘুবংশম্।

প্রস্তাবনা

(দ্বিতীয় সংস্করণকালে পরিবর্ত্তিত)

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সাহিত্যে, মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে। আমার সে বিশ্বাস নাই বলিয়া, পৃথ্বীরাজ রচনার পর, আমি শিবাজী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছি। নূতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের যুগ চলিয়া গিয়াছে সত্য ; কিন্তু প্রাকৃত চিরদিনই আছে এবং থাকিবে। প্রাকৃত অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

পৃথ্বীরাজে আমি হিন্দুজাতির পতন বর্ণনা করিয়াছিলাম। পতনের পর উত্থান প্রকৃতির নিয়ম। শিবাজীতে আমি এই উত্থান বর্ণনা করিয়াছি। উত্থান ও পতন, উভয়ই, কতকগুলি নৈসর্গিক কারণের সমবায়ে ঘটিয়া থাকে। আমি উভয় কাব্যে, যথাশক্তি, সেই কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি।

পৃথিবীর কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্বেষ্টাদিগের হস্তে তাঁহাদিগের চরিত্র এরূপ কালিমালিপ্ত হয় যে, বহু প্রক্ষালন ও বহুকালের ব্যবধান ব্যতীত তাহার পরিশুদ্ধি হয় না। হজরৎ মহম্মদ ও মহাবীর নেপোলিয়ন ইহার দুইটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কোটি কোটি নরনারীর প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল এবং যিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বীরত্বে, ত্যাগে, সংযমে, এবং ভগবৎপ্রেমে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তিনি প্রবঞ্চক impostor ; আর যিনি, ফরাসী জাতিকে, রাজনৈতিক অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী, সুগঠিত সমাজে বদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থায় যিনি সভ্য জগতের সম্মুখে একটী নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি অত্যাচারী tyrant নামে সর্ব্বত্র অভিহিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইঁহাদিগের উভয়েরই সম্বন্ধে এক্ষণে প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে। কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই, এক্ষণে, মহম্মদকে প্রবঞ্চক বলা সঙ্গত মনে করেন না ; নেপোলিয়নের অপর দোষ যাহাই থাকুক, তিনি যে অত্যাচারী ছিলেন না তাহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়াছে। ইহাঁদিগের উভয়ের ন্যায় শিবাজীরও সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার

ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকট তিনি সর্ব্ববিধ রাজগুণের আধার এবং যুগাবতার বলিয়া সমাদৃত হইলেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি পাপের প্রণোদক সয়তানের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পিত। তিনি আততায়ী আফ্‌জুলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন, অতর্কিত আক্রমণে সায়েস্তা খাঁকে আহত ও পলায়নপর করিয়াছিলেন, মোগলপ্রহরীদিগের নেত্রে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আগরা হইতে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, মক্কাদ্বার পবিত্র সুরাটবন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং কখনও গুপ্ত আক্রমণে, কখনও বা সম্মুখযুদ্ধে, প্রথমে বিজাপুর সুল্‌তানের, তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সৈন্যবল বিধ্বস্ত করিয়া, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহারই স্বজাতীয়গণের সহিত বিরোধে মুসলমান-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও তাঁহাদিগের অগ্রণী কাফি খাঁর পক্ষে ইহা বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং কাফি খাঁ আরংজেবের কথিত "পার্ব্বত্য মূষিক" হইতে "নরকের কুক্কুর" "সয়তানের পুত্র" পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কটূক্তিই শিবাজীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। কাফি খাঁর বর্ণনা কিরূপ আস্থাযোগ্য, বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। সরকার মহাশয় বলেন :—

Khafi Khan's history a gossipy and unreliable work which enjoys an undeserved reputation among European scholars on account of its pleasant style and arrangement and freedom from the dryness of treatment characteristic of most Persian annals.*

প্রধানতঃ কাফি খাঁরই উপরে নির্ভর করাতে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ্‌ শিবাজীর সম্বন্ধে ন্যায়-বিচার করিতে পারেন নাই। উত্তর-কালবর্ত্তী লেখকগণ গ্রাণ্ট ডফের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অপর পক্ষের কথা শ্রবণ করার প্রয়োজন দেখেন নাই। কিন্তু বিদ্বেষ্টাদিগের কথা যে অমিশ্র সত্য নয়, তাহার প্রমাণ ক্রমেই আবিষ্কৃত হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠক, শিশুকাল হইতে,

*The Modern Review 1907. p. 200.

বর্গীর উৎপাতের কথা শুনিয়া, শিবাজী বর্গিদিগেরই রাজা সুতরাং বর্গির সকল দোষের আধার, এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থগুলিও তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস সমর্থন করিয়াছে। এ বিশ্বাস সহজে দূরীভূত হইবার নয়। কিন্তু মহম্মদ ও নেপোলিয়নের ন্যায় শিবাজী সম্বন্ধেও লোকমতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মহারাষ্ট্রীয় বখর বা ইতিহাস-লেখকগণ, বহু-পূর্ব্ব হইতেই, শিবাজীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কথা পক্ষপাত-দূষিত সন্দেহে সাধারণের গ্রহণীয় হয় নাই। শিবাজীর স্বদেশী, ধর্ম্মভীরু লেখক মহামতি রাণাড়েই প্রথমে তাঁহার Rise of the Maratha Power নামক গ্রন্থে শিবাজীর বহু সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া লোকমতের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। যাঁহারা রাণাড়ের প্রকৃতি, সত্যানুরাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা জানেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, শিবাজী তাঁহার পিতা বা ভ্রাতা হইলেও, রাণাড়ে তাঁহার অধর্ম্মাচরণ কখনই সমর্থন করিতেন না। রাণাড়ের পর সি এ কিনকেয়াড় ও রাও বাহাদুর ডি বি পারাসনিস তাঁহাদিগের History of the Maratha People নামক গ্রন্থে রাণাড়ের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও মূল মহারাষ্ট্রীয় বখর ও পারসীক গ্রন্থাবলী আলোচনা করিয়া শিবাজীর সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের উক্তি সমর্থন করে। ঐতিহাসিক সত্যের নির্ণয়ে সরকার মহাশয়ের ন্যায় আর কোন ভারতীয় লেখক শ্রম ও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার নিরপেক্ষতা ও অনুসন্ধিৎসা সুবিদিত বলিয়া আমরা নিম্নে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম :—

A countrified youth, who could not read or write, unfamiliar with courts and camps, he had yet displayed a native genius for war and diplomacy which made him more than a match for the veteran generals and Statesmen of Bijapur and Delhi. A mere jagirdar's son and grandson of the tiller of the soil, his arm and brain had made him a Chatrapati ; he had risen to power and dignity and created a kingdom for himself almost out of nothing. And this too in the face of opposition from powerful enemies, the Bijapuris in the east, the Moghuls in the north, and the Abyssinians in the west. At last he had grown so great that his protection was sought

by European traders and Indian chiefs, his alliance was bought by Bijapur and Golkunda and wistfully desired by the Moghul viceroy of the Deccan and his hostility dreaded even by "the king of kings" who sat on the Peacock-throne of Delhi.

And he had so used his power that his name had become a by-word for a wise, virtuous and benevolent ruler, one who revived the traditions of the reign of Ram Chandra. Religion, Hinduism and Islam alike, found its special protector in him for in his heart there was a perennial fountain of piety which influenced all his daily acts. He sat on the throne but looked upon himself as a mere agent or steward of the true king, his master. For one day he had formally made over his kingdom to the saint Ramdas and had then been commissioned by him to administer it as his vicar or representative. Thus royal power meant for him not the indulgence of personal caprice, the gratifications of the lusts of the flesh, nor even the enjoyment of the world's pomp and reverence, but stern duty, austere self-control, a strict calling of himself to account. In all that he did he felt himself

"As ever in his great Taskmaster's eye"

He had created a powerful kingdom, the beginning of an empire. More than that he had created a nation out of scattered and jarring elements at a period when none else dreamt of it. He had raised his tribe out of the dust. His magic touch called forth all that was great in them and inspired them with a heroism and self-confidence which insured their success, till, after a century-and-half the sceptre dropped from their grasp. No wonder that they should still cherish his memory as their richest historical legacy. No wonder that his name is still

"The pillar of a people's hope
The centre of a world's desire"

For great as he was in his achievements, he was immeasurably greater in the possibilities whlch his brief career of 52 years suggested. *

আমার কাব্য, প্রধানতঃ, ইঁহাদিগের মতের অনুসরণে রচিত হইয়াছে।

যাহা আমি মূল গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি, প্রস্তাবনায় তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে প্রণালীক্রমে আমি এই কাব্য রচনা করিয়াছি, এস্থলে কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

১। আমি কোথাও কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনার নিয়ন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করি নাই। গ্রন্থাভাসের সহিত মূল কাব্যের যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

২। অনৈতিহাসিক কোনও চরিত্রের অবতারণা করি নাই।

৩। কাব্যোক্ত ব্যক্তিদিগের কথোপকথন, যতদূর সম্ভবপর, প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের বর্ণনা হইতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। স্থান-বিশেষে, দেশ, কাল ও অবস্থা বিবেচনায়, পাত্র পাত্রীদিগের মুখে যেরূপ কথা ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই আরোপ করিয়াছি।

৪। পরস্পরবিরোধী মতের স্থলে যাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই সমর্থন করিয়াছি।

৫। শিবাজীর জীবনের প্রত্যেক ঘটনা উল্লেখ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে বিবেচনায় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি, যাহা দ্বারা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হইবে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি।

৬। শিবাজীর সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়জন ব্যক্তিরই উল্লেখ করিয়াছি, সকলের কথা উল্লেখ করি নাই।

৭। আমার উক্তি সমর্থন করিবার জন্য প্রামাণিক ইতিহাস হইতে প্রয়োজনীয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকারূপে সন্নিবেশ করিয়াছি। এই পাদটীকা স্থলে স্থলে দীর্ঘ হইলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। সাধারণ পাঠকগণের ভারতবর্ষের ইতিহাস সুবিদিত থাকিলে এরূপ টীকার প্রয়োজন হইত না। যে সকল ঘটনা সুপরিচিত, তাহার পাদটীকা দিই নাই।

---

* Modern Review, July 1907, p. 3.

কাব্যোক্ত চরিত্র ও ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাসের অনুসরণ করিলেও পৃথ্বীরাজ রচনাকালে আমি পাঠকদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, এস্থলেও তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। আমি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি এ কথা যেমন বিস্মৃত হই নাই, আমি যে কাব্য লিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই, আমার পাঠকগণও যেন তেমনি সে কথা বিস্মৃত না হন।

পৃথ্বীরাজের ন্যায় এই মহাকাব্যেও, জাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া, ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। ব্যক্তিবিশেষের মুখে এক দিকে 'কাফের' এবং অপর দিকে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের প্রয়োগ পাত্রোচিত বা কালোচিত বলিয়া গণনা করিলে হিন্দু, মুসলমান কাহারও বিরক্তির কারণ থাকিবে না। যদি কোথাও নিন্দা বা দোষারোপ থাকে, তবে তাহা জাতির বা ধর্ম্মের নহে, ব্যক্তিবিশেষের আচরণের জন্যই আছে। উভয় জাতির সম্বন্ধে আমার অভিমত নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে ঃ—

"পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার ;
করে পাপ হিন্দু, নাহি পা'বে অব্যাহতি ;
করে পাপ মুসল্মান, না পা'বে নিস্তার।

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, দেওঘর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার সময়, কয়েকটী মহারাষ্ট্রীয় বালকের প্রতিভাব্যঞ্জক, কমনীয় মুখ দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, লুপ্তস্মৃতি "দেশের কথা" রচয়িতা স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর ইহাদিগের অন্যতম ছিল। সখারামের সহিত ছাত্রশিক্ষক-সম্বন্ধ, ক্রমশঃ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তাহার ও তাহার স্বজাতীয়গণের সহিত পরিচয়ে আমি মহারাষ্ট্রীয়-দিগের আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি সখারামকে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিলাম ; সখারাম আমাকে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহারই সাহায্যে আমি মহারাষ্ট্রীয় রাজ্ঞী অহল্যাবাইএর এবং মহারাষ্ট্রীয় ভক্তকবি তুকারামের জীবনচরিত রচনায় সমর্থ হইয়াছিলাম ; সখারাম স্বয়ং শিবাজীর জীবনচরিত লিখিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল ; এবং সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক

পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ এবং শুনিয়াছি, দুই এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও লিখিয়াছিল। কিন্তু সে তাহার কার্য্য অসমাপ্ত, একরূপ অনারব্ধ, রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে। আমি তখন শিবাজী সম্বন্ধে কাব্য লিখিব ভাবি নাই; বিধিপ্রেরণায় এক্ষণে লিখিয়াছি। সখারাম আজ জীবিত থাকিলে কতই আনন্দিত হইত, আমার কার্য্যের কতই সহায়তা করিত, তাহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের উক্তি বঙ্গভাষায় ব্যক্ত করিয়া সখারাম বাঙ্গালা ভাষাকে ঋদ্ধিমতী করিতেছিল; তাহার অভাবে বাঙ্গালা ভাষা ক্ষতিগ্রস্তা হইয়াছেন এবং মহারাষ্ট্র ও বঙ্গ উভয়ের অন্যতম সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। সখারামের মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এতই অভিজ্ঞতা ছিল যে, ছাত্র হইলেও, তাহার উক্তি পাদটীকারূপে গ্রহণ করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

এই কাব্যরচনায় স্বদেশী, বিদেশী যে সকল ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে আমি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। জীবিত দুইজন লেখকের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রথম খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, দ্বিতীয় রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডি বি পারাস্‌নিস। শিবাজী সম্বন্ধে ইঁহাদিগের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ। ইঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে আমি যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি। পারাস্‌নিস মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত দুইখানি চিত্র পুনঃ প্রকাশের অনুমতিদানে এবং অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমার বহু প্রশ্নের উত্তরদানে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে, অথবা কেবল বঙ্গদেশে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে, এক্ষণে, দেশভক্তির ও স্বজাতিপ্রীতির একটী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সুপ্রণালীতে চালিত হইলে তাহা একদিকে যেমন কল্যাণপ্রদ হইবে, বহুদিনের ঊষর ভূমিকে শস্য-শ্যামল করিবে, অপরদিকে প্রণালীবদ্ধ না হইলে তাহা তেমনি অমঙ্গলপ্রসূ হইবে, তীর-ভূমিকে প্লাবিত ও সিক্ত রাখিয়া ব্যাধির আকরমাত্র হইবে। এই জন্য প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিককেই আমি পৃথ্বীরাজ বা শিবাজী পাঠ করিবার সময় তাঁহাদিগের সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে বলি। ফলোৎপাদক স্বদেশপ্রেম যে ব্যক্তিগত সাময়িক উদ্দীপনা নহে, দীর্ঘকালব্যাপিনী জাতীয় সাধনা, তাহা না বুঝিলে ইহা কার্য্যকর হইবে না। শিবাজী পাঠকালে,

সেই সঙ্গে, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহারাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠাতা কেবল বীর ছিলেন না, পরম ভাগবত ছিলেন। রণভেরীর গভীর নিনাদ এবং মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি উভয়ই তিনি উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। ধর্ম্মসাধনের জন্য কোনরূপ বিপদ্‌কেই তিনি বিপদ্ গণনা করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এরূপ অকপট ও সুদৃঢ় ছিল যে, বিজাপুরের সুল্‌তানের প্রেরিত সৈনিকগণ তাঁহাকে ধৃত করিবে বলিয়া গোপনে অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়াও, তিনি কোথাও সঙ্কীর্ত্তন বা কথকতা হইতেছে শুনিলে সেখানে উপস্থিত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আগ্রা হইতে পলায়ন করিবার সময়, যখন আরংজীবের প্রেরিত গুপ্তচর ও সেনাদল তাঁহার অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, যখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার ও বিপৎপাতের সম্ভাবনা বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, তখনও তিনি আপনার সঙ্কল্পিত তীর্থ-গুলি দর্শন না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাঁহার বাহুবল কি ধর্ম্মবল তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের তাহা বিচারযোগ্য। ভবানী-ভক্তিই তাঁহাকে দেশ-ভক্তিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিহীন দেশভক্তি কোন জাতিকে উদ্ধার করিয়াছে, ইতিহাস তাহা বলে না। আমার দেশভক্ত ভ্রাতৃগণ ইহা স্মরণ রাখিলে কৃতার্থ হইব। সেই সঙ্গে শিবাজীর পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও গুরুভক্তির কথাও তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে বলি।

এই গ্রন্থে আমার পূর্ব্বরচিত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত দুই চারিটী স্থল আমি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ রীতি আচরিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাদৃশ্যের উল্লেখে যদি কেহ অনুচিত স্পর্দ্ধার আরোপ না করেন, তবে উপসংহারে বলি, Paradise Lost এর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয়, পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান পাঠ করাও সেইরূপ আবশ্যক। ইতি

কলিকাতা,
৩৫এ, গুয়াবাগান লেন
চৈত্র ১৩২৫

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন।

(দেওঘরে লিখিত)

বাগ্দেবতার কৃপায় শিবাজী মহাকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। পৃথ্বীরাজের ন্যায় শিবাজীও যে বঙ্গের শিক্ষিতসমাজ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শিবাজীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের Sivaji and his Times নামক বহুতত্ত্বপূর্ণ, উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, কোন লেখকই শিবাজী সম্বন্ধে সরকার মহাশয়ের ন্যায় শ্রম ও অনুসন্ধান করেন নাই। যেখানে যে কোন উপাদান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সংগ্রহ করিয়া, তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যকাররূপে আমি শিবাজীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানফলে, তাহা যে অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হয় নাই, ইহা বুঝিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

যদু বাবুর সম্মতিক্রমে আমি তাঁহার পুস্তক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন স্থল আমার কাব্যের পাদটীকারূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি এক্ষণে গ্রন্থনিবদ্ধ হইলেও পরিবর্ত্তনের শ্রম অহেতুক বিবেচনায় আমি সেই সকল পত্রিকার নাম ও পৃষ্ঠা পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রাখিলাম। প্রথম সংস্করণকালে আমি যদু বাবুর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণকালেও তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। তিনিই আমাকে সথীবাইএর মৃত্যুদিন এবং শম্ভুজীর জন্মদিন নির্ণয় করিয়া দিয়া নূতন দশম সর্গ সংযোজনে সমর্থ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণকালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত পরিচয়ে আমার জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে সাহায্যলাভ করিয়াছি। সুরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় উভয় ভাষাতেই পারদর্শী। তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞান উভয় সাহিত্যকে সংযোগসূত্ররূপে সম্বদ্ধ করুক, বাগ্দেবতার নিকট আমি এই প্রার্থনা করি। তাঁহার উক্তি আমি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পৃথ্বীরাজের তৃতীয় সংস্করণকালে আমি লিখিয়াছিলাম যে, 'জীবিত লেখকের গ্রন্থে প্রত্যেক সংস্করণেই স্বল্পাধিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ লেখকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।' শিবাজীতে আমি আমার

এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতেছি। যে অবস্থায় বর্ত্তমান সংস্করণের সংশোধন ও সংযোজন হইয়াছে তাহা বলিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র দেওঘরে অবস্থানকালেই, আমি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তৎকালে শিবাজী সম্বন্ধে মহাকাব্য লিখিব এরূপ কোন কল্পনা না থাকিলেও, এখানেই, শিবাজী মহাকাব্যের বীজ প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এখানে থাকিতেই আমি সপ্তম সর্গে বর্ণিত বিষয়টী রচনা করিয়াছিলাম এবং তাহা ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে "শিবাজীর প্রতি সখীবাই" নামে পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ছাব্বিশ বৎসর গত হইয়াছে। আমি, রোগজীর্ণ দেহ লইয়া, স্বাস্থ্যলাভের আশায়, পুনর্ব্বার দেওঘরে আসিয়াছি। এখানকার নির্ম্মল বায়ু আমার শরীরে বলাধান করিয়াছে; এখানে বসিয়াই দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন সম্পূর্ণ করিলাম। আবার সেই নীরদ-নীল শৈলমালা, সেই তরঙ্গ-বন্ধুর ভূমি, সেই ছায়াবহুল মধূক বৃক্ষ দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হইতেছে। নির্জ্জন প্রান্তরে, শৈলপাদদেশে, গো-মহিষের কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি, দূর হইতে আগত হইয়া, যেন কি বিস্মৃতপ্রায় গীতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঘুঘুর অশ্রান্ত করুণ সঙ্গীত, ফিঙ্গা, দয়েল, বুলবুলের স্বরে মিলিত হইয়া, কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে। অতীত জীবনের কত কি কথা এবং তৎকাল-সহচর-দিগের পবিত্র স্মৃতি, আবার যেন যৌবনের উৎসাহ উদ্দীপন করিয়া, হৃদয়কে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায়, লেখনী ধারণ করিয়া, কাব্যের প্রতি সর্গেই সংশোধন ও সংযোজন আবশ্যকবোধ করিতেছি। দুইটী সর্গ নূতন লিখিত হইল। আশাকরি এইরূপ সংশোধনে ও সংযোজনে কাব্যোক্ত বিষয় আমার উদ্দেশ্যানুরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে।

নূতন সংযোজনবশতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় আশী পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। তজ্জন্য এবং কাগজের মূল্য ও ছাপার খরচ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় আট আনা মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইল। আশা করি পাঠকগণ, অবস্থাবিচারে, তাহা অনিবার্য্য জ্ঞান করিবেন। ইতি—

৩৫এ, গুয়াবাগান লেন,
কলিকাতা।
কার্ত্তিক, ১৩২৮

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী।

৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যে পুস্তক যে উদ্দেশ্যের বা যে শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার উপযোগী।

পুস্তক	মূল্য	উপযোগিতা
১। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য মূল্য	৩	কবিতারস উপভোগের সঙ্গে হিন্দুর পতন ও উত্থানের ইতিহাসশিক্ষার্থী স্বদেশপ্রেমিকের জন্য।
২। শিবাজী মহাকাব্য „	৩	
৩। সরল কৃত্তিবাস „	১॥০	সুনীতি ও সদুপদেশ শিক্ষার এবং বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য।
৪। সরল কাশীদাস „	২৸০	
৫। পতিব্রতা ১ম ভাগ „	১৷০	হিন্দুরমণীর আদর্শ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষার জন্য।
৬। পতিব্রতা ২য় „ „	১৷০	
৭। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত „	২॥০	এক অদ্বিতীয় সাহিত্যিকের সুখ-দুঃখের কথার সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাস শিক্ষার জন্য।
৮। কঠোপনিষৎ কবিতানুবাদ „	॥৵০	আত্মা ও পরমাত্মা এবং পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য।
৯। রামায়ণের ছবি ও কথা „	॥০	সরল ভাষায় রামায়ণের কথা শিক্ষার জন্য।
১০। ছবি ও কবিতা ১ম ভাগ „	॥০	সুপরিচিত ঘটনা হইতে সদুপদেশ লাভের জন্য।
১১। ছবি ও কবিতা ২য় ভাগ „	॥০	
১২। অহল্যা বাই „	॥০	ব্রহ্মচারিণী হিন্দুবিধবার আদর্শ শিক্ষার জন্য।

নববর্ষে, পূজায়, বিবাহে, জন্মদিনে উপহার এবং বিদ্যালয়ে পুরস্কারদানের পক্ষে পৃথ্বীরাজ, শিবাজী, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং পতিব্রতা সম্যক্ উপযোগী। রামায়ণের ছবি ও কথা এবং ছবি ও কবিতা বালকবালিকাদিগের জন্য প্রধানতঃ লিখিত।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য।

যাঁহার পতনের সঙ্গে হিন্দুর পতন ঘটিয়াছে, তাঁহারই কথা এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা, ভাব ও চরিত্রচিত্রণ একসঙ্গে বিচার করিলে ইহার সমতুল্য কাব্য বাঙ্গালাভাষায় নাই। পাঠ করুন, মুগ্ধ হইবেন।

অভিমত।

১৩২৪, বৈশাখ মাসের মালঞ্চে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম, এ, মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ "কবির সম্বর্দ্ধনা" হইতে উদ্ধৃত।

"বিগতবর্ষে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার বড় একটি সিদ্ধি পৃথ্বীরাজ। ইহা একখানি মহাকাব্য। বাণীর সেবক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রণেতা। কি ভাষায়, কি ভাবে, কি আদর্শে—এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যে যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার যৌবনে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লিখিয়া বঙ্গভাষাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনিই, বার্দ্ধক্যে, পৃথ্বীরাজ রচনা করিয়া, মহাকবির আসন লাভ করিলেন। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তিনি শান্ত, সমাহিত; বিনয় ও নম্রতার অবতার। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী সহস্রপথে মাতৃভাষার সেবা করিয়াছে, কিন্তু একদিনের জন্যও কাহাকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই। রুচির নির্ম্মলতায় এবং সর্ব্বত্র প্রসাদগুণে তাঁহার ভাষা অতি মনোজ্ঞ এবং অনেকেই ইহা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে অতি অল্প সময়ই তিনি কাব্য সাধনা করিয়াছেন, তথাপি, বার্দ্ধক্যে, অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়া, তিনি হেম-নবীনের সমপর্য্যায়ে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ বয়সে এজাতীয় এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ এদেশে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। বঙ্গবাণীর অনাড়ম্বর নীরব সাধক, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর ন্যায়, সকলের অজ্ঞাতসারে এমন মধুচক্র রচনা করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা কবির অতি আশ্চর্য্য মন্ত্রগুপ্তির পরিচায়ক। অনেকেরই বিশ্বাস যে মহাকাব্য লিখিবার যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, আর একথা যে কতক পরিমাণে সত্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর বাস্তবিক এই দারুণ জীবনসংগ্রামের মধ্যে মহাকাব্য লিখিবার ধৈর্য্য, সংযম এবং ভাব ও চিন্তার সমগ্রতা রক্ষা করা

অতীব দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ যুগেও যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজ-তুল্য মহাকাব্য রচিত হইতে পারে, সে দেশ এবং সে ভাষা যে আমাদের, ইহা ভাবিয়া আজ অসীম গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। মানবের গুরু মহাকবিরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য; আবার যেদেশে তাঁহারা তাঁহাদের জীবৎকালেই সম্মানিত এবং সম্পূজিত হন, সেদেশ আরও ধন্য। সুতরাং দেশের সুধীমণ্ডলী পৃথ্বীরাজের কবিকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া যোগ্য পাত্রেরই সম্মান করিয়াছেন, এবং সে সম্মানে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এবং বঙ্গভাষাও সম্মানিত হইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা রামমোহন-লাইব্রেরী গৃহে, 'যুগের গৌরব' এই শুভ অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন হয়। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, পাইকপাড়ার কুমার মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, (কলিকাতার সেরিফ) শ্রীযুত হরিরাম গোয়েঙ্কা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্রগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশস্তি-পত্র কবিবরকে প্রদান করেন।

বি, এ ইত্যুপাধিমণ্ডিত মহাকবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ায় প্রশস্তি পত্রমিদং প্রদত্তম্॥

পৃথ্বীরাজ ইতি প্রসাদমধুরং গম্ভীরভাবং মহা-
কাব্যং যস্য মহাকবেরনুপমং ব্যাপ্নোতি কীর্ত্ত্যামহীম্।
তস্মৈ তে কবিভূষণেতি মতিমন্ যোগীন্দ্রনাথার্হতে
প্রীত্যোপাধিরয়ং প্রদীয়ত ইহাশীর্ভিঃ সমং গৃহ্যতাম্॥

শকাব্দা—১৮৩৮। সৌর ফাল্গুন চতুর্থদিবসীয়া লিপিঃ।

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমানাং সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণা।

ইঁহাদের ব্যতীত নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি বহুস্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণও ইহাতে স্বাক্ষর করেন।

কবিভূষণ মহাশয় উত্তরে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা শ্লোকটি পাঠ করেন।

"শত ফুল ফুটি বনে ঝরি পড়ে অযতনে,
দেবপদে স্থান যার তা'ই ধন্য হয়;
আশিস-প্রসাদ লভি তেমতি এ দীন কবি,
কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ, পাদপদ্মে প্রণময়।"

কবিবরের শিষ্য, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সোণার দোয়াত, কলম গুরু কবিবরকে উপহার প্রদান করেন। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাতে করিয়া এই উপহার তাঁহাকে প্রদান করেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—পৃথ্বীরাজ-প্রণেতা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে স্থান পাইবার যোগ্য। সভাপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের অভিভাষণের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নূতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদিগের হৃদয়ে নূতন আশা ও নূতন ভাব উদিত হইতেছে। পৃথিবীর আধুনিক উন্নত জাতির সহিত তুলনায় আমরা আমাদিগের হীনতা ও দীনতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। প্রাদেশিক এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে আমাদিগের দেশ এবং সমগ্র ভারতবাসীকে আমাদিগের জাতি করিয়া লইবার একটি আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের মনে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। সেই সঙ্গে আমাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় আছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। যে দেশে বেদ ও উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল যেখানে একদিকে বুদ্ধ এবং শঙ্কর, অপরদিকে, চন্দ্রগুপ্ত এবং পুরুরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,সে দেশের এরূপ পতন হইল কেন, এই পতনের পর উত্থানের কোন উপায় আছে কি না, প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্দুরই ইহা এখন বিচারের বিষয় হইয়াছে। আজ আমরা যাঁহার সম্মানের জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি, সেই মহাকবি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যে তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের দোষ, গুণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ; কেন না যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এবং বঙ্গের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে খণ্ড-কবিতার এবং গীতি-কবিতার প্রাচুর্য্য দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, বাঙ্গালীর শক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত তেজ

নির্ব্বাপিত হয় নাই। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য নবযুগের গৌরব-কেতন রূপে বাঙ্গালাসাহিত্যসৌধের শিরোদেশ অলঙ্কৃত করিবে।"

"কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনার স্বগুণার্জ্জিত উপাধিপত্র আপনাকে প্রদান করিব। যদি আপনি এই উপাধিপত্র আমার হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গৌরব বোধ করেন, আমিও ইহা আপনাকে দিতে পারিয়াছি বলিয়া গৌরব বোধ করিব। আপনার কল্যাণ হউক। ব্রহ্মরূপিণী বাগ্‌দেবতার কৃপায়, সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে এবং ভদ্রমহোদয়গণের শুভ কামনার ফলে আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত থাকুন এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন সম্মান লাভ করুন, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক প্রার্থনা।"

অন্যান্য অভিমত।

১। দশম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে এই কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও, যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে।"

২। ইহার বর্ণনা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে **অমৃতবাজার পত্রিকা** বলেন ঃ—

Each canto beams with some stirring incident, some glowing picture of the manners and customs prevailing at the time, and the description is so vivid, so true to nature that the reader imagines himself as living and moving in the distant past. The Swayambar of Sanjukta, the Goureypooja of the ladies of Ajmer, the warlike preparations of the Rajputs, and the reception accorded to the victors of the first battle of Tarain, have been portrayed with such distinctive light and shade that once read, they can never be forgotten.

৩। ইহার সময়োপযোগিতা ও সাত্ত্বিকতা সম্বন্ধে **নব্যভারত** বলেন ঃ—"মার্জ্জিতরুচি, বিশুদ্ধভাষা এবং কাব্যোচিত সহৃদয়তায় গ্রন্থকার

ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার এক অপূর্ব্ব সম্মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাষায় বুঝাইবার শক্তি নাই ; ইহা বর্ত্তমান কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র। * * স্বদেশ-প্রেমময়, সাত্ত্বিকতাপূর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।"

৪। ইহার চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে **প্রবাসী** বলেন :—পৃথ্বীরাজ গোবিন্দ, মহম্মদঘোরী প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ কবি নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন। * * পৃথ্বীরাজের বীরত্ব, তাঁহার রাজধর্ম্মপালন শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সংযুক্তাও তেজস্বিতায়, প্রজাদের প্রতি বাৎসল্যে ও তাহাদের হিতসাধনে পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত মহিষী। * * মনে হয় যে দেশে এমন রাজা, রাণী জন্মে তাহার দুর্গতি হয় কেন? * * তুঙ্গাচার্য্য ও তন্ত্রোপাসিকা মেঘা কবির কল্পিত। উভয়েরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া, কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে। মেঘার নামের সহিত, পুস্তকপাঠান্তে, পাঠকের মনে ভয় ও ঘৃণা জড়িত হইয়া থাকিয়া যায়। তাহার মাতৃস্নেহ ও ভীষণ প্রতিহিংসার সংমিশ্রণ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তুঙ্গাচার্য্য সাধুচেতা, দূরদর্শী, স্বদেশপ্রেমিক, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ।"

৫। ইহার ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে **হিতবাদী** বলেন :—"কবি কুত্রাপি অতিমানুষিক যন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, পদে পদে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি যে সকল টীকা, টিপ্পনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সে গুলি পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এত বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার রসভঙ্গ ঘটে নাই। তাঁহার তুলিকা-নৈপুণ্যে ইতিহাস মনোহর বর্ণে সজ্জিত হইয়াছে ; যাহা স্বভাবতঃ নীরস ও বিরক্তিজনক তাহাও মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

৬। ইহার স্থায়িভাব সম্বন্ধে **সঞ্জীবনী** বলেন :—"বহুদিন পরে একখানি মহাকাব্য হস্তে পাইয়া আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। পাঠ শেষ করিয়াছি, কিন্তু কি যেন এক অব্যক্ত এখনও দেখিতেছি—কি যেন এক আশা এখনও প্রাণে জাগিতেছে। * * পৃথ্বীরাজমহাকাব্য জাতীয় জীবনের পতনের ইতিহাস। মহাকাব্যের এমন বিষয় আর নাই। মেঘনাদবধ

বা বৃত্রসংহার পৌরাণিকী কাহিনী; তাহার সঙ্গে মানবজীবনের বাস্তব সম্পর্ক নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ আমাদেরই একজন, তাঁহার পতন আমাদের জাতীয় পতনের ইতিহাস। * * যোগীন্দ্রবাবু মহাকাব্যের বিষয় যেমন নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিতে বিষয়টী তেমনই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। নানা রসের অবতারণায় ইহা মহাকাব্য হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশ ধন্য যে এমন একখানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে * * যিনি এই মহাকাব্যের রচয়িতা তাঁহার আশা সার্থক হউক।"

৭। ইহার মহাকাব্যোচিত গুণ সম্বন্ধে **বঙ্গবাসী** বলেন :— "আলোচ্য কাব্য ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে রসে, অঙ্কনে, বর্ণনে মহাকাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এক একটী বর্ণনা এমনই চিত্রাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন রাফেলের ন্যায় কোন চিত্রকর চক্ষুর সম্মুখে ছবি আঁকিয়া তুলিলেন। * গ্রন্থের আদ্যে ও অন্তে যে চিত্র দেখিতে পাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অতুল। * * এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম। * * আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাকাব্য বলিয়া চিরপ্রশংসার্হ হইয়া রহিবে এবং কবি অমরত্ব লাভ করিবেন। * তিনি চরিতলেখক; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, তিনি ভবিষ্যতে মহাকবি বলিয়া চরিতে স্থান পাইবেন।"

৮। কাব্যের ও কবির ভাবিগৌরব সম্বন্ধে **বেঙ্গলী** বলেন :— "In melody of diction, grandeur of description, loftines of sentiments and in faithful representation of men and manners the book deserves to be ranked with the masterpieces of our literature. The author, * * as biographer of Michael M. S. Dutt, already occupies a prominent place among our prose-writers and Prithviraj, evidently the fruit of his long, careful preparation, will, we believe, secure for him a place among the immortal sons of Bagdevi."

৯। ইহার ঐতিহাসিক ঘটনায় কাব্যোচিত বর্ণসঞ্চার সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজের মুখপত্র **সাহিত্যসংহিতা** বলেন :—কবির ভাবুকতা, স্বদেশ-প্রেম, বর্ণনাশক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ, শব্দসম্পদ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে তিনি কেবল রক্তমাংসের যোজনা করেন নাই, তাহাতে প্রাণসঞ্চার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে ঘটনাবলী যেন চক্ষের সমক্ষে

প্রতিভাত হয়; দেশকালের বাধা অতিক্রম করিয়া পাঠক কাব্যবর্ণিত চরিত্র-গুলির মধ্যে আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলেন।* আমাদের বিশ্বাস এই মহা-কাব্যের আদর হইবে; যদি না হয় তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃত রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।"

১০। পাঠকের হৃদয়ে ইহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তৎসম্বন্ধে **কায়স্থপত্রিকা** বলেন:—"কবি, স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনায়, আত্মহারা হইয়া, উচ্চভাবপূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাইবে, আত্মমর্য্যাদায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে। * * উৎকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।"

১১। ইহার ভাষা, ভাব, উচ্চ আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে **শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়** বলেন:—"For chastity of language, purity of diction and sublimity of thought Prithviraj stands unsurpassed in the Bengali language. * * The Author is a prominent figure in Bengali literature and his present achievement * * * will shed a lustre on his bright name which is sure to last as long as the Bengali language shall be either written or spoken.

১২। ইহার উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্বন্ধে **শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়** বলেন:—"কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; অনেক সময় দিয়া পড়িয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে; * * পঞ্চদশ সর্গে ভারত-বর্ষের সমসাময়িক অবস্থার বর্ণনা অপূর্ব্ব হইয়াছে। আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই। কবে এই জাতি শুদ্ধ হইবে ঈশ্বর জানেন। আপনার কাব্যখানি পড়িয়া শুদ্ধির চেষ্টা প্রবল হইবে আমার বিশ্বাস।"

১৩। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কাব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে **রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়** বলেন:—

"I have gone through Prithviraj and I say in a single word that it is 'Splendid.' Those, who, like my humbleself, deplore the present condition of our poetry, will hail your book with delight. It will immortalise its author.

১৪। ইহা বাঙ্গালা কাব্যসমূহের মধ্যে যে স্থান লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয় নবম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার **সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়** তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—"শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিশুদ্ধ লেখনী হইতে সম্প্রতি পৃথ্বীরাজ নামক যে ঐতিহাসিক কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইবে।"

১৫। ইহার বিভিন্নগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া অব্যর্থবাদী, ঋষিকল্প **সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়** লিখিয়াছিলেন :—"আপনি আমার নিকট হইতে এই গ্রন্থের সমালোচনা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি সমালোচক নহি, একজন পাঠক মাত্র। তবে এই কাব্য পাঠে এতই আনন্দ লাভ করিয়াছি যে, সমালোচক হইলেও, কিয়ৎকালের জন্য, সমালোচনার প্রবৃত্তি ভুলিয়া যাইতাম। ইহাই আমার পৃথ্বীরাজ কাব্যের সমালোচনা।

পদলালিত্যে ও অর্থগৌরবে, ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্যে ও ভাবের বিশদতা-পূর্ণ গাম্ভীর্য্যে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে ও আখ্যায়িকার রচনা-পারিপাট্যে এবং প্রকৃতির শোভাবর্ণনে ও চিত্রিত চরিত্র প্রস্ফুটনে—এই সমস্ত সদ্‌গুণে—পৃথ্বীরাজ প্রথমশ্রেণীর এক খানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে। পৃথ্বীরাজ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যকে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।"

ছাপা, ছবি, বাঁধাই উৎকৃষ্ট ; মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

শিবাজী মহাকাব্য।

যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হিন্দুর প্রাণে নব আশা সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই কথা এই মহাকাব্যে বিবৃত হইয়াছে। ভাষায় ভাবে ও আদর্শে অদ্বিতীয়। মূল্য তিন টাকা।

অভিমত।

THE BENGALEE.—"For a long time it has not been our pleasure and privilege to read such an inspiring masterpiece in Bengali. The diction of Shivaji is most elegant and

classical. The style as elegant and pure as almost Miltonic; and the whole work is illustrated with copious historical notes and contemporary references. We beg of all young and aspiring writers in Bengali to emulate the pariotic example of Mr. Bose and follow in his exalted footstep."

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.—"In this book the author has shown that splendid chastity of language, grandeur of descriptions, loftiness of sentiments, close study of human character and sublimity of thought which are his own. Charms of a sweet and gracious style permeate throughout the book and each canto opens a vista of thrilling interest. The description is so vivid and lifelike that the reader Imagines, when going through the chapters, as living in that distant period. The book will no doubt be a great asset to the Bengali literature."

THE HINDOO PATRIOT.—"It is a unique work, unique in style, in diction, in conception and execution and is decidedly a book to possess. He that hath but few books is bound to have this notable contribution to Indian history and poetry. It is history rationalised, poetry spiritualised. The fruit, as it is, of wide reading, great industry of research and scholarly zeal, the whole thing has about it the vivifying touch of a master-poet to render it irresistibly fascinating. All is brightness, colour, movement, harmoniously blended, full of fire and poetical intensity and intoxication, and containing unsurpassed passages both of descriptve energy and choric sweetness." * *

"We do not know which to admire most, the beauty of language, of thought, of the word-pictures drawn or the unpretentious wealth of historical information packed within its pages or the beautiful get-up. The illustrations, artistically beautiful and historically accurate, yet, further enhance the value of a most notable work."

THE INDIAN MESSENGER :—What to the historians and scholars has been revealed by antiquarians and historians

in a critical, dry and matter-of-fact way, has been presented by the poet of "Shivaji" to his readers in an eminently fascinating and convincing manner.

The book is sure to win its way to the Bengali reading public as easily as its predecessor, and secure as abiding a place in Bengali literature.

THE MODERN REVIEW :—In Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the deep love of country which is not afraid to speak unpleasant truths, are combined with true political insight and the desire to utilise his rare talents to the best advantage in the service of the country.

We learn more from them than from volumes dry as dust history, occupied with unconnected facts and details, as they usually are, and the lessons inculcated by our author being presented to us in a rich poetical garb, the charm of which lingers and is not easily forgotten, are likely to be deeply imprinted on the mind and produce a lasting effect. Great as are the merits of Jogindra Babu's epics, as poetical compositions, it is their historical value which is likely to prove most abiding.

সঞ্জীবনী :—"শিবাজী নিরাশান্ধকার-সমাচ্ছন্ন হতাশ্বাস প্রাণে আশার দিব্য জ্যোতি লইয়া আগমন করিয়াছে। মৃত জাতিও জাগিতে পারে, শিবাজী মহাকাব্যের ইহাই বার্ত্তা। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহা জাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। এই মহাকাব্যের বিষয় প্রাণউন্মাদক, ভাষা তেজোময়, ভাব চিরস্থায়ী। যে এই গ্রন্থ পড়িবে, সে কিছুদিন তন্ময় না হইয়া থাকিতে পারিবে না।"

মালঞ্চ :—যোগীন্দ্র বাবুর পৃথ্বীরাজ দেশের লোকে অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য প্রভূত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাঁহাকে কবিভূষণ উপাধিও দেশের বরেণ্য পুরুষগণ দিয়াছেন। ভাবের মহত্ব, রচনার প্রশান্ত মাধুর্য্য, স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসের অনুরূপ চিত্তস্তম্ভনকর মহিমাময় গাম্ভীর্য্য, আর ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের উজ্জ্বল চিত্র এবং ঘটনাবলীর উজ্জ্বল জীবন্ত

চিত্রবিকাশ প্রভৃতি যে সব গুণে পৃথ্বীরাজ পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, শিবাজীতেও সেই সব গুণ সমানভাবে বর্ত্তমান। সময়ের গতিতে কবির প্রতিভা ক্ষীণ হয় নাই, বরং আরও স্ফুরিত হইয়াছে।

প্রবাসী ঃ—আমরা যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীনতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অপমৃত্যু, হাহাকার প্রভৃতি যে আমাদের জাতীয় পাপরাশিরই প্রায়শ্চিত্ত, এ কথা যোগীন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সকলেই আমাদের অতীত স্বর্ণযুগের (স্বর্ণমৃগ ?) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেহেতু তাহাতে জাতীয় আত্মাদর পুষ্ট হয়, ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় দোষোদ্‌ঘাটন-চেষ্টায় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দালাভের সম্ভাবনাই বেশী। এই লাভ ক্ষতিমূলক, পাটোয়ারি বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভর করিয়া, সত্য কথা বলিতে অগ্রসর হইয়া যোগীন্দ্র বাবু যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন, অতীত গৌরব-মুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা বস্তুতঃ দুর্ল্লভ। আমাদের জাতীয় পাপগুলি কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'শিবাজী' হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—যাঁহারা আরও বিস্তৃত ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা পৃথ্বীরাজও শিবাজী উভয় গ্রন্থের মূল্যবান ঐতিহাসিক পাদটীকাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন,—পাঠক গ্রন্থকারের অশেষ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও বিষয় সন্নিবেশের শৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন এবং বহু আবশ্যকীয় তথ্যদ্বারা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন। সুললিত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, বিশুদ্ধ ও ভাবগর্ভ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত ; কান্তার, কানন, রাজসভা, নদী, দেবালয়, যুদ্ধক্ষেত্র, তীর্থ, মেলা, সর্ব্বপ্রকার চিত্র যথাযথ বর্ণ-বিন্যাসে সজীববৎ প্রতিফলিত করিতে ইঁহার তুলিকা সুনিপুণ।

নব্যভারত ঃ—সখী বাঈএর উক্তি পড়িতে পড়িতে চক্ষে জলধারা বহে, এরূপ সহৃদয়তা, ধর্ম্মোপদেশ, এরূপ পতিভক্তি এ দেশের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। * * যোগীন্দ্র নাথ ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। * * পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহাযজ্ঞের দুই মহা আহুতি। * * জাতীয় উত্থান যদি এদেশে কখনও হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে। যোগীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী তপস্যার ফলে যে

আহুতি দিলেন, ভারতবর্ষ সেই আহুতিতে ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথের জীবনধারণ সার্থক হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :—যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ :—পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই পুস্তকের প্রশংসার শেষ করা যায় না। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'শিবাজী মহাকাব্য' যুবকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে লিখিত এই মহাকাব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হউক এবং হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

অবিকল পৃথ্বীরাজের মত সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই; নূতন সংস্করণে পৃথ্বীরাজ ৫০ পৃষ্ঠা, শিবাজী ৮০ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে।

কবিতানুবাদ **কঠোপনিষৎ।** মূল ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

উপনিষৎ হিন্দু শাস্ত্রের সার। এমন হিন্দুসন্তান কেহ নাই, উপনিষদের মর্ম্ম অবগত হইতে যাঁহার ইচ্ছা না হয়। কিন্তু ইহার ভাব সহজে বোধগম্য নয় ভাবিয়া অনেকেই ইহার আলোচনায় সঙ্কুচিত হন। বর্ত্তমান অনুবাদ সে অসুবিধা দূর করিবে। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলেও কোন অসুবিধা হইবে না। কঠিন স্থলের সরল অর্থ দেওয়া আছে। গৃহী এবং সন্ন্যাসী, জ্ঞানী এবং ভক্ত, ভাবুক এবং কর্ম্মী সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই অনুবাদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। গীতার সঙ্গে এই অনুবাদ প্রত্যেক হিন্দু-সংসারে নিত্য পঠনীয়; শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দানের উপযোগী।

স্বর্গীয় সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়;—"এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুমিষ্ট তেমনই আবার মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী। এরূপ রচনা কেবল আপনার সিদ্ধ হস্ত দ্বারাই সাধ্য। এই কবিতানুবাদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশেষরূপে

বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী মহামূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বরূপ এম, এ ;—"আশা করি, গীতার ন্যায় ইহা বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রত্যহ পঠিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ;—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম ; বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ ;—"আপনার প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, M. A. ;—"আপনার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।"

স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ভাটপাড়া ;—"উপনিষদের ভাষার যে এরূপ সরল বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ হইতে পারে, ইহা আমি আদৌ কল্পনা করিতে পারি নাই। পাঠ করিবার সময় উপনিষৎ পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি, অনেকস্থলেই তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এত সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে যে, অনেক মন্ত্রের অনুবাদ দুই তিনবার পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত M. A., বরিশাল ;—"আপনার কঠোপনিষৎ সুন্দর হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য M., A. প্রয়াগ ;—""আপনার অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অনুবাদ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্পত্তি-শালী হইবে।"

শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন ;—"অদ্যাপি কেহই দুরধিগম আগমসাগরে সেতু বাঁধিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহার সূত্রপাত করিলে।"

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা ;—"আপনি এই দুরূহ কার্য্য যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। সুকঠিন আবরণযুক্ত দুর্ভেদ্য উপনিষদরূপ অমৃতফলকে বিদীর্ণ করিয়া আপনি তাহা সাধারণের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।"

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাযোড় ;—"বেদাঙ্গীভূত এই শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের দুরূহ বলিয়া আমার ধারণা। এই দুরূহ গ্রন্থের অর্থসম্পদ অক্ষুন্ন রাখিয়া আপনি যে ইহার জটিলতা নিরাসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই আপনার অনুবাদের প্রশংসা।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; অনুবাদ সর্ব্বাংশে সুখপাঠ্য।"

নব্যভারত—কঠিন দুরূহ উপনিষদের কথা এমন সরল, প্রাঞ্জল, স্নিগ্ধ, সুললিত বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারা যায় না। যোগীন্দ্রবাবুর লেখনীধারণ ধন্য!

সঞ্জীবনী—"কোনও বৈদিক গ্রন্থের এরূপ অনুবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। জটিল ভাব যে এত সুখবোধ্য, সরল করা যাইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

হিতবাদী—"অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

Dr. SIR RASHBEHARY GHOSH, D. L.T. It is a most valuable contribution to Bengali literature and will be welcome by every student of Hindu Philosophy.

BABU BHOOPENDRA NATH BOSE, M. A. That such an abstruse and speculative treatise on one of the most difficult branches of human knowledge, written in a language and for a period both of which have receded into the darkness of the past, could be brought forward into the light of the living day, dressed in a garb which retains the charm of the archaic simplicity of the original, while revealing the spirit within, is almost a marvel to me.

THE BENGALEE. "The translation is elegant and faithful and combines the grandeur of the epic with the melody of the lyric."

ইহার লাভাংশ সম্পূর্ণই সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় হয়। সুতরাং এরূপ পুস্তক ক্রয় করিলে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সৎকার্য্যে উৎসাহ দান করাও হইবে।

দুরঙে ছাপা, কাপড়ে সুন্দর বাঁধান, মূল্য ॥৵০ ডাক মাশুল ⁄০।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত।

এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কেবল বাঙ্গালা ভাষার নয়, পৃথিবীর যে কোন ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন চরিতের সহিত ইহা তুলনীয়। টেক্‌স্টবুককমিটী ইহা পুরস্কার দানের ও পুস্তকালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ ও প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলি ইহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন;—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.—"The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

THE HINDOO PATRIOT.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

THE INDIAN DAILY NEWS.—The work has supplied a desideratum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private and public.

THE INDIAN MIRROR—Like the subject of the memoir Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

THE INDIAN MESSENGER—The author's diction is chaste and elegant, his powers of narration of a high order. The Book is altogether the best biography in the Bengali Language.

THE BENGALEE—It is a noble monument of the great poet. Every Bengalee, every lover of his country and his country's literature should provide himself with a copy of the Book.

THE UNIVERSITY MAGAZINE.—The biography is one of the best written in India.

THE ENGLISHMAN.—The work has been most carefully prepared and reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and to her great poet.

THE STATESMAN.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী—কি ভাষা, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোহারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন পুস্তক, বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি যে কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে তাহা নহে; এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত-লেখক পাইয়াছিলেন।

LATE BABU RAJ NARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the language.

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—"আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। জীবন-চরিতের সহিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং কবির সময়ের যথাযথ চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন।—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের দোষগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা নিরপেক্ষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটী জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদর্শী, কাব্যরসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায়, আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ-পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু।—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে, এ পর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু, পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শিবনাথ শাস্ত্রী।—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

বিস্তৃত সংস্করণের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত, বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ আছে। মূল্য যথাক্রমে ২॥০ ও ॥৶০ ডাকমাসুল ।০ ও ৵০।

অহল্যাবাইয়ের জীবন চরিত।

যিনি কাশীধামে বিশ্বনাথের মন্দির ও গয়াধামে বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যাঁহার নির্ম্মিত জগন্নাথ ধামের পথ এক সময় সহস্র সহস্র পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিত, ইহাতে সেই পুণ্যবতী মহিলার অপূর্ব্ব চরিত বিবৃত হইয়াছে।

হিন্দু মহিলার, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার, পাঠের জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আর নাই। ইহাতে শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইয়ের, তাঁহার সমাধিমন্দিরের ও নর্ম্মদাতীরস্থ দুর্গের তাঁহার নির্ম্মিত কাশীর ঘাটের ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

সার রমেশচন্দ্র মিত্র।—এরূপ সরল ও সুমধুর ভাষায় লিখিত পুস্তক বাঙ্গালায় কম আছে। অহল্যাবাইএর জীবন-চরিত হিন্দু মহিলার উৎকৃষ্ট আদর্শ। সেই চরিত্র আপনি অতি সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রপট যেন জীবিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।—অহল্যা পাঠ করিয়া উহার ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও ভাবের মধুরতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অহল্যা নারীদেবী। তাঁহার নারী-দেবীত্ব আপনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিভাসিত।

হিতবাদী।—গুরুজনে ভক্তি, সর্ব্বজীবে করুণা, বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন, নারীজনসুলভ কোমলতার সহিত কর্ত্তব্যপরায়ণতার সম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ গুণের জন্য অহল্যার চরিত্র ললনাকুলের আদর্শ স্থল।

প্রবাসী।—এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন। কন্যাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যগৃহিণী পদের উপযুক্ত হইতে পারিবেন, এবং অতি দুর্ব্বিনীত, অবিশ্বাসী পুরুষচিত্তও নারী-মহিমায় শ্রদ্ধান্বিত হইবে। এইরূপ চরিতাখ্যান আত্মার স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ। তেজস্বিতায় উগ্র অথচ দয়াতে কোমল এমন করুণ-কঠোর চরিত্র সংসারে দুর্ল্লভ, সকলের অনুধ্যানের সামগ্রী।

ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার ও পুরস্কার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ॥০ আনা।

পতিব্রতা গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা মহিলাগণের চরিত্র, অভিনব প্রণালীক্রমে, উপন্যাসাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষার লালিত্যে এবং ভাবের পবিত্রতায় এই গ্রন্থাবলীর তুলনা নাই। হিন্দুমহিলার আদর্শ কত উচ্চ তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থাবলী পাঠ আবশ্যক।

১। প্রথম ভাগ ঃ—সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী এবং শৈব্যা একসঙ্গে বাঁধাই; মূল্য সাধারণ ১।• উৎকৃষ্ট ১॥০।

২। দ্বিতীয় ভাগ ঃ—গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী এবং সীতা একসঙ্গে বাঁধাই; মূল্য সাধারণ ১।০ উৎকৃষ্ট ১॥০।

৩। সীতা (স্বতন্ত্র) কাগজের মলাট ॥০ বাঁধাই ৸০। গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন ঃ—

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।—"আপনার পবিত্র সিদ্ধ হস্তে চিত্রাঙ্কনের পারিপাট্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

প্রবাসী।—"পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

নব্যভারত ঃ—"গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক, আর ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলুক।"

সঞ্জীবনী ঃ—"অতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে; আমরা সকলকে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

হিতবাদী ঃ—"এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

THE BENGALEE :—We believe every home will be the better and the happier for its perusal.

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাসপাঠের ফল হিন্দুসংসারে অনেকেই ভোগ করিতেছেন, এখন এই শ্রেণীর গ্রন্থপাঠ কর্ত্তব্য কি না বিবেচনা করুন। ছাপা, বাঁধাই, ছবি, মলাট অতি উৎকৃষ্ট; বিবাহে নব-বধূকে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার ও উপহারদানের যোগ্য।

রামায়ণের ছবি ও কথা।

ছবি দেখাইয়া বালক বালিকাদিগকে রামায়ণের কথা শিখাইবার জন্য সরল, মধুর পদ্যে লিখিত। রঙ্গিণ কালিতে ছাপা; কুড়িখানি হাফ্‌টোন ছবিতে সুশোভিত। বালকবালিকাদিগের জন্য এমন সরল, মধুর ভাষায় আর কেহ রামায়ণের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; পড়িলে সেই প্রাচীন কবিদিগের ভাষা স্মরণ হইবে। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন;—"পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণের ভিতর বসন্তবায়ু খেলিতে থাকে।" মূল্য ৷৷০ আট আনা, ডাকমাসুল ৴০।

—*—

সীতা।

প্রত্যেক হিন্দু-মহিলার অবশ্য-পঠনীয়। কালিদাসের ও ভবভূতির পর ভুবনপাবন সীতা-চরিত্র আর কেহ এরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না পরীক্ষা করুন। ছাপা, ছবি, বাঁধাই অতি সুন্দর; বিবাহে নববধূকে উপহার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দানের সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ৷৷০ আট আনা, ভাল বাঁধাই ৸০, ডাকমাসুল ৴০।

—:*:—

ভক্তকবি তুকারামের জীবন চরিত।

মূল মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ অবলম্বনে এই সাধু ভক্তের চরিত রচিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি, বিনয়, স্বার্থত্যাগ, সেবা এবং নিষ্কাম আরাধনার এরূপ উদাহরণ অন্যত্র দুর্ল্লভ। সতীর পতির প্রতি যে প্রেম, শিশুর মাতার প্রতি যে ভালবাসা দৃষ্ট হয়, তুকারামের ভগবানের প্রতি সেই প্রেম, সেই ভালবাসা ছিল। কিরূপ অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তিনি ভগবানের নামসুধা মহারাষ্ট্রে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই আলোচনার বিষয়। শিবাজীর সহিত তুকারামের মিলন অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ। তুকারামের রচিত বহু অভঙ্গের (কবিতার) অনুবাদ আছে। নব্যভারত ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "যেমন সরল ভাষা, তেমনি বিশুদ্ধরুচি, তেমনি বিষয়-বিবৃতি, তেমনি মাধুর্য্য। * * * যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।" মূল্য ৷৷৵০, ডাকমাসুল ৴০।

যিনি বৃদ্ধের জন্য কঠোপনিষৎ, এবং যুবার জন্য পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি বালক বালিকাদিগের জন্য কি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, পরীক্ষা করুন।

আনন্দ দিনে স্নেহোপহার ও বিদ্যালয়ের পুরস্কার-দানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ছবি ও কবিতা

প্রথম ভাগ ॥০ দ্বিতীয় ভাগ ॥০

বালক বালিকারা ছবি দেখিতে ভালবাসে, কবিতা পড়িতেও ভালবাসে; কিন্তু এক সঙ্গে ভাল ছবি ও ভাল কবিতা দেখিতে পায় না।

গুরুজনেরা এমন সুদৃশ্য অথচ সুলিখিত পুস্তক চান, যাহা দিলে বালক বালিকারা আহ্লাদিত হয়, যাহা পড়িলে তাহারা উপকৃত হয়; কিন্তু সেরূপ পুস্তক দেখিতে পান না।

শিক্ষক মহাশয়েরা এমন পুস্তক খোঁজেন, যাহা একসঙ্গে প্রতিদিন পাঠের ও পরীক্ষান্তে পুরস্কারদানের যোগ্য; যাহা সরল অথচ সদ্ভাবপূর্ণ; যাহার বর্ণিত বিষয় ও উপদেশ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপযুক্ত; কিন্তু তাহা দেখিতে পান না।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ছবি ও কবিতা ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই তৃপ্তিসাধন করিবে। বালক বালিকারা ইহা পড়িবার জন্য কাড়াকাড়ি করিবে। ঘুমাইবার সময়েও ইহা বিছানায় রাখিয়া ঘুমাইবে; মাতা, পিতা এই পুস্তক দেখিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিবেন; আর শিক্ষক মহাশয়েরা বুঝিবেন একখানা বইএর মত বই বাহির হইয়াছে বটে।

ইহার প্রত্যেক ছবি সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত, রঙ্গিন কালিতে মসৃণ কাগজে মুদ্রিত, মলাট অতি মনোহর ত্রিবর্ণের চিত্রে শোভিত।

ইহার প্রত্যেক কবিতা বালক বালিকারা প্রতিদিন যাহা দেখিতেছে ও শুনিতেছে সেইরূপ ঘটনা অবলম্বনে সরল, মধুর ভাষায় লিখিত ও সদুপদেশ-পূর্ণ; পড়িলে চক্ষু আর্দ্র ও হৃদয় উৎফুল্ল হইবে।

প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে কয়েকটী করিয়া প্রশ্ন আছে। বালক বালিকা-দিগকে কিরূপে ভাষা শিখাইতে এবং কবিতার মাধুর্য্য ও মর্ম্ম বোধ করাইতে হয়, সেই সকল প্রশ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সঞ্জীবনী বলেন,—"কোন শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এমন ভাষা ও এমন ভাব আছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না।"

সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ—সরল কাশীরামদাস মহাভারত।

প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুই ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং পরিবারস্থ মহিলাগণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পাঠ করেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বালক, বালিকা এবং মহিলাগণের পাঠযোগ্য নয়। বর্ত্তমান পরিমার্জ্জিত সংস্করণে কাব্যের অসার এবং অশ্লীল অংশগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, অথচ উৎকৃষ্ট অংশগুলি সমস্তই রক্ষিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। রামায়ণের মূল্য ১৷৹, মহাভারতের মূল্য ২৸৹।

রামায়ণ সম্বন্ধে অভিমত।

THE HON'BLE JUSTICE SIR ASHUTOSH MUKERJEE :—"The selection is admirable, and no one who does not know the original would suppose that anything has been left out. It is a book which ought to be read by every student in these Provinces."

THE BENGALEE :—"A Hindu householder cannot make a better present to his dear ones than a copy of this book."

প্রবাসী—"এমন সুদৃশ্য, সুন্দর, গার্হস্থ্য সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার মনোহরণ করিবে, তাহা বিচিত্র নহে।"

নব্যভারত—"কৃত্তিবাসের ভাল সংস্করণ ছিল না, এতদিন পরে সেই অভাব দূর হইল। এই পুস্তকখানি যে ঘরে, ঘরে আদৃত হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।"

হিতবাদী—"আমাদিগের বিশ্বাস, বঙ্গের প্রতি হিন্দুর গৃহে এই সরল কৃত্তিবাস বিরাজিত হইয়া বঙ্গের বালক, বালিকা ও যুবক, যুবতীর চিত্তে কাব্যানুরাগের সহিত স্বার্থত্যাগ, লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষ ও পরিপুষ্টি সাধন করিবে।"

বঙ্গবাসী—"ইহা আবাল, বৃদ্ধ, বনিতারই যে মনোজ্ঞ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বসুমতী—"ইহার সরল, সরস, সনাতন পুণ্যকাহিনী পাঠে বাঙ্গালীর শিশু-হৃদয়ে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাধুতা ও মনুষত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।"

সঞ্জীবনী—"আমাদিগের মনে হয়, আত্মীয় স্বজনকে উপহার এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক আর নাই।"

মহাভারত সম্বন্ধে অভিমত

THE HON'BLE JUSTICE SIR ASHUTOSH MUKERJEE :—"I have read with great interest and delight the abridged edition of the Mahabharat of Kasiram Das, prepared by my friend Babu Jogindra Nath Bose. The work has been carried out with extreme care and faultless judgment. The book, * * * should be placed in the hands of every Bengali boy and girl, who, will, I trust, be saturated with the ideals presented in our great national epic."

THE AMRITA BAZAR PATRIKA :—"We give a hearty welcome to this new edition of Kashidasee Mahabharat * * which may now be placed in the hands of all without exception and may be read with pleasure and profit by our boys and girls at school and by our ladies in the zenana.

THE BENGALEE :—"With the spread of Western culture the study of the Ramayon and the Mahabharat has been neglected. Every sincere Hindu regrets the change and wishes to see the study of these two books again revived in the country. Babu Jogindra Nath has, therefore, done a service to the Bengali literature and to the country at large by bringing out these two works in a form agreeable to modern taste."

প্রবাসী—"এই অষ্টাদশ পর্ব্বের বিরাট পুস্তক এমন সুন্দর ছাপা, বাঁধা ২৸০ খুব সস্তা বলিতে হইবে। * * এই সুন্দর পুস্তক গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায় হইবে, আমাদের জাতীয়তা সংগঠনে সাহায্য করিবে।"

নব্যভারত—"যোগীন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মহাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। * * এই গ্রন্থ পারিপাট্যে ও বিশুদ্ধতায়, বোধ হয়, অতুলনীয় হইয়াছে।

সঞ্জীবনী—"রামায়ণ, মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার অস্থি, মজ্জা। যাহারা বাল্যকালে এই দুই গ্রন্থ আয়ত্ত করিবার সুবিধা পাইবে, উত্তরকালে তাহারা বাঙ্গালা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার লাভ করিবে। নীতি ও ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুধু ভাষা শিক্ষার অনুরোধেই বালক, বালিকাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করান প্রত্যেক বাঙ্গালী পিতা-মাতার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের যাহা অন্তরায় ছিল, যোগীন্দ্র বাবু তাহা অপসারিত করিয়াছেন। এখন আশা করা যায়, সরল কাশীরামদাস ও সরল কৃত্তিবাস বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজমান হইবে।"

হিতবাদী—"বাঙ্গালা দেশে এখন সুবাতাস বহিয়াছে, এখন ইংরাজী শিক্ষিত পিতামাতাও, পুত্র কন্যার হস্তে রামায়ণ, মহাভারত দিবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগীন্দ্র বাবুর এই সুন্দর পুস্তক যে পরম সমাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তি এই পুস্তক সম্পাদনের ভার গ্রহণ না করিলে আমরা এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখিতে পাইতাম না।"

বসুমতী—'লেখকের শ্রম সফল হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যাঁহাদের অবসর অল্প, তাঁহারাও এই সংক্ষিপ্তসারে কাশীরাম পাঠের ফললাভ করিবেন, এবং এ দেশের চির-উপেক্ষিত শিশুসমাজও সরল কাশীরাম পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যোগীন্দ্র বাবু সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত প্রচার করিয়া, লোকশিক্ষার প্রাচীন পথ পুনঃ সংস্কৃত ও প্রশস্ত করিয়াছেন।"

বঙ্গবাসী—"যোগীন্দ্র বাবুর সম্পাদিত কাশীদাসের মহাভারত একটী অপূর্ব্ব সংস্করণ। ইহার বাঁধন অপূর্ব্ব, ইহার কাগজ ও ছাপা অপূর্ব্ব; বাঙ্গালায় এ গ্রন্থের যে আদর হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।"

দেববালা।

পঞ্চাঙ্কনাটক; ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। নাটক নাম শ্রবণ করিলে যাঁহারা অশ্রদ্ধা ও বিরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে ইহা পাঠ করিতে বলি। ইহার নায়িকা দেববালা প্রকৃতই দেববালা। প্রত্যেক পিতা এরূপ কন্যারত্ন লাভ সৌভাগ্য জ্ঞান করিবেন। সেবকরামের ন্যায় চরিত্র বহুদিন বাঙ্গালা ভাষায় প্রকটিত হয় নাই। ইহা অসঙ্কোচে মহিলাদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। সুন্দর ছাপা, মূল্য ॥৶০ আনা মাত্র।

সমস্ত পুস্তকের অপর প্রাপ্তিস্থান সাহিত্যভাণ্ডার ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয়-নিরূপণ।

ষষ্ঠ সর্গ :—নবরাত্র-শেষে, নাগেশ্বর-মন্দিরে, পুণাবাসিনী রমণীগণের কথকতা শ্রবণার্থ আগমন—জিজাবাই ও সখীবাইএর প্রতি নারীগণের উক্তি—কথকতার জন্য সমাগতা আকাবাই—দ্বৈতবনস্থ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথা—ব্যাখ্যান—জনৈক বৈশ্যনারীর প্রশ্ন—উত্তরে আকাবাইএর মহারাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণনা এবং দাসবোধ হইতে পাঠ—সখীবাইএর প্রশ্ন—প্রত্যুত্তরে নারীশক্তি সম্বন্ধে ও রাজপুত রমণীগণের কার্য্য সম্বন্ধে আকাবাইএর উক্তি—নারীগণের উৎসাহ—রাজভৃত্যের আগমন ও বিজাপুরে সাহজীর কারাদণ্ডের সংবাদ দান—জিজাবাই ও সখীবাইএর উদ্বেগ—নারীগণের প্রস্থান। ৮৯—৯৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তম সর্গ :—শয়নকক্ষে উপবিষ্ট শিবাজী—পিতার অবরোধ-সংবাদ-শ্রবণে ব্যাকুলতা—তাঁহারই ব্যবহারে নির্দ্দোষ পিতার এই অপমান চিন্তায় নির্ব্বেদ,—কি জন্য তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তি, তাহার আলোচনা—মন্দির হইতে প্রত্যাগতা মাতাকে সান্ত্বনা দান সম্বন্ধে চিন্তা—উভয় উপায়,—বিজাপুর আক্রমণ ও আত্মসমর্পণ-বিচার—আত্মসমর্পণ-সঙ্কল্প—জিজাবাই ও সখীবাইএর মন্দির হইতে প্রত্যাগমন—জিজাবাইএর ব্যাকুলতা—শিবাজীর মাতাকে সান্ত্বনাদান—পুত্র ও পুত্রবধূর উপর জিজাবাইএর উপায় নির্দ্ধারণার্থ ভারার্পণ—সখীবাইএর স্বামীকে সান্ত্বনা দান—শিবাজীর আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প প্রকাশ—সখীবাইএর তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন—মুসলমানের সত্যচ্যুতির উদাহরণ প্রদর্শন—মুসলমানের আচরণে সন্ধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ—শিবাজীর বাল্য তেজস্বিতা সম্বন্ধীয় চিত্র-প্রদর্শন—কথকতা শ্রবণে নিজের আশা ও অভিলাষ উল্লেখ—সাহজীর উদ্ধারার্থ আত্মসমর্পণ ব্যতীত অপর উপায় অবলম্বনে পরামর্শ দান—শিবাজীর আনন্দ ও প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বনে সম্মতি দান। ১০০—১১৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টম সর্গ :—বসন্তাগমে ইন্দ্রায়ণী-তীর—সঙ্কীর্ত্তন-রসমগ্ন তুকারাম—রাজ-দূতের আগমন ও রাজসভায় গমনার্থ নিমন্ত্রণ—তুকারামের গমনে অসম্মতি—দূতের অনুরোধে শিবাজীর পত্রের প্রত্যুত্তর দান—শিবাজীর ছদ্মবেশে তুকারামের কথকতা ও কীর্ত্তন শ্রবণার্থ লোহগ্রামে আগমন—গ্রামবাসী-দিগের বিস্ময়—জিজাবাইএর লোহগ্রামে আগমন—তুকারামের নিকট জিজাবাইএর পুত্রের মতি-পরিবর্ত্তন জন্য প্রার্থনা—তুকারামের অঙ্গীকার—

পরিশিষ্ট।

চিত্রসূচী।

প্রত্যাভাস।

—— ০ঃ*ঃ০ ——

নিবিড় জলদজালে সহ্যাদ্রি-প্রদেশ
সমাচ্ছন্ন। অধঃ, ঊর্দ্ধ, সানু, উপত্যকা
গাঢ় কুজ্‌ঝটিকাবৃত। সিন্ধুগর্ভ হ'তে
পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্প, উঠি', পিঙ্গল, ধূম্রল,
স্পর্শি' গিরিদেহ, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণ মেঘাকারে,
আবরিছে নভস্তল। ঝলসি' নয়ন
চমকিছে ক্ষণপ্রভা; ঘর্ঘরি' গভীর
হানে বজ্র, গুহামাঝে উঠে প্রতিধ্বনি।
আলোড়িয়া গুল্মরাজী, চূর্ণি' তরুশাখা
বহে ভীম প্রভঞ্জন। অবিরল ধারে
ঝরে বৃষ্টি; অকস্মাৎ মহাশব্দে, কভু.
পূর্ণ করি' দিগন্তর, খসে শিলাস্তূপ।
উৎপাটিয়া তৃণ, তরু, উদ্‌গিরিয়া ফেন,
লম্ফে লম্ফে, স্রোত কত ধায় মহাবেগে।
প্রাণিহীন দেশ। তীব্র বরষাসঞ্চারে
গিরিচর শ্যেন, মৃগ, বৃক, ঋক্ষদল
গেছে চলি' নিম্নভূমে। শুধু ঝিল্লীকুল,
শাখালগ্ন, অবিরাম, ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ রবে
গাইছে গম্ভীর গীত। তা' সবার সনে
মণ্ডূক মল্লার-রাগে মিলাইছে তান।
সহ্যাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গে পাষাণরচিত
বিরাজে মন্দির এক; সমাবৃত সদা

ঘন কুজ্ঝটিকাজালে। অপূর্ব্ব প্রতিমা,
কাঞ্চন-রজতময়, গৌরী-শঙ্করের
প্রতিষ্ঠিত, তথা, শুনি, ত্রেতাযুগ হ'তে।
নরের অগম্য পীঠ; তবু নিত্য সেথা
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে সন্ধ্যাসমাগমে;
সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প শোভে মাল্যাকারে;
অনির্ব্বাণ হোমানল রহে অহর্নিশ;
গভীর নিশীথে উঠে দামামার ধ্বনি;
পুষ্পগন্ধ, ধূপ-ধূম, প্রসারে সতত।
গিরিচর ব্যাধ, কভু. পথভ্রান্ত হ'য়ে,
যাপে যদি নিশা নিম্ন অরণ্য-প্রদেশে,
আতঙ্কে, বিস্ময়ে শুনে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি
দূর গিরিচূড়া হ'তে। কহে জনশ্রুতি,
শূন্যচর কেহ, আসি', সে মন্দিরমাঝে,
পূজেন, গোপনে, নিত্য, উমা-মহেশ্বরে।
গভীরা রজনী; স্তব্ধ সহ্যাদ্রিশিখর;
রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার। স্নিগ্ধ দীপালোকে
প্রশান্ত, প্রসন্ন মূর্ত্তি গৌরী-শঙ্করের
শোভে মরি কি সুন্দর! বৃষভবাহনে
আসীন মহেশ, বামে গিরীন্দ্রনন্দিনী।
পিনাক, ডম্বরু 'রাজে শঙ্করের করে—
বরাভয়ধরা গৌরী। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর
শোভে অঙ্গে উভয়ের। ফণা প্রসারিয়া
ছত্ররূপে নাগরাজ বিরাজে পশ্চাতে।
বালেন্দু, হীরকদ্যুতি, ভালে উভয়ের

বিতরে বিমল রশ্মি ; প্রবাল-অধরে
উথলে মধুর হাস্য ভক্ত-চিত্তহারী।

প্রতিমার পুরোভাগে দাঁড়ায়ে সন্ন্যাসী,
বয়সে প্রাচীন, কিন্তু দৃঢ়-ঋজুকায়,
বিশাল, বলিষ্ঠ দেহ। মৌর্ব্বী-কিণাঙ্কিত
মহাভুজদ্বয় তাঁ'র স্পর্শে জানুদেশ ;
ললাটে, উদরে, বক্ষে, যুগ্ম বাহুমূলে
শত অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন ; শুভ্র জটাজাল
বিলম্বিত পৃষ্ঠ'পরে ; রুদ্রাক্ষ-বলয়
শোভে করে ; কণ্ঠে স্থূল মাল্য রুদ্রাক্ষের ;
ভালে ত্রিপুণ্ড্রক ; অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত।

স্থির দৃষ্টি, বহুক্ষণ, রহি' কৃতাঞ্জলি
কহিলা সন্ন্যাসী, নমি', গদগদ স্বরে ঃ—

"এখন(ও) কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই মোর,
হে ভক্তবৎসল! বল, হে ভক্তবৎসলে!
ধ্বংসেছিনু ক্ষত্রকুল, প্রতিহিংসাবশে ;
লুপ্তবীর্য্য হিন্দুজাতি দাসত্বশৃঙ্খল
তাই পরিয়াছে গলে। কিন্তু, যুগ, যুগ,
অনিদ্রায়, অনাহারে সাধিনু যে তপ
প্রায়শ্চিত্ত তরে, তা' কি বৃথায় কেবল?
কেন চিরজীবী তবে করিলে আমারে
নিরখিতে এ লাঞ্ছনা? ক্ষম অপরাধ,
নহে লহ প্রাণ" বলি' পড়িলা ভূতলে।

"উত্তিষ্ঠ, ভার্গব!" শূন্যে অশরীরী বাণী
উঠিল, গম্ভীরে, করি' ধ্বনিত মন্দির।

"নাহি অপরাধ তব ; নিজ কর্ম্মদোষে
ধ্বস্ত ক্ষত্রকুল, মাত্র উপলক্ষ্য তুমি।
লুপ্তবীর্য্য নহে হিন্দু ; সাধনায় তব
ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে, শূদ্রে ক্ষাত্রতেজ
হইয়াছে সঞ্চারিত। অনুকূল কালে,
সুপ্তসিংহ-সম পুনঃ দৃপ্ত নিজবলে,
জাগিয়া উঠিবে তা'রা। নিয়ন্তা বিশ্বের,
সত্যধর্ম্মভ্রষ্ট, হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত
নিরখিয়া হিন্দুগণে, পাঠাইলা হেথা,
শাস্তারূপে মুসল্মানে। কার্য্য তা'র শেষ ;
সমাপ্ত বিধ্বংস ; এবে সৃষ্টিপ্রয়োজন।
তাই, নিজ কর্ম্মফলে, মুসল্মান এবে
হ'বে অপসৃত ; নব অভিনেতৃদল
প্রবেশিবে রঙ্গমঞ্চে। ছায়া ভবিষ্যের
হের অই মহারাষ্ট্রে।" নীরবিলা বাণী।*

* পরশুরাম সপ্ত চিরজীবীর অন্যতম। সহ্যাদ্রিপ্রদেশে তাঁহার অবস্থিতি ও মহাদেবের আরাধনা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—

কদাচিদ্ভার্গবঃ শ্রীমান্ সর্ব্বক্ষত্রকুলান্তকঃ। গোকর্ণং গন্তুকামশ্চ মহেন্দ্রাদ্রৌ জগাম সঃ॥
ততঃ সহ্যাদ্রিশিখরমদূরে দৃষ্টবান্ মুনিঃ। দিব্যৌষধিতপোযোগং মন্ত্রসিদ্ধৈর্মহর্ষিভিঃ॥
অবতীর্য্য দদর্শাথ দেশমুত্তমম্। তৎক্ষেত্রে প্রাপ্তবান্ রামো মেধাবী ভৃগুনন্দনঃ॥
ঈশন্নারায়ণং সম্যক্ পূজয়ামাস শাস্ত্রতঃ। কমলৈর্লক্ষসংখ্যাকৈঃ পূজয়ামাস ভার্গবঃ॥
নানোপচারৈর্বিবিধৈর্বেদোক্তমন্ত্ররাশিভিঃ। স্তোত্রং কর্ত্তুং সমারেভে শঙ্করং শ্রীশমব্যয়ম্॥

রত্নগিরি জিলার অন্তর্গত চিপ্‌লুন নগরে "পরশুরামের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পরশুরাম-শৈল এই স্থানের নিকটবর্ত্তী।"

বিশ্বকোষ ষষ্ঠ ভাগ, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

অভিষেকের পূর্ব্বে শিবাজী চিপ্‌লুনে যাইয়া পরশুরামের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। Then he set out on a round of worship at the most famous shrines of the land. Chiplun was visited early in May 1674, and after adoring, Parashuram in the great temple, there, he returned to Raigarh. Professor Jadu Nath Sarkar's article Coronation of Shivaji in the Modern Review for February, 1919.

শিবাজী।

প্রথম সর্গ।

লম্ফে লম্ফে, গিরিপথ করি' অতিক্রম,
ধায় অশ্বারোহিদল। দুরারোহ পথ,
সঙ্কীর্ণ, উপলাস্তৃত। এক পার্শ্বে তা'র
কণ্টকী গুল্মের বন গিরিদেহব্যাপী;
অন্যপার্শ্বে তৃণাচ্ছন্ন খাদ সুগভীর;
কল কল কলে জল বহে তা'র মাঝে,
আঁধারে অদৃশ্য। কোথা ভগ্ন শিলাস্তূপ,
পাতোন্মুখ, ভীমভঙ্গী করি' প্রদর্শন,
দাঁড়াইয়া পথপার্শ্বে। কোথা মহীরুহ
প্রলম্বিত শাখাজালে রোধ করে গতি;
ঘন পত্রচ্ছদে তা'র তপন-কিরণ
রাখিয়াছে রুদ্ধ, পথ তমঃ-সমাবৃত।
কোথা ক্ষীণা নির্ঝরিণী বহে ধীরে ধীরে।

সকলের অগ্রে এক নবীন যুবক,
অনুদ্ভিন্নশ্মশ্রু, কিন্তু দীপ্ত মহিমায়;
লৌহ-দৃঢ়বপু; ব্যক্ত বদনমণ্ডলে
অপূর্ব্ব প্রতিভা, স্থির সঙ্কল্পের সনে;
ধাইছেন মহাবেগে। মধ্যাহ্নতপন
প্রখর কিরণজালে দগ্ধ করে শির,
ঘর্ম্মসিক্তদেহ, তবু, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

গত ক্রোশদ্বয় ; দূরে সমতলভূমি
পরিদৃষ্ট ক্রমে। বেগে ধায় অশ্বদল ;
উঠে ক্ষুরধ্বনি পথ করি' মুখরিত।
সহসা থামিল শব্দ ; নিরখিলা যুবা
সম্মুখে গভীর খাদ ; ভাঙ্গি' সেতু তা'র
রাখিয়াছে সদ্য কেহ ; রোধি' অশ্ববেগ
দাঁড়াইলা স্থির যুবা ; অমনি পশ্চাতে
দাঁড়াইলা শ্রেণীবদ্ধ শত অশ্বারোহী,
স্থির শিলামূর্ত্তি সম। রোষে ছাড়ি' শ্বাস,
কুঞ্চিত ললাট, বীর হেরিলা দক্ষিণে,
ফিরিয়া চাহিলা বামে ; রুদ্ধ দুই দিক্
অচল-প্রাচীরে, ঘন গুল্মসমাবৃত ;
চাহিলা পশ্চাতে। ত্বরা হ'য়ে অগ্রসর
প্রবীণ সৈনিক এক কহিলা বিনয়ে ;—
"নাহি কাজ, বীরবর ! অসমসাহসে,
যা'ব আবেষ্টন করি' অন্য পথ দিয়া ;
দণ্ডমাত্র কালব্যাজে না হইবে ক্ষতি।"
কহিলা বীরেন্দ্র :—
"ভাও ! না হইবে ক্ষতি !
আসি' অগ্রে, হিংসাবশে, বিজাপুর-সেনা
লুঠে যদি গ্রাম, হ'বে কি ফল গমনে ?
উৎকণ্ঠিত গ্রামবাসী আমাদের তরে
রহেছে প্রতীক্ষা করি' ; বিলম্বিলে মোরা
হ'বে সর্ব্বনাশ, প্রতীকার অসম্ভব ;
যা'ব এইপথে, এস, যে পার পশ্চাতে।"

এত বলি', বাম করে রশ্মি আকর্ষিয়া,
'রোহিত রোহিত' বলি' ডাকি' তুরঙ্গমে
মৃদু মৃদু করাঘাত গ্রীবাদেশে তা'র
করিলা আদরে বীর। বুঝিয়া ইঙ্গিত,
ঊর্দ্ধকর্ণ অশ্ববর, হ্রেষিয়া পুলকে,
জোড় করি' অগ্রপদ, লম্ফ দিলা বলে
গিরিচর মৃগসম। উত্তরিয়া খাদ
সহাস্য বদনে বীর বাজাইলা তুরী।
অমনি পুলকে, গর্ব্বে শত অশ্বারোহী
লম্ফ দিলা, একে একে; "হর হর ব্যোম"
"হর হর ব্যোম" ধ্বনি উঠিল গগনে।
ধায় পুনঃ সাদিবৃন্দ; ত্যজি' গিরিতট
অবতীর্ণ সমভূমে। মারুতি-মন্দির
বিরাজে দক্ষিণে; সবে নমি' ভক্তিভরে
প্রবেশিলা গ্রামমাঝে। কি দৃশ্য করুণ!
ভগ্ন দেবমূর্ত্তি পড়ি' হেথায় সেথায়;
চূর্ণ মন্দিরের দ্বার; প্রস্তর-নিক্ষেপে
চূড়াভ্রষ্ট চক্র, শূল পতিত অঙ্গনে।
ভস্মশেষ বহু গৃহ; ধূম, অগ্নিশিখা
বাহিরিছে এখনও কোন গৃহ হ'তে।
বিমর্দ্দিত শস্যক্ষেত্র; শোণিতাক্ত পথ;
অশ্রুসিক্ত নরনারী; ভূলুণ্ঠিত শিশু।
উঠে হাহাকার-ধ্বনি কোন(ও) গৃহ হ'তে;
কোথা অর্দ্ধদগ্ধ পশু ডাকে আর্ত্তস্বরে;
কোথা, উন্মাদিনীপ্রায়, বক্ষ আঘাতিয়া,

কাঁদে পুত্রহীনা মাতা। স্কন্ধে ল'য়ে শব,
দরদর অঙ্গ হ'তে রক্ত ঝরে তা'র,
চলে নদীপানে লোক। নিস্পন্দ, নীরব
দাঁড়াইলা বীরবৃন্দ; না হয় সাহস
জিজ্ঞাসিতে কোন কথা; কে দেয় সান্ত্বনা?
হেরি' আম্রকুঞ্জ এক জলাশয়-তটে,
অবতরি' অশ্ব হ'তে, তৃণাসন'পরে
বসিলা নীরবে সবে। গ্রামবাসী যত,
বাল, বৃদ্ধ, নর, নারী, আসি' একে একে,
দাঁড়াইলা ঘিরি' ক্রমে। শোণিতাক্ত কেহ,
পিষ্ট অশ্বপদে; কেহ কৃপাণ-আঘাতে
ছিন্নকর্ণ; নিদারুণ লগুড়-প্রহারে
কেহ কুব্জ; করাঙ্গুলি কর্ত্তিত কাহার।
নিষ্কুণ্ডলা কত নারী, রুধির-ধারায়
অভিষিক্তা, দগ্ধদেহা, উৎপাটিতকেশা,
অঞ্চলে বদন ঢাকি' লাগিলা কাঁদিতে।
মর্ম্মাহত বীরবৃন্দ; ডাকি' একে একে
পরিচিত জনে, স্নেহে, পার্শ্বে বসাইয়া,
কহিলা সান্ত্বনা-বাণী। বীর-বক্ষ কত
ভাসিল নয়নজলে; কত নেত্র হ'তে
ছুটিল স্ফুলিঙ্গ; মুষ্টিবদ্ধ হ'ল কর।
গ্রামের পাটিল * আসি' করজোড় করি'
নিবেদিলা বীরবরে!—
"কত দিন আর,

* পাটিল - রাজকর্ম্মচারিবিশেষ। রাজস্ব-সংগ্রহের ও সাধারণ শান্তিরক্ষার ভার ইহার উপর থাকিত।

কত দিন, রাজপুত্র! দেশ*বাসী যত
সহিবে এ অত্যাচার? নাহি জানি মোরা
কা'র প্রজা, কা'র ভৃত্য। যে পারে যখন,
সেই আসি' লুঠে গ্রাম; অরাজক দেশ। †
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর স্থল্‌তানে স্থল্‌তানে
ঘটে যদি যুদ্ধ, মোরা সহি অত্যাচার।
দিল্লীশ্বর সনে এই দোঁহার বিবাদে
আমরাই প্রপীড়িত। বাদসাহী দূত
আসি' ঘোষে, দিল্লীশ্বর সম্রাট্‌ সবার;
বিজাপুর-সেনা আসি' চাহে রাজকর।
মোরা জানি, প্রজা মোরা রাজা ভোঁসলার;
কেন তবে অরক্ষক? নিশাশেষে যবে
ছিনু বিনিদ্রিত সবে, বিজাপুর-সেনা
সহসা ঘিরিল গ্রাম। হাব্‌সী, আরব,
নাহি দয়ালেশ মনে, রোধ করি' পথ,
দিল অগ্নি গৃহে, গৃহে। কি বলিব আর,
পিতৃদেব বহু ব্যয়ে রচিলা যে গৃহ,
নাহি চিহ্নমাত্র তা'র। দগ্ধ শস্যশালা,
বুভুক্ষু শিশুর মুখে কি দিব, না জানি।

* সহ্য পর্ব্বত মহারাষ্ট্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বাংশ দেশ এবং পশ্চিমাংশ কঙ্কণ বা কোঙ্কণ নামে পরিচিত। পূর্ব্বাংশ বা দেশবাসীদিগকেই অধিক উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছিল।

† With the break up of the Nizam Shahi kingdom, its spoils had been shared by the Emperors of Delhi and the kings of Bijapur and the Maratha country was the constant scene of the border warfare of these two powers. The unhappy results of such a confusion of authority can be better imagined than described.

M. G. Ranade's Rise of the Maratha Power. P. 85.

লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা পত্নী কাঁদে গৃহমাঝে ;
নাহি জানি বধূ মোর মৃতা কিম্বা হৃতা।
পিতামহ তব' সাধু মালোজী ভোঁসলা,
কঙ্কণ হইতে আনি', পিতৃদেবে মোর
বসাইলা গ্রামমাঝে। সা'জী মহারাজ
নিরন্তর পিতৃস্নেহে করিলা পালন।
ছিল আশা, এইরূপ, বংশপরম্পরা,
সাধি' রাজকার্য্য, সুখে, যাপিব জীবন ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে দেখি সে আশা বিফল ;
অসহ্য যাতনা এবে। দেহ আজ্ঞা মোরে,
লয়ে পত্নী, পুত্র, যাই চলি' কোন স্থানে ;
সমর্থ যথায় রাজা নিজ বাহুবলে
রক্ষিতে প্রজার ধন, সম্ভ্রম নারীর।"

কহিলা বীরেন্দ্র ;—

"রাও! রহ ধৈর্য্য ধরি'
দিন কত মাত্র ; দূর হ'বে অত্যাচার।
কহিও বুঝায়ে সবে, যতক্ষণ প্রাণ
র'বে দেহে, প্রজাগণে না ত্যজিব কভু।
দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরে বধিলেন যিনি,
ঘাতিলেন চণ্ডমুণ্ডে, শুম্ভনিশুম্ভেরে,
পদাশ্রিত মোরা তাঁ'র। তাঁহারি আদেশে
স্বদেশ, স্বজাতি, ধর্ম্ম রক্ষিবার তরে
শত শত বীর, আজ, মহারাষ্ট্র মাঝে,
প্রস্তুত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রাণ সমর্পণে।"

প্রাচীন ব্রাহ্মণ এক, তেজঃপুঞ্জতনু,

ছিলা দূরে দাঁড়াইয়া ; হ'য়ে অগ্রসর,
কহিলা সকোপে ঃ—
"বীর ! মহারাষ্ট্রে বীর
আছে কেহ ? ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাসবে,
গো-ব্রাহ্মণ-নারী যা'রা রক্ষিতে অক্ষম !
কেন ধর অসি, শূল, পর যোদ্ধৃবেশ,
দেখা'তে কি নটলীলা ? আসি' শত্রুগণ
লুঠিল সর্ব্বস্ব, চূর্ণ করিল বিগ্রহ,
ধর্ষিল রমণীগণে ! কোথায় তোমরা
ছিলে তবে ? ছিলা বটে বীর সব্যসাচী ;
শ্রুতিমাত্র দস্যুহৃত দ্বিজের গোধন
পশি' অস্ত্রাগারে, একা, ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ,
দণ্ডিলা পামরগণে। সত্যভঙ্গ-ফলে
সহিলা অম্লানমুখে নির্ব্বাসন-ক্লেশ।
তা'রা ছিল বীর, ছিল আশ্রিতবৎসল ;
সিংহকুলে ফেরু এবে জন্মিছে ভারতে।
লভি' জন্ম ক্ষত্রকুলে অক্ষম যাহারা
রক্ষিতে আশ্রিত জনে, কর্ত্তব্য তা'দের
ত্যজি' বর্ম্ম-চর্ম্ম-অসি, স্কন্ধে ল'য়ে হল,
কুন্‌বীর * পরিচর্য্যা ; বৃথা যুদ্ধসাধ !"
"রাজপুত্র ! শুন তুমি ; থাকে বাঞ্ছা যদি
স্বদেশ-স্বধর্ম্ম-ত্রাণে, লও বীরব্রত ;
দাঁড়াও প্রস্তুত হ'য়ে সম্মুখ-সমরে।
খণ্ডযুদ্ধে, দস্যুতায় না ফলিবে ফল ;

* কুন্‌বী মহারাষ্ট্রীর কৃষক।

মৃগেন্দ্র মাতঙ্গে হেরি' কুম্ভ'পরি তা'র
চাহে লম্ফ দিতে ; ফেরু দংশে পুচ্ছদেশ।
বধিতে ভুজঙ্গে যদি না থাকে শকতি
অকারণে উত্তেজিত করিও না তা'য়
লাঙ্গুলে আঘাত করি'। যত দিন তুমি
না পারিবে বুঝাইতে বিজাপুররাজে
সমর্থ মারাঠা জাতি প্রতিবিধানিতে,
তত দিন, এইরূপ লাঞ্ছনা, পীড়ন,
অত্যাচার, অবিচার হইবে সহিতে।
বীরপুত্র তুমি, কর বীরোচিত কাজ ;
লক্ষ মহারাষ্ট্রী হ'বে সহায় তোমার।
বৃদ্ধ আমি, নাহি শক্তি কৃপাণধারণে ;
কিন্তু আছে পুত্র মোর ; বহু যত্নে তা'রে
শিখায়েছি ধর্ম্মশাস্ত্র, যজন, যাজন।
কিন্তু বুঝিতেছি, এবে, দ্বিজাচারে শুধু
না হইবে ধর্ম্মরক্ষা। শূদ্র, বৈশ্য, দ্বিজ,
অবিভেদে, ক্ষাত্রধর্ম্ম না লইলে আর
নাহি মুক্তি এ জাতির। দিব আজ্ঞা আমি,
তব কার্য্যে দিবে প্রাণ তনয় আমার ;
জাতিজ্ঞাতিগণে আমি কহিব বুঝায়ে,
স্বদেশ-স্বজাতি-রক্ষা সর্ব্বধর্ম্মোত্তম।
করি' আশীর্ব্বাদ, তুমি মহারাষ্ট্রভূমে
হও ধর্ম্মগোপ্তা রাজা, পাল প্রজাগণে।"
প্রণমি কহিলা বীর :—
"পালিব আদেশ ;

শিরোধার্য্য আশীর্ব্বাদ।"

সহসা অদূরে

উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি মর্ম্মবিঘাতিনী।

উন্মাদিনীপ্রায় এক নারী মুক্তকেশী,

আঘাতিয়া বক্ষ, আসি' দাঁড়ায়ে সম্মুখে

জিজ্ঞাসিল :—

"বল, কোথা অমাই আমার।"

"কে অমাই ?"

সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসিলা বীর।

"কে অমাই ? কে অমাই ?"

উন্মাদিনী মাতা

কহিলা চীৎকার করি' :—

"অমাই আমার

নয়নের মণি, মোর লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

ঊষাস্নান সমাপিয়া অমাই আমার

গিয়াছিল পূজাহেতু বিরূপাক্ষপীঠে,

কিন্তু ফিরে নাই আর। শুনি কহে লোক,

হাব্‌সী সেনানী এক কেশে ধরি' তা'র

তুলি' অশ্বপৃষ্ঠে তা'রে ল'য়ে গেছে হরি';

হা অমাই! এই হ'ল পরিণাম তোর!"

মূর্চ্ছিতা পড়িলা মাতা বাহু প্রসারিয়া।

দংশিয়া অধর বীর কহিলা সরোষে :—

"কোন্ পথে গেছে পাপী দেখেছ কি কেহ ?"

উষ্ণীষের মুক্তাগুচ্ছ খুলি' করে ল'য়ে

কহিলা দেখায়ে :—

"এই মুক্তাগুচ্ছ তা'র
অমা কিম্বা অমাচোরে যে দেখা'বে মোরে।"
লব্ধসংজ্ঞা মাতা পুনঃ "অমা অমা" বলি'
লাগিলা কাঁদিতে; "তোর এই পরিণাম!
গর্ভবাসে কেন তুই না মরিলি অমা ?"
এত বলি' বক্ষ নিজ লাগিলা 'ঘাতিতে।
প্রতিবাসী একজন কহিলা বিনয়ে :—
'রাজপুত্র! হরে নাই অমারে যবন;
লম্ফ দিয়া অশ্ব হ'তে পড়েছিল অমা;
ব্যথিতা, কাতরা হ'য়ে প্রবেশি' মন্দিরে
রুদ্ধ করেছিল দ্বার। হাব্‌সী সেনানী,
পদাঘাতে ভাঙ্গি' দ্বার, প্রবেশিল যবে
অভ্যন্তরে, পীঠ হ'তে তীক্ষ্ণ শূল ল'য়ে
আঘাতিলা নিজ বক্ষে। সতীত্ব রক্ষণে
সঁপিয়াছে প্রাণ অমা; পূত দেহ তা'র
বিদারিত, শোণিতাক্ত আছে পীঠতলে।"
নিস্পন্দা জননী, শুনি', দাঁড়াইলা উঠি'
কহিলা ডাকিয়া :—

"ধন্যা, ধন্যা, অমা মোর,
চলি' গেছে স্বর্গধামে; যা'ব আমি সেথা।"
ছুটি' চলি' গেলা মাতা। মুছি' অশ্রু বীর
আদেশিলা অনুচরে :—

"আছে সঙ্গে যাহা
স্বর্ণ, রৌপ্য, দাও ল'য়ে পাটিলের করে।
সর্ব্বস্বান্ত গ্রামবাসী; যথা কথঞ্চিৎ

পূরণ হউক ক্ষতি। চল যাই মোরা,
দেখি যদি অন্বেষিয়া পাই দুষ্টদলে।”
মারাঠা কৃষক এক, দৃঢ় কৃষ্ণকায়,
ছিল দূরে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে চাহি'
শিবাজীর পানে। হেরি' আচরণ তাঁ'র
বিমুগ্ধ, সমীপে আসি' কহিল বিনয়ে ঃ—
“রাজপুত্র! অস্ত্র, শস্ত্র, না আছে আমার;
দাদাজীর আজ্ঞা শুনি,' শূন্য হস্তে তবু,
বৃকের গহ্বরে পশি' কর্ণ ধরি' তা'র
আনিয়াছি বহির্দ্দেশে।* দিও অস্ত্র তুমি,
দেখিব হাব্‌সী পশু ধরে কত বল।
ছিল সাধ, পাই যদি বীর-প্রভু কভু,
সেবিব চরণ তাঁ'র। নিরখি' তোমারে
জন্মি'ছে প্রত্যয়, তুমি প্রভুযোগ্য মোর।
আছে বৃদ্ধা মাতা, তাঁ'রে অন্ন দিও তুমি,
রেখো মোরে সাথে; আমি না চাহি বেতন।”
আদরে ডাকিয়া পার্শ্বে, নিজ শূল ল'য়ে
করে তা'র করি' দান, কহিলেন বীর ঃ—
“লহ এই অস্ত্র, নিজ জননীরে, এবে,
বল গিয়া, দেশহিতে পুত্র দেন যিনি,
শিব্বা † পুত্র তাঁ'র, ল'বে পালনের ভার।

* Poona itself had been depopulated; packs of wolves and bands of robbers, fiercer than wolves made husbandry impossible. In the course of a few years, Dadaji destroyed the wolves by offering rewards and he destroyed the robber-bands by stern repression.

Ranade's Rise of the Maratha Power P. 64.

† শিবাজীর আত্মীয়গণ আদর করিয়া তাঁহাকে শিব্বা বলিয়া ডাকিতেন।

প্রতিজ্ঞা আমার এই, শুন, বন্ধুগণ!
লইব তোরণাগড় সপ্তাহের মাঝে;
অহেতুক লাঞ্ছনার দিব প্রতিশোধ;
দেখাইব মৃত নয় মহারাষ্ট্রবাসী।"
লম্ফে লম্ফে বীরগণ উঠিলা অমনি
নিজ নিজ অশ্ব'পরে। "হর হর ব্যোম,"
"জয় সা'জী মহারাজ", ধ্বনিল আকাশে। *

আশ্রিত প্রজা ও ব্যবসায়ীদিগের নারীগণ সম্বন্ধে শিবাজীর এইরূপ ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। Shiva dug a small well (haoli) close to his palace and by its side had a stone seat carved like a small piece of carpet with a stone bolster resting on it. There he used to sit, and whenever the wives of the Sahukars (traders) and other poor people came there to draw water he addressed them in the same terms as his own mother or sister, and gave the fruits of the season to their children. Professor Jadu Nath Sarkar's article on Shivaji in the Modern Review for 1907, p. 419.

* The wars between Ahmadnagar and Bijapur, between Bijapur and the Moghuls and those of Malik Amber and Shahaji against both had ruined the entire Deccan. In the last war between Bijapur and the Moghuls Mahammad Adil Shah devastated all the country within 20 miles of his capital. The Moghuls to punish him devastated as much again. To grow a crop was merely to invite a troop of hostile cavalry to cut it and probably kill its owner. Nor was this the only danger. The invaders usually carried with them the children of both sexes and the young women and forcibly converted them. * * * Ramdas, in his well-known sketch of a Hindu's life, mentions, evidently as a most ordinary event, that the Hindu's young wife is carried away and married to a Musalman. (Dasbodh) As Poona and Supa were Shahaji's private fief the malignity of his enemies applied itself deliberately to their destruction. History of the Maratha People by Kincaid and Parasnis p. 127 ষষ্ঠ সর্গের পাদটীকায় দাসবোধ হইতে উদ্ধৃত রামদাসের উক্তি দেখুন।

রপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিঠোবা

দ্বিতীয় সর্গ।

আষাঢ়ের পৌর্ণমাসী ; মহামহোৎসবে
প্রমত্ত পণ্ঢরপুর।* নানা দেশ হ'তে
সহস্র সহস্র যাত্রী, আসি' দলে দলে,
মিলিয়াছে পুণ্যক্ষেত্রে ; ব্যাকুল পরাণ
হেরিতে মৃন্ময় পীঠে চিন্ময় প্রভুরে †

* পণ্ঢরপুর দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ। শোলাপুর জিলায় ভীমানদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। পণ্ঢরপুর সম্বন্ধে রাজকীয় বিবরণীতে এইরূপ উল্লিখিত আছে :—Pandharpur is highly revered by Brahmans as containing a celebrated temple dedicated to the God Vithoba, an incarnation of Visṇu. Vithoba's temple is near the centre of that part of the town which is considered holy and is called Pandharikshetra or the holy spot of Pandari. It has a length from east to west of 350 feet and a breadth from north to south of 170 feet. In honour of this God three fares are held annually. At the first of these, in April, the attendance varies from 20,000 to 30,000 persons. at the second, in July, from 100,000 to 150,000; and at the third, in November, from 40,000 to 50,000. Imperial Gazetteer Vol. XIX, p. 390.

এখানে দ্বিতীয় অর্থাৎ আষাঢ়ী উৎসবের বর্ণনা আছে। তৎকালের দৃশ্য সম্বন্ধে উক্ত বিবরণীতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় :—The best view of the town is from the opposite bank of the Bhima. When the river is full, the broad, winding stream, gay with boats ; the islet temples of Visnupad and Narad ; the rows of domes and spires of tombs on the further bank, the crowded flight of steps leading from the water ; the shady banks and among the tree-tops the spires and pinnacles of many large temples, combine to form a scene of much beauty and life.

† বিঠোবা পণ্ঢরপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। বিঠোবা নাম সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর আখ্যায়িকাটী "পণ্ঢরপুর-মাহাত্ম্য" নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীক নামক কোন ব্রাহ্মণকুমার যৌবনে একান্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন। তিনি দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে পিতামাতাকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিতেন। একদা পর্ব্বোপলক্ষ্যে, পিতা, মাতা এবং প্রতিবাসিগণের সঙ্গে পুণ্ডরীক কাশী গমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তাঁহারা কাশীর অনতিদূরে, কোন সাধু পুরুষের আশ্রমের সমীপে, উপস্থিত হইয়া, সেখানে রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রিতে পুণ্ডরীকের নিদ্রা হইতেছিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটী রমণী, এক এক কুম্ভ জল মস্তকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্তা হইলে পুণ্ডরীক দেখিলেন যে, আশ্রমের মধ্যে প্রবেশের সময় তাঁহাদের

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী। জনকোলাহলে,
বাদ্যোদ্যমে পূর্ণ পুরী। পুলিন, প্রান্তর,
ঘাট, বাট জনপূর্ণ। দুর্গম কান্তার,
দুরারোহ গিরি, পথ শ্বাপদ-সঙ্কুল
অতিক্রমি' কতজন সমাগত সেথা।
উড়াইয়া শ্বেত, পীত, লোহিত পতাকা,
বাজাইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, করতাল,
নৃত্য, গীত, সঙ্কীর্ত্তনে মাতাইয়া দেশ

দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহ জ্যোতিতে ও সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। সেরূপ জ্যোতি মনুষ্যদেহে দৃষ্ট হয় না। পুণ্ডরীক, তখন, ভূ-নত হইয়া, তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ বলিলেন, আমরা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এই আশ্রমস্থিত মহাপুরুষ পিতামাতার সেবার এরূপ ব্যাপৃত যে, তাঁহার, কখনও, আমাদিগের জলে স্নান করিতে যাইবার অবকাশ হয় না; সেই জন্ত আমরা নিজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে আমাদিগকে কৃষ্ণকায়া দেখিয়াছিলে, তাহার কারণ এই যে, দিবসে লক্ষ লক্ষ পাপীর স্নানাবগাহনে আমাদিগের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়; পিতৃমাতৃভক্ত এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আমরা আবার আমাদিগের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা লাভ করি। দেবীগণ এই বলিয়া, পুণ্ডরীককে পিতামাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক, অন্তর্হিতা হইলেন। পিতৃদ্রোহী পুণ্ডরীকের হৃদয় বিগলিত হইল। পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত যদি গৃহে বসিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর দর্শনলাভ করিতে পারেন, তবে আর কাশীধামে যাইবার প্রয়োজন কি, এই ভাবিয়া পুণ্ডরীক পিতামাতার সঙ্গে সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং একান্তঃকরণে পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নারায়ণ, পুণ্ডরীকের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক পিতামাতার পাদসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরে দৈবজ্যোতির আবির্ভাব দর্শনেও পুণ্ডরীক পিতামাতার সেবা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পিতামাতার সেবায় নিরস্ত না হইয়া, পুণ্ডরীক, ভগবানের অভ্যর্থনার্থ, নিকটস্থিত একখানি ইষ্টক তাঁহাকে, আসীন হইবার জন্য, প্রদান করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান্ সেই ইষ্টকের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে পুণ্ডরীক, স্বেচ্ছানুরূপ পিতৃ-মাতৃ-সেবা করিয়া, নিকটে উপস্থিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক বলিলেন, "তবে আপনি যেমন দাঁড়াইয়া আছেন, সর্ব্বদা আমার সম্মুখে সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি যেন পিতামাতার সেবা করিতে করিতে, সকল সময়, আপনাকে এইরূপ দেখিতে পাই।" ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ইষ্টককে "বিঠ" বলে। "বা" শব্দ গৌরবসূচক;—ইহার অর্থ পিতা বা গুরুজন। "ইষ্টকোপরি বর্ত্তমান পিতা পরমেশ" এই অর্থে বিঠোবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিঠোবার অপর নাম বিঠ্ঠল বা পাণ্ডুরঙ্গ। বিঠোবার অধিষ্ঠানবশতঃ পণ্ঢরপুর মহাতীর্থ হইয়াছে।

আসে যাত্রী অগণন ; কি মহা উল্লাস,
কি আনন্দ, কিবা স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত প্রতি মুখে !
পথশ্রান্তা, ক্রোড়ে শিশু, নারী শত শত,
কঙ্করে চরণ বিদ্ধ নিঃসরে রুধির,
তথাপি ভ্রূক্ষেপশূন্যা, ডাকে মহোৎসাহে,
"জয় পাণ্ডুরঙ্গ জয়।" নিঃসম্বল দীন,
করে ভিক্ষাপাত্র, জীর্ণকন্থাসমাবৃত,
আসিয়াছে যষ্টি ধরি'। যুবক তনয়,
পঙ্গু, বৃদ্ধা জননীরে ক্রোড়ে ল'য়ে স্নেহে,
দূরপথ পর্য্যটনে স্ফীত-পদাঙ্গুলি,
আসিয়াছে মহানন্দে ; কি পুণ্য দর্শন !
  সম্মুখে আরক্তবেণী, উন্মাদিনী ভীমা,
গৈরিক প্রবাহ লভি' পূর্ণকলেবরা,
সমররঙ্গিণী প্রায়, ছুটিয়াছে বেগে।
শত শত তরী, দিব্য পতাকাশোভিত,
বিরাজিছে বক্ষে তা'র, দীপ-সমুজ্জ্বল।
সুদৃঢ় সোপানশ্রেণী নদীগর্ভ হ'তে
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধদেশে। কোথাও মন্দির,
কোথা শ্রাদ্ধবেদী, কোথা মঞ্চ শিলাময়
শোভিতেছে নদীতটে। নববরষার
লভি' বারিধারা, স্নিগ্ধ-শ্যাম-কলেবর,
অশ্বত্থ, রসাল, বট, নিম্ব আদি তরু
দাঁড়াইয়া কুঞ্জাকার ; যাত্রিদল সেথা
রন্ধনে, ভোজনে রত। কোথা শ্রেষ্ঠী এক,
সঙ্গে অস্ত্রধারী ভৃত্য, বলীবর্দ্দ-যানে

ল’য়ে পত্নী, পরিজন, চলেছেন ধীরে।
কোথা দূরাগত কোন জায়গীরদার,
করে কোষবদ্ধ অসি, চর্ম্ম পৃষ্ঠ ’পরে,
বেষ্টিত প্রহরিবৃন্দে দীর্ঘ-শূলধারী,
সম্ভ্রমে শিবিকা রাখি’ নগর বাহিরে,
চলেছেন পাদচারে। পশ্চাতে তাঁহার,
বিপুল নিতম্বভারে মন্থরগামিনী,
আন্দোলি’ পীবর ভুজ ভূষিত কেয়ূরে,
পত্নী তাঁর, সঙ্গে ল’য়ে বধূ, দুহিতায়,
গৃহিণী-গৌরবে দৃপ্তা, প্রফুল্ল-বদনা
চলেছেন ধীরে ধীরে। রুণু রুণু বোলে
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে; রজত-ভৃঙ্গার,
ব্যজনী লইয়া করে সাথে চলে দাসী।
কোথা মঠপতি কোন(ও), ফেলি’ স্কন্ধাবার,
সঙ্গে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, শিষ্য, পরিজন
বসেছেন সমারোহে। মুকুতাখচিত
স্বর্ণচ্ছত্র শোভে শিরে; প্রিয় শিষ্য কেহ
দোলায় চামর পার্শ্বে। অবিদূরে তাঁ’র,
রচি’ পর্ণশালা এক, অপর সন্ন্যাসী,
পত্রপুটে ভিক্ষালব্ধ শক্তুমুষ্টি রাখি,’
ঈর্ষা-কলুষিত নেত্রে হেরিছেন তাঁ’রে।
সমুজ্জ্বল ধাতুমূর্ত্তি স্থাপিয়া সম্মুখে,
জ্বালি’ ধূপ, দীপ, ঘন ঘণ্টাধ্বনি করি’,
পূজারত কোন(ও) সাধু। গীতা, ভাগবত
পাঠ হয় নানা স্থানে। পথপার্শ্বে কত

মিষ্টান্নে, তৈজসে, বস্ত্রে, রম্য ক্রীড়নকে
সজ্জিতা বিপণি, সমাকুল ক্রেত্রীগণে,
শোভিতেছে দীপালোকে। কোথা যাদুকর
দেখাইছে ইন্দ্রজাল; চন্দ্রাতপতলে
কোথা বাজে বেণু, নাচে নর্ত্তক, নর্ত্তকী।
প্রসারিয়া শাখা-বাহু শাখা-বাহু মাঝে,
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন বাঁধি' পরস্পরে,
মহাকায় বট এক অশ্বত্থের সনে
দাঁড়ায়েছে কুঞ্জাকার; শাখা-বিলম্বিত
জ্বলে দীপাবলী তথা। নানাদেশাগত,
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা,
সৌর, গাণপত্য কেহ, সাধুগণ সেথা,
শিষ্যবৃন্দ সনে মিলি', বেণুবীণারবে,
কীর্ত্তনে, ভজনে রত। নাহি দ্বন্দ্ব, দ্বেষ,
মতভেদ, শাস্ত্রভেদ; বৃন্দাবনলীলা
করি'ছেন অভিনয়। কেহ নন্দগোপ,
শ্রীদাম, সুদাম কেহ; করে কর ধরি'
লিঙ্গায়ৎ, রামায়ৎ, সৌরে, শাক্তে ল'য়ে
নাচিছেন মহোল্লাসে; গাইছেন গীত
সখ্য, দাস্য, বাৎসল্যের; বিগলিত ধারে
প্রেমাশ্রু সবার ঝরি' হই'ছে মিলিত;
উঠিছে রোমাঞ্চ অঙ্গে অঙ্গ-পরশনে;
রুদ্রাক্ষ-তুলসীমাল্য, বিভূতি-চন্দন
মিলিছে অভেদে। হেরি মুগ্ধ যাত্রিদল;
আনন্দে সহস্র কণ্ঠে ফুটি উঠে ধ্বনি,

"জয় পাণ্ডুরঙ্গ জয়" "জয় রুক্মামাই।"*

পুণ্যদ পবিত্র তীর্থ; ভারতমাঝারে,
নির্ব্বিশেষে জাতিধর্ম্ম, ভক্তজন প্রতি
হেন শ্রদ্ধা না বিরাজে অন্য কোথা আর।
চর্ম্মকার চোকামেলা, শূদ্র নামদেব †
দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত, অর্চ্চিত যথায়।
যে তীর্থের পূত রেণু বহি' শিরোদেশে
জ্ঞানে, প্রেমে, তেজোবীর্য্যে মহারাষ্ট্রবাসী
সমুন্নত, প্রকাশিলা অপূর্ব্ব শকতি।

পুলিন, সোপান, পথ, তটতরুরাজী
শশিকরে শুভ্রকান্তি করে প্রদর্শন।
উর্ম্মিস্পর্শ-স্নিগ্ধ বায়ু, বহি' মৃদু মৃদু,
কুসুম চন্দন-গন্ধে পূর্ণ করে পুরী।

* মহীপতির গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত আমার তুকারাম-চরিতে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে, আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে তাহা হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"এখন যেমন পার্লামেণ্ট অফ রিলিজন বা ধর্ম্মমহাসভা আহ্বান করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত জ্ঞাত হইবার চেষ্টা হইতেছে, ভারতের পূর্ব্বকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণও সেইরূপ কোন তীর্থক্ষেত্রে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে সম্মিলিত হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন দ্বারা, নিজের নিজের ধর্ম্মমত গঠিত ও মার্জ্জিত করিয়া লইতেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে অনেকবার এইরূপ সাধু-সম্মিলন হইয়াছিল।" * * *

"পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আদর্শে সাধুগণ দধিকাদা-উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ বালগোপাল সাজিলেন। * * * সম্মিলিত দর্শক ও সাধুমণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। বহুদিন পরে বৃন্দাবনের সেই মধুর চিত্র মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইলেন।

তুকারাম-চরিত, ১০ম অধ্যায়।

বৃন্দাবনে যেমন রাধাশ্যাম, অযোধ্যায় যেমন সীতারাম, পণ্ঢরপুরে তেমনি রুক্মামাই (রুক্মিণী) ও পাণ্ডুরঙ্গ।

† ইঁহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একাদশ সর্গের পাদ টীকা এবং বম্বে গেজেটিয়ারের পণ্ঢরপুর-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

মন্দিরে মন্দিরে বাজে কাংস্য, করতাল ;
সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা হয় বহুস্থানে,
উঠে জয় জয় নাদ। নগরের মাঝে
বিঠোবা-মন্দির, শির তুলি' নভোদেশে,
দাঁড়াইয়া শৈলাকার। প্রাঙ্গণে তাহার
নিবিড় জনতা ; বাল, বৃদ্ধ, নরনারী
সম্মিলিত স্কন্ধে স্কন্ধে। জনতার মাঝে
সবিস্ময়ে যাত্রিদল হেরে তিন জনে।
প্রথম, সন্ন্যাসী এক, দীপ্তবহ্নিতেজা,
আসীন মন্দির-দ্বারে। নবাগত জন
সসম্ভ্রমে নমি' তাঁ'রে রহে করজোড়ে।
দ্বিতীয়, যুবক এক, যোদ্ধৃবেশধারী,
দিব্যকান্তি, বীরবপু ; লভি' পরিচয়
পুলকে, গৌরবে লোক নিরখে তাঁহারে।
তৃতীয়, সুদীনবেশী, জীর্ণ ক্ষীণতনু,
সঙ্কীর্ত্তনকারী এক ; যুগ্মনেত্রে তাঁ'র
দর দর ঝরে ধারা, ভাষা গদ গদ।
প্রথম, সমর্থ সাধু রামদাস স্বামী ; *
দ্বিতীয়, পুরুষসিংহ বীরেন্দ্র শিবাজী ;
তৃতীয়, সাত্ত্বিক ভক্ত শেঠ তুকারাম।
কে পারে বুঝিতে, হায় ! লীলা বিধাতার ?
তাই প্রেরিলেন তিনি হেন মহাপ্রাণ
তিন জনে সমকালে। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম,

* সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া ইনি স্বদেশীয়গণের নিকট "সমর্থ" এই গৌরবজনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মূর্ত্তিমান্, যেন নব ত্রিবেণী-সঙ্গম
বিরচিল আসি' পুণ্য মহারাষ্ট্রভূমে।
মধুর মৃদঙ্গ, বীণা, বাজে করতাল ;
গাইছেন তুকারাম ভাবে গদগদ ঃ—

কি আর কহিব. বলহ সকলে, ধরম-করম-নীতি ;
সার কথা এই, বিঠোবা-চরণে চিত-দান ধর রীতি ॥
এ জগত মাঝে যাহা কিছু আছে, ক্ষর অক্ষর রূপ,
পণ্ঢরীনাথ সার তাহার, গাও তাঁ'র গুণগীতি।
আগম-জলধি মন্থনে যদি উঠিল এ নবনীত,
সার ভাবিয়া, হৃদয়ে রাখিয়া, অবিরাম কর প্রীতি ॥*

কি মধুর কণ্ঠ ! কিবা ভাব, তান, লয় !
বিমোহিত শ্রোতৃবৃন্দ। সাশ্রুনেত্র কেহ ;
রোমাঞ্চিত কোন জন ; ডাকি' তুকারামে
কেহ ক'ন 'সাধু সাধু" ; ল'য়ে পদধূলি
দেন কেহ শিরে তাঁ'র। ভূমে লুটাইয়া
তুকারাম প্রণিপাত করেন সবায়।
পূজক ব্রাহ্মণ এক, আসি' হেনকালে,
কম্পান্বিত-কলেবর, কহিলা বিনয়ে ঃ—
"ভক্তগণ ! কুসংবাদ করিনু শ্রবণ,
বিজাপুর-সেনাদল হয়েছে বাহির
লুণ্ঠিতে পণ্ঢরপুর। অগ্রদল তা'র
অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাত্র। ধূম, অগ্নিশিখা
মন্দিরের চূড়া হ'তে হ'তেছে লক্ষিত।
সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ করি' নিজ নিজ স্থানে

---

* গ্রন্থকার-কৃত তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ। তুকারামচরিত, ৯০।

যা'ন সবে ; স্থানান্তর করিব বিগ্রহে।
মন্দভাগ্য আমাদের, ছিল কোন পাপ,
ঘটিল ব্যাঘাত তাই প্রভুর সেবায়।"
শ্রুতিমাত্র রামদাস, ত্যজিয়া আসন,
দাঁড়াইলা ; নেত্র হ'তে হইল বাহির
অগ্নিশিখা ; মেঘমন্দ্রে কহিলা ডাকিয়া :—
"নির্ব্বীর কি মহারাষ্ট্র ? ম্লেচ্ছদল তাই
আসিছে লুণ্ঠিতে পুরী ? বাল, বৃদ্ধ, যুবা,
যে আছ পুরুষ, সবে হও অগ্রসর ;
কর চূর্ণ, রেণুশেষ দেবদ্রোহিগণে।*
র'ব আমি পুরদ্বারে ; রক্ষিতে বিগ্রহ
দিব প্রাণ ; মৃতদেহ না লঙ্ঘিয়া মোর
না পারিবে প্রবেশিতে বিজাপুর-সেনা।"
শিবাজী, সঙ্গীতমুগ্ধ, চিত্রার্পিতপ্রায়
ছিলেন দাঁড়া'য়ে। তাঁ'র গণ্ড সিক্ত করি'
নীরবে প্রেমাশ্রুধারা যেতেছিল বহি'।
বিজাপুর-সেনা-ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে
স্বপ্ন যেন দিল ভাঙ্গি' ; নিষ্কোষিয়া অসি
কহিলা সদর্পে :—
"শুন, ভক্ত সাধু যত !
সঙ্কীর্ত্তন-ভঙ্গে এবে নাহি প্রয়োজন ;
করিও না বৃথা বিঘ্ন প্রভুর সেবায়।

---

* Meekness, pure and simple, did not constitute the character of Ramdasa. If some one gives a slap on your cheek, Ramdasa never counsels you to hold forth the other. He would have you to retaliate,

B. G. Tilak's Step in the Steamer. P. P. 4-5.

শুনিয়াছে দুষ্টগণ উপস্থিত আমি,
সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণার্থী। ভাবিয়াছে তাই
বন্দী করি' ল'বে মোরে; পা'বে প্রতিফল।*
যতক্ষণ সৈন্য মোর র'বে একজন,
না পারিবে দস্যুদল প্রবেশিতে পুরে,
নিশ্চিন্ত থাকহ সবে; মধুকৈটভারি,
কেশীকংসনিসূদন উচ্চে লহ নাম;
চলিলাম এই আমি।"

এত বলি' বীর
নিক্ষেপিলা অঙ্গচ্ছদ খুলি' অঙ্গ হ'তে,
বক্ষের আয়সবর্ম্ম উঠিল ঝলসি'
দীপালোকে, দীপ্যমান হইল কৃপাণ।
কটি হ'তে ল'য়ে তুরী সুগভীর নাদে
করিলা সঙ্কেতধ্বনি। যোদ্ধা পঞ্চশত,
মন্দিরে, চত্বরে, বাটে যে ছিল যথায়,
দিল উচ্চে প্রত্যুত্তর। মুহূর্ত্তের মাঝে
সুসজ্জিত, দলে দলে, দাঁড়াইল ঘিরি'
বীরবরে। যাদুকর মোহমন্ত্রে যেন
তুলিল সে সেনাদলে রসাতল হ'তে।
নমি' বিঠোবায় সবে মুক্তদ্বারপথে
"হর হর হর" রবে হইলা বাহির।

চিত্রার্পিত যাত্রিদল; নাহি মুখে বাণী;
কে শোনে কীর্ত্তন? ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত সবে,

---

* সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত শিবাজীকে ধৃত করিতে বিজাপুর-সৈনিকগণ, বহুবার, বহুস্থানে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া মহীপতির গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বিঠোবার কৃপায় শিবাজী সর্ব্বত্র অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

বালক, বনিতা, বৃদ্ধে রক্ষিবার তরে,
ত্যজিলা মন্দির। যত গায়ক, বাদক,
একে একে, গেল চলি'। মন্দির-প্রহরী,
অস্ত্র, শস্ত্র ল'য়ে, সবে দাঁড়াইল দ্বারে।
উদ্বেজিত সর্ব্বজন; দুইজন শুধু
রহিলেন স্থির; রামদাস, তুকারাম।
বিঠোবার পানে চাহি' জানাইলা দোঁহে
নীরবে হৃদয়-ব্যথা। রোষ-উষ্ণ-শ্বাস,
তপ্ত অশ্রু সনে মিলি' হ'ল প্রবাহিত
উভয়ের! ক্রমে নিশা হ'ল দ্বিপ্রহর।
"হে ভক্ত-প্রবর!"
স্নেহে ডাকি' তুকারামে
কহিলেন রামদাস :—
"সঙ্গীতে তোমার
কি তৃপ্তি, কি প্রীতি আজ লভেছি যে মনে,
না পারি বর্ণিতে তাহা। ইচ্ছা এই মোর
এ অমৃতস্রোতে তব মহারাষ্ট্রভূমি
হউক প্লাবিত, ধন্য হ'ক নরনারী।"
কহিলা ভূ-নত তুকা :—
"দীন, মূঢ় আমি
না জানি ভকতি, স্তুতি; পাণ্ডুরঙ্গ মোরে
যা' বলান, বলি তা'ই। বাঞ্ছা ছিল মনে,
শুনা'ব কীর্ত্তন মোর কভু প্রভুপাদে।
পাইনু সুযোগ আজ; কিন্তু কর্ম্মদোষে
না হইতে আশা পূর্ণ ঘটিল জঞ্জাল;

আসিল যবন-ভয়। বহুস্থানে, প্রভো!
ঘটে বিঘ্ন এইরূপ। সর্ব্বজ্ঞ আপনি,
চাহি জিজ্ঞাসিতে, তা'ই, আর কি কখন(ও)
বিঘ্নহীন পূজাপাঠ না হ'বে হিন্দুর?
করি নাই কোন(ও) দোষ; ধর্ম্মে যবনের
দিই নাই বাধা মোরা; অকারণ তবে
কেন এই অত্যাচার, এই নিপীড়ন?
যবন-বিপ্লব হ'তে রক্ষা করে দেশ
নাহি কি এমন কেহ? হ'বে না কি ত্রাণ?*
ঘুরে দুঃখ, সুখ শুনি চক্রনেমিসম;
চিরদুঃখে হিন্দুজাতি রহিবে কি শুধু?"
"কভু নয়, কভু নয়"
জলদ-নিঃস্বনে
কহিলেন রামদাস :—
"অবসানা নিশা;
তরুণ তপন আসি' উদেছে আকাশে,
অচিরে হেরিবে নভঃ হ'বে জ্যোতির্ম্ময়।
কিন্তু, ভক্ত! বল তুমি, প্রসঙ্গতঃ যদি
আনিলে এ কথা, তব কিবা অভিপ্রায়;
স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে কি করিবে তুমি?"
চাহি' মুখপানে তুকা কহিলা বিনয়ে :—
"দীন আমি, কিবা, প্রভো! পারি করিবারে।"

---

* তুকারামের ন্যায় অতি নিরীহ ভক্তের কবিতাতেও আমরা মুসলমানগণের উচ্ছেদসাধন জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণের প্রতি অনুরোধপূর্ণ প্রার্থনা দেখিতে পাই। সখারাম গণেশ দেউস্কর, সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ, ৩৭২-৭৩ পৃষ্ঠা।

উত্তরিলা রামদাস ঃ—

"নহ দীন তুমি ;

তুমি রাজরাজেশ্বর। ভক্তি, প্রীতি, প্রেম,
সংযম, বিনয়, স্বার্থত্যাগ রত্নরাজী-
বিভূষিত নিত্য তুমি। কোন্ ভূপতির
মুকুটে এ হেন রত্ন বিরাজে সংসারে ?
নহ দীন তুমি ; এবে শুন মোর কথা।
দেখিলে ত রাজপুত্র শিবাজীরে তুমি,
ধর্ম্মিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, বীর, সংসারি-সন্ন্যাসী।
আমাদের উভয়ের সঙ্গ লভিবারে
ব্যাকুল হৃদয় তা'র। বুঝি' যোগ্য কাল
আমি দিব জ্ঞান, শিখাইব রাজনীতি ;
প্রেম দিও তুমি, সুদুর্ল্লভ মর্ত্ত্যভূমে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম তিন হ'লে সম্মিলিত
সাধিবে সে মহাকার্য্য। শুধু বাহুবলে
হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা না হ'বে এখন ;
চাহি প্রেম, চাহি ত্যাগ। উগ্র ক্ষাত্রতেজ
না হয় মিলিত যদি সত্ত্বগুণ সনে
যুদ্ধ, রক্তপাত মাত্র হ'বে পরিণাম ;
ধর্ম্মে, কর্ম্মে সমুন্নত মহারাষ্ট্রভূমি
না হ'বে কদাপি। * কিন্তু ভক্তি, প্রেম যদি
পা'র শিখাইতে তা'রে ; এ দু'য়ের গুণে

---

* It will be sufficient here to state that by the influence of Ramdas and Tukaram the national sentiment was kept up at a higher level of spirituality and devotion to public affairs than it would otherwise have attained. Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 82.

হ'বে সে আদর্শভূপ ভারতমাঝারে।
অন্ত্যজ মাবলী, বংশগর্ব্বিত ব্রাহ্মণে
বাঁধিবে সে প্রেমসূত্রে। মহারাষ্ট্রবাসী
বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হ'য়ে রহেছে এখন(ও);
কঙ্কণ, মাবল, দেশ, পার্থক্য বিস্মরি',
প্রেমে তা'র হয় যেন দৃঢ় সম্মিলিত।
যে বহ্নি প্রচ্ছন্ন রহে অরণির মাঝে
সুদক্ষ ঋত্বিক্‌দ্বয় ঘর্ষণে, মন্থনে
করেন তা' উদ্দীপিত। আমরা উভয়ে
জ্ঞানে, প্রেমে যে অনল শিবাজীর প্রাণে
প্রজ্বালিব, ম্লেচ্ছ বীর্য্য ভস্ম হ'বে তাহে।"

বিনয়ে কহিলা তুকা :—

"পালিব আদেশ,
যথাশক্তি ; কিন্তু, প্রভো ! ভয় হয় মনে,
পাছে রাজপুত্র শুনি' উপদেশ মোর
সংসারে বিরাগী হ'ন। বিদিত দেবের,
এ দাস সংসারে, ভোগে চিরবীতস্পৃহ।"

"রহিবে সতর্ক

স্বামী কহিলেন ধীরে :—
'কর্ম্মে মুক্তি,' এই শিক্ষা দিও তুমি তা'রে।"

জিজ্ঞাসিলা তুকা :—

"প্রভো ! দুর্দ্দান্ত যবন ;
সমর্থ কি রাজপুত্র হ'বে রোধিবারে ?"

উত্তরিলা রামদাস :—

"লীলা বিধাতার

নরের অবোধ্য ; তাই জ্ঞানী ঋষিগণ
পৌরাণিকীকথাচ্ছলে বুঝাইলা সবে।
প্রলয়-পয়োধি-জলে মগ্না পৃথ্বী হেরি'
মীনরূপে বেদ বিভু করিলা উদ্ধার।
অস্ত্রবিৎ দশাননে দণ্ডিবার তরে
লইলেন রামরূপ ধনুর্ব্বাণধারী।
পশুরক্তে কলঙ্কিত হেরি' যজ্ঞভূমি
ত্যাগী বুদ্ধরূপে মৈত্রী করিলা প্রচার।
এইরূপ, যুগে যুগে, ধর্ম্মসংস্থাপনে,
দণ্ডিতে দুষ্কৃত জনে, যোগ্য রূপে, বেশে,
কভু পূর্ণ, কভু অংশ, অবনীমণ্ডলে
হয় আবির্ভাব তাঁ'র। দেখি' শিবাজীরে
জ্ঞান হয় মোর, উদ্ধারিতে হিন্দুগণে
জনম তাহার সেই বিভুর আদেশে।
বিজয়নগর-রাজ্য বিধ্বস্ত যেদিন,
সেদিন হইতে এই দাক্ষিণাত্যমাঝে
হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রায় পাইয়াছে লোপ।
ম্লেচ্ছধর্ম্ম, ম্লেচ্ছাচার, ম্লেচ্ছ বেশভূষা
লই'ছে মারাঠাজাতি ; ম্লেচ্ছপদসেবা
জীবনের সার লক্ষ্য করিয়াছে লোক।
এই পাপগতি যদি নাহি হয় রোধ,
মহারাষ্ট্র ম্লেচ্ছভূমে হ'বে পরিণত।
কিন্তু, ভক্ত! বিধাতার নহে সে বিধান ;
গুরুপরম্পরা এই শুনিতেছি বাণী,
পাপে পূর্ণা হবে পৃথ্বী, ভ্রষ্ট সদাচার,

নিগৃহীত সাধুজন ; কিন্তু পরিণামে
ঘটিবে উদ্ধার ; পুনঃ আনন্দসঙ্গীত
গাইবেন সুরলোকে সুরবালাগণ ;
মন্দারকুসুমদাম বরষিবে নভঃ।
সে দিন আগত ; * তা'ই মহারাষ্ট্রবাসী
আশান্বিত, শক্তিমান হেরি' শিবাজীরে।
সাহস, বিক্রম মাত্র নহে গুণ তা'র ;
যবনের রাজনীতি, দোষ, গুণ যত
বুঝিতে সে অদ্বিতীয়। জানে আচরিতে
সরলে সারল্য, তথা কৌটিল্য কুটিলে ;
দুষ্টে দেয় দণ্ড, করে শিষ্টে সমাদর।
হিন্দুর হিন্দুত্ব পূর্ণরূপে বিরাজিত
আছে তা'র মাঝে। হেন ভক্তি দেবদ্বিজে,
জননীজনকে, হেন বাৎসল্য আশ্রিতে,
অনাসক্তি ভোগে, হেন অনৈষ্ঠুর্য্য রণে,
অন্যে সুদুর্ল্লভ ; তাই বিশ্বাস আমার,
যবনের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সেই

---

* Colonel Wilkins in his History of Mysore speaks of a prophecy which he found recorded in a Hindu manuscript of 1646 in the Mackenzie collection in which the prophet after describing "the ruin of all virtue and religion and the humiliation which the noblest in the land had been made to suffer," concludes with a hope that "the time for deliverance will come at last, and the virgins will announce it with songs of joy and the skies will shower their flowers." This prophecy was written in Southern India at a time when Shivaji's name was not known beyond his jahagir in Poona, but Colonel Wilkins testifies that the application of it was by universal agreement made to the deliverance which Raja Shivaji was the instrument of effecting by his genius and his arms before the century had far advanced. Ranade's Rise of the Maratha Power, p. p. 45-46.

"অজ্ঞ দাস, রাজনীতি না পারে বুঝিতে,"
বিনয়ে কহিলা তুকা, জুড়ি' করযুগ :—
"এই মাত্র বুঝে, প্রভু সর্ব্বকার্য্যে ক্ষম ;
প্রভুর যা' অভিপ্রায়, হবে তা' সফল।"
কহিলেন রামদাস :—
"কে আমি, তুকাজী ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে যাঁহার ইঙ্গিতে,
তিনি বিনা পরিত্রাতা আছে কি সংসারে ?
পাপে পূর্ণ ম্লেচ্ছরাজ্য ; দিল্লী, বিজাপুর,
গোলকুণ্ডা সমতুল্য ; হিংসা অহিংস্রকে,
পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা, বিলাস-ব্যসনে
জর্জ্জরিত ; কীটনিষ্কুষিত তরুসম
আছে দাঁড়াইয়া ; কিন্তু আসন্ন পতন।
অনুকূল কাল এই হিন্দুর উত্থানে ;
থাকে যদি দৃঢ়পণ, সংযম, সাধনা
হিন্দু নরনারী মাঝে ; প্রতিজন যদি
সাধে দেশহিত, নিজ শক্তি অনুসারে,
হিন্দুর হিন্দুত্ব পুনঃ হ'বে প্রতিষ্ঠিত।
নহে বাহুবল মাত্র বল মানবের,
সাধে সে অসাধ্য, রহে ধর্ম্মবল যা'র।
সাধ নিজ কার্য্য তুমি ; প্রেম, ভক্তি দান
কর মহারাষ্ট্র-প্রাণে, ফলিবে সুফল।"
হেনকালে মেঘমন্দ্রে "হর হর" রব
পশিল দোঁহার কর্ণে ; কহিলেন স্বামী :—
"অই শুন, ভক্তবর ! উঠিতেছে দূরে,

যবনের ভেরীধ্বনি করি' বিমথিত,
ঘন "হর হর" নাদ। বুঝিতেছি আমি
হ'য়েছে বিজয়লাভ; মারাঠা সৈনিক
খেদাইয়া দস্যুদলে ফিরিছে উল্লাসে।
নাহি চিন্তা আর এবে, যাও নিজস্থানে,
হউক কল্যাণ, আমি যাই মহাদ্বারে।"*

* পণ্ঢরপুরের প্রধান দ্বার মহাদ্বার নামে পরিচিত। মুসলমানগণ, মহম্মদ তোগলকের সময় হইতে আরংজীবের সময় পর্য্যন্ত, পাঠান, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি দলে, দিল্লী, বিজাপুর ও আহম্মদনগর দেশাধিপতির অধীনে পুনঃ পুনঃ বিঠোবার মন্দির ভগ্ন ও কলুষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য মন্দিরস্থ বিগ্রহ বারংবার স্থানান্তর করিতে হইয়াছিল। বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ত রাজা রামরায় বিঠোবামূর্ত্তি বিজয়নগরে লইয়া গিয়াছিলেন। পরে বিজয়নগর মুসলমানহস্তে পতিত হইলে ভক্ত ভানুদাস তাহা পুনর্ব্বার পণ্ঢরপুরে লইয়া আসেন। মন্দিরস্থ মূর্ত্তি, স্তম্ভ ইত্যাদি যবনহস্তে এখনও নানাপ্রকারে বিকৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

According to local information the image was removed to various places to save it from Musalman sacrilege. At one time to save it from sacrilege the image is said to have been removed to Bhalavne village, twelve miles west by a Badva named Bapu Trimbak : once again to Narayan Chincholi, four miles to the north-east : and a third time to Chincholi Badvani, a village one mile north of Pandharpur.

Bombay Gazetteer, Sholapur Dist., p. 431.

মোগল-প্রভুত্ব-প্রতিরোধে রামদাস শিবাজীকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের যেরূপ পরিচিত, তুকারামের কার্য্য সেরূপ নয়। সেইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। Rev. Dr. Nicol Macnielএর গ্রন্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গে ভ্রষ্টগৌরব Statesman পত্রিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—Born in the seventeenth century he (Tukaram) was a contemporary of the great Marhatta hero Shivaji ; and, no doubt, he helped, by drawing together by means of common religious enthusiasm all classes of the community to build up a Maratha kingdom sufficiently strong and united to resist with success the power of the Moghal Empire—July 4, 1920.

তৃতীয় সর্গ।

নিশীথে সুষুপ্ত, স্তব্ধ পুণারাজপুরী,
জনকোলাহলপূর্ণা। রুদ্ধ সিংহদ্বারে
দাঁড়ায়ে প্রহরী এক পদ্মবীজমালা
ল'য়ে করে জপিতেছে "হর হর হর"।
পার্শ্বে রাজ-উপবন; হিমার্দ্রসমীরে
উঠে তাহে তরুপত্রে মরমরধ্বনি।
পালিত কুরঙ্গ, কভু, নিদ্রার আবেশে,
তুলে কিঙ্কিণীর রব কণ্ঠসঞ্চালনে।
সুপ্তোত্থিত শিখী, কভু, বসি' গৃহচূড়ে,
মুহূর্ত্ত মুখর পুরী করি' কেকারবে
হই'ছে নীরব। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে কোথা
প্রাচীর-বিলম্বী শূল, অসি, ধনুর্ব্বাণ,
কোথাও চণকপূর্ণ গোণী স্তূপাকার,
কোথা বা সিন্দূরলিপ্ত মূর্ত্তি হেরম্বের
হইছে লক্ষিত; পুরী শোভাসজ্জাহীনা।
নিভৃত প্রকোষ্ঠ এক অন্তঃপুর মাঝে
দীপালোকে সমুজ্জ্বল। পল্যঙ্ক উপরে
প্রবীণ পুরুষ এক আসীন তথায়;
শিরে অর্দ্ধপক্ককেশ কিন্তু দৃঢ়বপু।
দাঁড়ায়ে সমীপে তাঁ'র বীর যুবা এক
বিষণ্ণ, ভূ নতদৃষ্টি। অদূরে দোঁহার
স্বতন্ত্র পল্যঙ্কে বসি' নারী দুইজন,
অনিন্দ্যসুন্দরী। জ্যেষ্ঠা বিগতযৌবনা,

কনিষ্ঠা কিশোরী, রূপে কমলার সমা ;
সজলনয়না দোঁহে। বসি' অন্যদিকে
উচ্চ পীঠ'পরে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
শুক্লকেশ, শুভ্রবেশ। শোভিছে প্রাচীরে
মহিষমর্দ্দিনী-চিত্র ; নির্ম্মাল্য, প্রসাদ
রজতআধারে শোভে নাগদন্ত'পরে ;
পুড়ে ধূপদানে ধূপ আমোদি' ভবন।
বাক্যহীন সর্ব্বজন ; কি যেন বিষাদে
ব্যথিত, ব্যাকুল সবে। কতক্ষণ পরে
কহিলা প্রবীণ জন সম্বোধি' যুবায় ঃ—
"শুন, শিব ! ত্যজ এই কদাচার তব ;
লুণ্ঠন দস্যুর ধর্ম্ম ; নহে ভূপতির।
জন্মি' রাজকুলে তুমি, নীচ জনে ল'য়ে,
আচরিছ নীচবৃত্তি। সহচর তব
অসভ্য মাবলী যত ; তা' সবারে ল'য়ে
পর্ব্বতে, কাননে ফির, গিরিগুহামাঝে
কর বাস ; লুঠি' লও ধন সুল্‌তানের।
এ কি ব্যবহার তব ? দাদাজী * তোমায়
এই শিক্ষা, দীক্ষা, বল করিলা কি দান ?"

---

* দাদাজী কোণ্ডদেব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

All the care and attention which Shahaji, if he had been near, might have bestowed upon the young child in his tender years, were ungrudgingly shown by Dadaji in the bringing up of his ward to fulfill his great destinies. By disposition he was cautious to a degree which made it difficult for him at times to sympathise with the wild freedom with which Shivaji loved to roam over the hills; but his love for his charge was unstinted, and at last he was persuaded that Shivaji was not to be judged by the

উঠিলা আসন ত্যজি' প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
কহিলা বিনয়ে ঃ—
"ভূপ! দস্যুবৃত্তি আমি
শিখাইনি পুত্রে তব। শিখায়েছি তা'রে
কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-সংযম,
ভোগে অনাসক্তি। শুনায়েছি তা'রে
পুণ্য রামায়ণ-মহাভারতের কথা।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নিজ সংস্কারে যদ্যপি
এবে সে গন্তব্য পথ করি' লয় স্থির,
দোষ, গুণ তা'র; নহে আমার কদাপি।
অসুরপীড়িত বিশ্ব হেরি' মহাঋষি
দধীচ অর্পিলা অস্থি; শুনি' পুত্র তব
যবনপীড়ন হ'তে উদ্ধারিতে দেশ
চাহে যদি প্রাণ দিতে, দোষ কি আমার?
বনচর, গুহাচর বানরে, ভল্লুকে
প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ করি' ত্রেতায় শ্রীরাম
সাধিলেন নিজ কার্য্য; শুনি' শিব যদি
অসভ্য মাবলীগণে করে বশীভূত,
সে কি তিরস্কার-পাত্র? কি যে আমি তা'রে

---

ordinary standards of men and that the ideas over which the young man brooded were of a sort in which even failure was glorious. * * * He could not, till his last moment, rise to the height of the thoughts over which Shivaji's mind was brooding to unite these partisan leaders and effect their common liberation from the Moslem yoke. When, however, he was satisfied that his young charge had the capacity to realise this wild dream, the old man yielded and blessed him before he died.

Ranade's Rise of the Maratha Power, pp. 63-64.

শিখায়েছি, সাক্ষী তা'র রাজ্ঞীমাতা এই।
কহিয়াছি আমি তাঁ'রে রাখিতে স্মরণে,
নির্ব্বাসিতা কুন্তীদেবী একচক্রা মাঝে
রক্ষিতে আশ্রয়দাতা দ্বিজ-পরিবারে
প্রেরিলেন নিজ পুত্রে রাক্ষসের মুখে।
বিজ্ঞ দূরদর্শী তুমি; পারিবে বুঝিতে
শিক্ষা, দীক্ষা হ'তে মোর কি ফলেছে ফল;
নহে পুত্র দস্যু তব, মহাপ্রাণ বীর।"
"নহি দস্যু আমি, পিতঃ!"
করজোড় করি'
কহিলা বিনয়ে যুবা :—
"স্পর্শি নাই কভু
কৃষকের শস্য, রমণীর অলঙ্কার।*
প্রজার শোণিত শোষি' বিলাসের তরে
গৃহীত যে অর্থ, তা'ই করেছি গ্রহণ।
লুঠিয়াছি গ্রাম সত্য; সে কেবল, পিতঃ!
অত্যাচার, অবিচার প্রতিবিধানিতে।
যবন জা(ই)গীরদার, কর্ম্মচারী তা'র
লুঠে যদি হিন্দুগ্রাম, প্রবেশি' মন্দিরে
ভাঙ্গে দেবমূর্ত্তি, হরে হিন্দুকুলনারী,

---

* In the worst excesses committed by his armies under the stress of war and need of money cows, women and cultivators were never molested. Women specially were treated with a chivalry unknown to his enemies. When captured in the chances of war, they were sent back to their husbands with all honours. Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 57.

না করেন প্রতীকার বিজাপুরপতি, *
নীরব, নিশ্চেষ্ট মোরা রহিব কি তবে ?
আপন মর্য্যাদা রক্ষা না করে যে জন,
কে তা'র মর্য্যাদা রক্ষা করে এ সংসারে ?
মাবলীগণের সনে করি যে বিহার,
কিবা দোষ তা'য় ? তা'রা বলিষ্ঠ, নির্ভীক ;
প্রভুকার্য্যে দেয় প্রাণ বিনা বাক্যব্যয়ে ;
না জানে চাতুর্য্য, মিথ্যা ; লভে শিক্ষা যদি
হ'বে সুনিপুণ যোদ্ধা। নহে দস্যু তা'রা ;
নহে দস্যুদলপতি দাস আপনার।"

"তিষ্ঠ, পুত্র !"

রোষভরে কহিলা সাহজী :—

"নহ দস্যু ; দস্যু হ'তে পাপী সমধিক ;
কৃতঘ্ন, কুকর্ম্মাচারী। বিজাপুরপতি
ভর্ত্তা, প্রভু আমাদের। লুণ্ঠি' রাজ্য তাঁ'র
আচরিছ পাপ, পাপী করি'ছ আমায়।"

বিনয়ে কহিলা বীর :—

"বিজাপুরপতি

নহে প্রভু মম ; প্রভু আপনি আমার

---

* শিবাজী যে এই সকল অত্যাচারের বিষয় সুল্‌তানের গোচর করিয়াছিলেন, কাফিখাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি তাহার আভাস দেয় :—

He (Shivaji) sent to court letters and many presents alleging that any particular mahal could yield a larger revenue, that its jaigirdar and his officers were guilty of such and such shortcomings and that he (Shivaji) was, therefore, chastising them. Professor J. N. Sarkar's Article in the Modern Review for 1907, p. 364.

একমাত্র এ জগতে। বিজাপুররাজে
শাস্তিদানে কৃতঘ্নতা না ঘটে কদাপি।" *
উত্তরিলা হাসি' রাজা ঃ—
"নহে প্রভু তব,
কিন্তু তব পিতৃপ্রভু। হেন বুদ্ধিমান,
তবু বুঝিলে না তুমি, না আছে প্রভেদ
নিজ প্রভু, পিতৃপ্রভু উভয়ের মাঝে।
ভাবিলে না কি সম্ভ্রমে, আদরে, গৌরবে
বিরাজিত পিতা তব সুল্‌তান-সভায়।"
কহিলা শিবাজী ঃ—
"পিতঃ! শ্রীচরণে তব
চাহি জিজ্ঞাসিতে, এই প্রাচীন বয়সে
কিবা প্রয়োজন আর সেবি' ভৃত্যভাবে
বিজাপুররাজে? মাতা কাঁদেন বিরলে
প্রবাস-গমনে তব; বধূ আপনার
চাহে সেবিবারে অই চরণযুগল;
বাঞ্ছা মোর, বসি' তব পাদপদ্মতলে,
শিখি রাজধর্ম্ম। ত্যজি' আমা সবাকারে
কি ফল প্রবাসক্লেশ সহি' অকারণ?"
কহিলা সাহজী ঃ—
"পুত্র! সুচতুর তুমি,

---

* পিতাপুত্রের কথোপকথন-প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লিখিত আছে ঃ—

"আপনিই আমার প্রভু; আমি তাহাদের ভৃত্য নহি। তাহারা আমাদের দেশ অন্যায়রূপে অধিকার করিয়া বহুদিবসাবধি প্রভুত্ব করিতেছে।"

সখারাম গণেশ দেউস্কর, সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

কৃতঘ্নতা-পাপ হ'তে চাহ অব্যাহতি,
তা'ই এই যুক্তি তব। কিন্তু জেনো মনে,
কৃতঘ্নতা-পাপ হ'তে পাপ গুরুতর
রাজদ্রোহে। রাজা পিতা, ভূ-দেবতা রাজা;
বিরোধে রাজার সনে অধর্ম্ম প্রজার।"
"সত্য, পিতঃ!"
করজোড়ে কহিলা শিবাজী :—
"রাজা পিতা, রাজা দেব, পাপ রাজদ্রোহে;
কিন্তু, পিতঃ! অজ্ঞ আমি চাহি জিজ্ঞাসিতে,
প্রজার কর্ত্তব্য যদি থাকে ভক্তি, প্রীতি,
নহে কি করুণা, স্নেহ কর্ত্তব্য রাজার?
না হ'য়ে শাসক রাজা শোষক যদ্যপি,
প্রজা তাঁরে শ্রদ্ধা, তবে, অর্পিবে কেমনে?
অসংখ্য প্রজার হিতে রহি' উদাসীন
জ্ঞাতি-জ্ঞাতি-হিতমাত্র লক্ষ্য যে রাজার,
ঘটে কি কৃতঘ্নাচার বাধাদানে তাঁ'রে?
অবিভেদে প্রজা-পুত্র পালন, রক্ষণ,
সতীর সম্মান, সাধু শিষ্টে সমাদর,
কহে শাস্ত্র, রাজধর্ম্ম। মুসল্মান তবে
কেন করে নির্য্যাতন হিন্দুপ্রজাগণে'?
অজ্ঞ হ'ক, ভ্রান্ত হ'ক, নিজ ধর্ম্ম ল'য়ে
আছে হিন্দু; উৎপীড়ন কেন তা'র প্রতি?
প্রতিমা-ভঞ্জন, দেবমন্দির-লুণ্ঠন,
বলে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, কোন্ সাধুনীতি?
হ'ক রাজা, হ'ক প্রভু, ধর্ম্মাচারে যেবা

দেয় বাধা, অসুর সে ; বধ্য, দণ্ডনীয়।"

"নহে বিজাপুরপতি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী"

কহিলা সাহজী :—

"বংশপরম্পরা-ক্রমে

হিন্দুগণে উচ্চপদে রাখিয়াছে কত।

হেন ভূপতির সনে ঘটা'য়ে বিরোধ,

আক্রমিয়া দুর্গ তাঁ'র, লুণ্ঠি' প্রজাগণে,

অকারণ ধ্বংসপথে চলিয়াছ নিজে,

প্রাচীন বয়সে চাহ ধ্বংসিতে আমারে।"

"নহে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী বিজাপুরপতি ?"

কহিলা শিবাজী :—

"এ কি ভ্রান্তি তব, দেব!

হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গি', উপাদানে তা'র

কে গড়িল বিজাপুরে প্রাসাদ, মস্‌জিদ ? *

কে করিল স্থানচ্যুত দেব বিঠোবায়

---

* Henry Cousen প্রণীত Bijapur Architectural Remains নামক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

Wherever the Muhammadans settled down to found a new centre under their own government, they invariably, at the outset, demolished all idolatrous shrines and gloried in erecting their own mosques upon the very sites and with the material of whatever temples they found upon the spot. This they did at Delhi, Ahmadnagar, Mandu, Beder and many other places ** Bijapar did not escape this general practice at the hands of the Muhammadans. p. 40.

অন্যত্র করিমউদ্দীন-মস্‌জিদের বিবরণীতে আছে :—

It is, save the surrounding walls, wholly made up of pillars, beams and slabs taken from old Hindu shrines. The entrance-porch to the enclosure is, in fact, part of a Hindu temple in Situ, the hall or mandap with its pilasters and niches, but now wanting its roof. p. 41.

পণ্ঢরীশক্ষেত্র হ'তে ? * সুবিদিত তব,
কতবার, কতছলে, সেনাগণ তা'র
লুণ্ঠিয়াছে হিন্দুতীর্থ, ভেঙ্গেছে বিগ্রহ,
বধিয়াছে অস্ত্রহীন তীর্থযাত্রিগণে।
নহে হিন্দুদ্বেষী ? পিতঃ! কে ধ্বংসিল তবে
বিজয়নগররাজ্য হিন্দুর গৌরব ?
হিন্দুরাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বর্য্যে, প্রতাপে,
না পারি সহিতে, তিন রাজ্য সন্ধি করি',†
সুবিপুল আয়োজনে, কাপট্যে, কৌশলে ‡
করিল বিধ্বস্ত, চিহ্ন না রাখিল তা'র।
ভূতলে অমরাবতী ছিল যে নগরী,
শ্মশানসদৃশী এবে ; দিবসে তথায়
নির্ভয়ে বিহরে ফেরু, চীৎকারে উলূক,
পিশাচ, ডাকিনী ভ্রমে নিশাসমাগমে। §

* পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা এবং বম্বে গেজেটিয়ার সোলাপুর ডিষ্ট্রিক্ট ৫৩১ পৃষ্ঠা দেখুন।

† তিন রাজ্য প্রধানতঃ বিজাপুর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডা। বেরার ও বিদার রাজ্যও যোগদান করিয়াছিল। এই সম্মিলন প্রধানতঃ বিজাপুরেরই চেষ্টায় ঘটিয়াছিল। Adil Shah at length resolved, if possible, to punish his (Ram Raja's) insolence and curtail his power by a general league of the faithful against him, for which purpose he convened an assembly of his friends and confidential advisers. A Forgotten Empire, by R. Sewell. p. 198.

‡ Cæsar Frederick states that the Hindus lost the battle owing to the treachery of two Mahomedan chiefs in Ramraj's army, a circumstance which Ferista omits to mention. Briggs Ferista. Vol, III. p. 130 Foot note.

§ বিজয়নগর ধ্বংস সম্বন্ধে এইরূপ প্রামাণিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় :—They slaughtered the people without mercy ; broke down the temples and palaces ; and wreaked such savage vengeance on the abode of the kings, that, with the exception of a few great stone-built temples and walls, nothing now remains but a heap of ruins to mark the spot where once the

হেন ক্রূর তৃপ্ত তবু না হইল তাহে ;
যুদ্ধশেষে বধি' বৃদ্ধ রাজা রামরায়ে, *
কেহ কহে মুণ্ড তাঁ'র, শূল অগ্রে বিঁধি',
কেহ কহে সে মুণ্ডের গড়ি' প্রতিরূপ,
রাখিল সুদীর্ঘকাল বিজাপুর মাঝে
ত্রাস দিতে হিন্দুগণে। † বীরেন্দ্র আপনি,

---

stately buildings stood. They demolished the statues, and even succeeded in breaking the limbs of the huge Narasinha monolith. Nothing seemed to escape them. They broke up the pavilions standing on the huge platform from which the kings used to watch the festivals, and overthrew all the carved work. They lit huge fires in the magnificently decorated buildings forming the temple of Vitthalasvami near the river, and smashed its exquisite stone sculptures. With fire and sword, with crowbars and axes, they carried on day after day their work of destruction. Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought and wrought so suddenly, on so splendid a city; teeming with a wealthy and industrious population in the full plentitude of prosperity one day, and on the next seized, pillaged, and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description. A Forgotten Empire by Robert Sewell, p. 207-208.

* Ram Rajah was now a very old man—Couto says, "he was ninety-six years old." A Forgotten Empire by R. Sewell, p. 203.

† The Raja of Bijaynagar long maintained his place among the powers of the Deccan, taking part in the wars and confideracies of the Mahomedan kings but at length in 1565 the Musalmans became jealous of the power and presumption of the infidel ruler, and formed a league against Ram Raja, the prince on the throne at the time. A great battle took place on the Kisna, near Talicot, which for the numbers engaged, the fierceness of the conflict and the importance of the stake, resembled those of the early Mahomedan invaders. The barbarous spirit of those days seemed also to be renewed in it, for on the defeat of the Hindus, their old and brave Raja, being taken prisoner, was put to death in cold blood and his head was kept till lately at Bijapur as a trophy. Elphinstone's History of India, p. 477.

এ কি বীরধর্ম্ম, পিতঃ ? এ কি ভদ্ররীতি ?
হিন্দুদ্বেষ মাত্র নহে পাপ এ বংশের,
হেন উচ্ছৃঙ্খল, হেন কপটআচারী
রাজবংশ আছে কি এ দাক্ষিণাত্য মাঝে ?
নৃত্য, গীত, রঙ্গরস, মদিরাসেবন, *
যুদ্ধ, রক্তপাত মাত্র কার্য্য এ বংশের।
প্রজার কল্যাণ চিত্তে নাহি পায় স্থান ;
বিনা অপরাধে দণ্ড দেয় শিষ্ট জনে।

It affords a striking example at once of the malignity of the Mahomedans towards this Hindoo prince and of the depraved taste of the times, when we see a sculptured representation of Ramraja's head, at the present day, serving as the opening of one of the sewers of the citadel of Bijapur ; and we know that the real head, annually covered with oil and red pigment, has been exhibited to the pious Mahomedans of Ahmadnagar, on the anniversary of the battle for the last two hundred and fifty-four years, by the descendants of the executioner in whose hand it has remained till the present period. Briggs' Ferista Vol. III. p. 130 Foot note.

De Couto বলেন যে, আদিল সা রামরাজার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু উপরি উক্ত আচরণ হইতে তাহা প্রমাণিত হয় না।

* In short, the whole bazar was filled with wine and beauty, dancers, perfumes, jewels of all sorts, palaces and viands. In one street were a thousand bands of people drinking, and dancers, lovers and pleasure-seekers assembled. Asad Beg's Description of Bijapur. Elliot's History of India, Vol. VI. p. 164.

During his (Ibrahim's) reign a saint named Hazrat Shah Sibgutulla, arrived from Medina, who was so shocked at the debauchery and dissipation he witnessed in the public streets that he severely reprimanded the king for allowing it. Henry Cousen's Bijapur Architectural Remains, p. 14.

মোগল বাদশাহগণ সুন্নী এবং বিজাপুরের সুলতানেরা সিয়া ছিলেন ; কেবল ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন।

নিজে সুন্নী, পুত্র সিয়া, * এই অপরাধে
দিলা প্রাণদণ্ড দীন পুত্রের শিক্ষকে ! †
জন্মিল কুৎসিত ব্যাধি নিজ পাপাচারে,
দলিল ভিষকগণে হস্তি-পদতলে ! ‡
কি আর বর্ণিব আমি ! স্বল্পবুদ্ধি যা'রা
মুগ্ধ হয় নিরখিয়া বিজাপুর মাঝে
বিশাল সমাধিসৌধ, প্রাসাদ, মস্‌জিদ।
কিন্তু প্রতি কক্ষ তা'র, জানে বিজ্ঞ জন,
সাক্ষী কলঙ্কের, নররক্তে কলুষিত।

---

* Shiah (lit.) followers. The followers of Ali, first cousin of Muhammad and the husband of his daughter Fatimah. The Shiahs maintain that Ali was the first legitimate Imam or Khalifah or successor to the prophet and, therefore, reject Abu Bakr, Umar and Usman the first three Khalifahs of the Sunni Muslims as usurpers. They are also called the Imamiyahs because they believe the Muslim religion consists in the true knowledge of the Imams or rightful leaders of the faithful. Also the isnaashariyah, or the twelvians, as followers of the twelve Imams. The Sunni Muslims call them the Rafiza or the forsakers of the truth. The Shiahs strenuously maintain that they are the "Orthodox Muslims and arrogate to themselves (as do also the Sunnis) the title of Almuminan or the true believers. Hughes' Dictionary of Islam, p. 572.

† Ibrahim Adil Shah, from this answer, conceiving him to be inclined to the Sheea persuation, disgraced his preceptor Khwaja Inayat Oolla Shirazy and in a few days after put him to death, in conformity with the sentence passed on him by the Soonny doctors of Beejapur. Briggs' Ferista Vol. III. p. 114.

‡ Ibrahim Adil Shah, soon after the restoration of his affairs, having long abandoned himeslf to hard drinking, and to promiscuous intercourse with women of bad character, was afflicted with a complication of disorders. During his illness he put to death several physicians who failed in curing him, beheading some and causing others to be trodden to death by elephants, so that all the surviving medical practitioners, becoming alarmed, fled from his dominions. Briggs' Ferista, pp. 111-12.

কত ষড়্যন্ত্র সেথা, গুপ্তহত্যা কত
সুবিদিত আপনার। * আজ সমাদরে
নিযুক্ত আপনি সেথা ; কে জানে প্রভাতে
কি ঘটিবে, বিনাদোষে হয়ত লাঞ্ছিবে।
এ হেন বংশের সনে বিরোধিয়া আমি
রক্ষি যদি হিন্দুগণে, কিবা দোষ, পিতঃ !"

কহিলা সাহজী :—

"তা'রা অপরাধী যদি,
পা'বে দণ্ড সমুচিত বিধাতৃ-বিধানে ;
তুমি কেন রাজ্য তা'র কর আক্রমণ ?
তোমার ত ক্ষতি তা'রা করে নাই কোন(ও)।"

কহিলা শিবাজী :—

"পিতঃ ! ক্ষমুন কিঙ্করে।
তর্ক আপনার সনে অনুচিত মোর ;
কিন্তু ভ্রম যাহা, তাহা চাহি ঘুচাইতে।
এই বিজাপুরপতি সীমান্তপ্রদেশ
রক্ষিবারে আপনার জাতি-জ্ঞাতিগণে,
আরব, হাব্সী, তুর্ক যে যা হ'ক তা'রা,

---

* The short-lived dynasty of Bijapur, the Adil Shahi passed through period of incessant wars without its walls, and of constant faction-brawls ithin. Not only was the fair face of the country around ploughed up y cavalry and artillery, ever on the move, but the very courts, within the itadel, were frequently dyed with blood during civil strife. At no time ould any man's life be said to be safe ; and hardly a ruin now remains 'hich has not been the site of some treasonable plot or dastardly assassi- ation. The very air reeked with blood. Henry Cousen's Bijapur Architectural Remains, p. 1.

করি' দুর্গাধিপ, দৃঢ় প্রহরিস্বরূপে
রাখিয়াছে। স্নেহ, দয়া না আছে তা'দের।
লুঠি' কৃষকের শস্য, হরি' হিন্দুনারী,
প্রপীড়িয়া হিন্দুগণে, নিরাপদে তা'রা
রহে গিয়া দুর্গমাঝে। নিরখিয়া আমি
করিতেছি অধিকার প্রান্তদুর্গ যত।
সত্য, অত্যাচার তা'রা করে নাই কভু
মোর প্রতি। কিন্তু, পিতঃ! ভাবি আমি মনে,
মহারাষ্ট্রে প্রতি হিন্দু সোদর আমার;
প্রতি হিন্দুনারী মোর মাতা জিজাবাই।
কেমনে নিশ্চিন্ত তবে রহিব নিরখি'
হাব্‌সী সৈনিক যবে মারাঠা কৃষকে,
গলে রজ্জু বাঁধি', টানে পরিচর্য্যা তরে;
সতীর মর্য্যাদা ভাঙ্গে পতির সম্মুখে।
লুঠিতেছি গ্রাম আমি বুঝাইতে শুধু
নহে মৃত হিন্দু, জানে প্রতিবিধানিতে।
সত্য, উচ্চপদে হিন্দু আছে বিজাপুরে,
কিন্তু সে ত ভৃত্যভাবে পরিচর্য্যা হেতু।
চতুর যবন, নিজ কার্য্য উদ্ধারিতে,
সম্ভ্রম-সম্পদ-লোভ করি' প্রদর্শন
রাখিয়াছে নিয়োজিত ভ্রান্ত হিন্দুগণে।
কোথায় হিন্দুর মান, কোথায় গৌরব?
ভৃতিদানে ক্রয় তুই ক'রেছে যবন।
আপন সম্ভ্রম ভুলি' হিন্দুগণ তাই,
হ'য়ে নতজানু, ম্লেচ্ছ-সিংহাসন-তলে

বসে সবে। আত্মাদর কোথায় তা'দের ?" *
"বসে না কি মুসল্মান নতজানু হ'য়ে
রাজার সমীপে ?"
কোপে কহিলা সাহজী :—
"বসে সত্য" :—
উত্তরিলা বিনয়ে শিবাজী :—
"সেই তা'র দেশ-রীতি, জাতি-ব্যবহার।
কিন্তু সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কি হেতু
না করি আশিস্ তা'রে করিবে কুর্ণিস ?
কিবা ব্যবহার হিন্দু লভে বিজাপুরে
নহে অবিদিত তব। হ'ক শত গুণে
শ্রেষ্ঠ হিন্দু, কভু নাহি লভে তুল্যাদর
মুসল্মান সনে। প্রতি কার্য্যে প্রকাশিত
যবনের অহঙ্কার ; কথায় কথায়
কাফের, কুধর্ম্মী বলি' ডাকে হিন্দুগণে ;
অবজ্ঞা, তাচ্ছীল্য ব্যক্ত করে প্রতিশ্বাসে।
কহে হিন্দু মূর্খ, হিন্দু-দেবদেবী প্রেত,
শ্রুতি, স্মৃতি ভ্রম, ব্যর্থ শাস্ত্রীয় আচার।
আকারে, ইঙ্গিতে, কার্য্যে, শাসনে, বিচারে,

---

* শিবাজী দশ বৎসর বয়সের সময় বিজাপুর-রাজসভায় উপস্থিত হইয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে নতজানু হইয়া উপবেশন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

Even at this early age (tenth year) the boy is said to have shown symptoms of what his future career was to be. He made a public protest when he saw some Mussalman butchers driving cattle to the slaughter-house and he refused to bow to the King of Bijapnr in the manner required by the etiquette of the court. Kincaid and Parasnis' History of the Maratha People, p. 125.

মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে, প্রতিপদে, চাহে বুঝাইতে
প্রভু মুসল্মান, হিন্দু দাস মাত্র তা'র।
হিন্দু, মুসল্মান দুই সমতুল্য প্রজা
এক রাজ্যে, দেহমাঝে যুগ্মনেত্র যথা,
বুঝিবে এ কথা যবে বিজাপুরপতি
ঘুচিবে বিদ্বেষ, অস্ত্র ত্যজিব তখনি।”
“মূঢ় তুমি; অস্ত্র ধরি' কি পার করিতে?”
কহিলা সরোষে রাজা:—
“কি শকতি তব?
কোথা বিজাপুরপতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ!
কোথা ক্ষুদ্র জাইগীরভোগী শিশু তুমি!
মশক হইয়া চাহ মৃগেন্দ্রে বধিতে?
হ'বে ফল, বহ্নিমাঝে পতঙ্গের প্রায়
পুড়িবে, কাঁদায়ে পত্নী, বৃদ্ধ বাপ মায়ে।”
কহিলা শিবাজী:—
“পিতঃ! না ডরি মরিতে;
দেশ-ধৰ্ম্ম-রক্ষাতরে। দেখুন বিচারি',
কি করিলা অভিমন্যু কুরুক্ষেত্ররণে।
সপ্ত মহারথী যবে ঘিরিলা বালকে,
ভগ্ন রথ, ছিন্ন বৰ্ম্ম, শূন্য তূণ, তবু
না ত্যজিলা রণ বীর। কিরাতবেষ্টিত
সিংহসম রিপুদলে ছিন্ন ভিন্ন করি'
সমর্পিলা প্রাণ শেষে। সত্য শিশু আমি,
শিশুসিংহ সিংহ তবু; পুত্র আমি তব।
এই মম ইষ্টদেবী মাতা জিজাবাই,

অই মম শিক্ষাগুরু দাদাজী কোণ্ডদে',
এ তিনের আশীর্ব্বাদ আছে যা'র প্রতি
হ'ক্ ক্ষুদ্র, মহান্ সে। তুচ্ছ বিজাপুর,
নিজে দিল্লীশ্বর যদি আসেন যুঝিতে,
দিব রণ ; যুদ্ধে মৃত্যু কাম্য ক্ষত্রিয়ের।
লভি' অস্ত্রশিক্ষা, জন্ম লভি' ক্ষত্রকুলে, *
না করিনু আর্ত্তে ত্রাণ, রক্ষা দেব-দ্বিজে,
মাংসপিণ্ড দেহ এই বহি' কি কারণে ?
না মরে মানব, তাত! একাধিক বার,
হ'ক রণক্ষেত্রে, হ'ক রোগ-শয্যা'পরে।
কি ক্ষোভ এ দাস তবে মরে যদি রণে ?
ভাবে দাস, আছে মাত্র এক প্রাণ তা'র
অর্পিতে স্বদেশ তরে ; রহিত যদ্যপি
শত প্রাণ, কৃতকৃত্য হইত সঁপিয়া।
নহে বিজাপুর মাত্র বিপক্ষ আমার,
হিন্দু-দ্বেষী, উৎপীড়ক যে আছে যথায়,
সৈনিক, সুল্‌তান কিম্বা হ'ক বাদসাহ,
শত্রু গণি সবে। আমি ভবানী-প্রসাদে
বুঝাইব, প্রাণহীন নহে হিন্দুজাতি ;
লাঞ্ছনা, নিগ্রহ জানে প্রতিবিধানিতে।"
সাহজী পল্যঙ্ক হ'তে নামি' ভূমিতলে

* শিবাজী আপনাকে পিতৃকুলে উদয়পুরের শিশোদিয়া রাজপুত এবং মাতৃকুলে দেবগিরির যাদব-রাজপুত হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সাধারণের মধ্যেও এই বিশ্বাস বহু প্রচারিত ছিল এবং এই বিশ্বাসেই উত্তরকালে বারাণসীর একপত্নী পণ্ডিত গগাভট্ট তাঁহাকে উপনীত করিয়া প্রাচীন ক্ষত্রিয়রীতি অনুসারে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শিবাজীতে যে ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত সদ্গুণই বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কহিলা গম্ভীর ভাষে ডাকি' জিজাবায়ে :—
"শুন, রাজ্ঞি! পুত্র তব হারায়েছে জ্ঞান;
বুঝাইয়া ফিরাইতে না পার যদ্যপি
মৃত্যুপথ হ'তে তা'রে, পা'বে পুত্রশোক।
হেরিতে সে দৃশ্য আমি না রহিব হেথা,
চলিলাম বিজাপুরে, এই শেষ দেখা।"
কাষ্ঠের পাদুকা রাজা করি' পরিধান
দাঁড়াইলা; শ্বশ্রূ, বধূ ব্যগ্রা হ'য়ে দোঁহে
আসি' রোধিলেন পথ; কহিলা জিজাই :—
"মহারাজ! কোন(ও) দোষে দোষী নহে দাসী;
কেন অকারণ তা'রে চা'ন ত্যজিবারে?
ভ্রান্ত যদি পুত্র, তবে বুঝায়ে আপনি
আনুন সুপথে তা'রে। নহে সে নির্ব্বোধ,
হিতকথা অবশ্যই পারিবে বুঝিতে।
এই তব আদরের বধূ সখীবাই
কাঁদিতেছে তদবধি, শুনেছে যেদিন
শিবাজীর আচরণে কুপিত আপনি।"
অশ্রুসিক্তা সখীবাই, পড়ি' গৃহতলে,
শ্বশুরের পদ দু'টী বাহু প্রসারিয়া
ধরিলা জড়া'য়ে। উষ্ণ ধারা অবিরল,
পড়ি' নেত্র হ'তে, সিক্ত করিল চরণ।
অধীর সাহজী, স্নেহে উঠা'য়ে স্নুষায়,
অঞ্চলে মুছা'য়ে মুখ, সরা'য়ে কুন্তল,
কহিলা চিবুক ধরি :—
"কেন, মা! আমার,

কেন মা কাতরা তুমি ? নহি রুষ্ট আমি
তোমা প্রতি ; পুত্র হ'তে প্রিয় তুমি মোর ;
দোষী শিব, অনুযোগ করিয়াছি তাই।"
নতজানু সখীবাই, ধরি' পদযুগ,
কহিলা বিনয়ে :—
"পিতঃ! ক্ষমুন সন্তানে,
বলুন আশ্বাসবাণী—বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক ;
আপনার আশীর্ব্বাদ না হ'বে নিষ্ফল।"
কহিলা সাহজী :—
"শিব! শুন মোর বাণী ;
এই পুত্রগতপ্রাণা জননী তোমার,
এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী সখীবাই,
আমি বৃদ্ধ পিতা, শুন বচন মোদের ;
থাক স্থির, ধীর হ'য়ে। নহি মূঢ় আমি,
উচ্চ অভিলাষ তব পারি বুঝিবারে ;
চাহ তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপিয়া আবার
যবন-কবল-মুক্ত করিতে এদেশ।
কিন্তু, বৎস! কাল তা'র নহে অনুকূল ;
শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী তব নহে বিজাপুর ;
আছে দিল্লী ; প্রলয়ের মহাসিন্ধুসম
আসিছে গর্জ্জিয়া ; তুমি কি করিবে একা ?
ব্যর্থ প্রাণদানে তব কি হইবে ফল ?"
মহিষমর্দ্দিনী-চিত্র উদ্দেশে প্রণমি'
কহিলা শিবাজী :—
"পিতঃ! নহি আমি একা ;

দশ হস্তে ধরি' অই দশ প্রহরণ
দাঁড়াইয়া অগ্রে মোর অসুরনাশিনী
মহাশক্তিস্বরূপিণী। জলদ-নিঃস্বনে
কহিছেন তিনি মোরে "কি ভয় কি ভয়,
এই অগ্রসর আমি, আয় মোর সাথে।"
চাহি নভঃ পানে, হেরি অঙ্গুলি তাঁহার
দেখাই'ছে পথ মোরে। নিবিড় আঁধারে
জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে দেখি অগ্রে যান তিনি,
"আয় আয় আয়" বলি'। স্বপ্নে, জাগরণে
হেরি সে মূরতি ; তবে কেমনে রহিব
জড়প্রায় ? ব্যগ্র প্রাণ পালিতে আদেশ।
"নাহি অন্য কেহ হেথা ; নিবেদিব পদে
হেরিনু যে দৃশ্য, গত অমানিশা-শেষে,
শিউনেরী-শ্রীমন্দিরে। এ দাসের প্রতি
কুপিত আপনি শুনি', ব্যথিতহৃদয়ে,
গিয়াছিনু সেথা একা। বাঞ্ছা ছিল মোর
বিরলে হৃদয়-জ্বালা জানা'ব দেবীরে,
পুত্র যথা জননীরে ক'হে মনোব্যথা। *
কিন্তু হেরিলাম দ্বার রুদ্ধ মন্দিরের ;
নিরাশ, ব্যাকুল হয়ে বসিনু সোপানে,
ধ্যানে আরাধিতে মায়ে। না পড়ে স্মরণে

* শিউনেরী দুর্গ পুণার ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। * * শিউনেরী দুর্গে অবস্থানকালে জিজাবাই তত্রস্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবাই দেবীর নিকট মানস (মানত) করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিলে দেবীর নামানুসারে পুত্রের নামকরণ করিবেন। এই নিমিত্ত শিবাই দেবীর নামানুসারে পুত্রের নাম শিবাজী রাখা হয়। সখারাম গণেশ দেউস্কর—সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ ১৮৮ পৃষ্ঠা।

কতক্ষণ ছিনু হেন। জ্ঞান হ'ল মোর,
খুলিয়া মন্দির-দ্বার আসি' মহামায়া
দাঁড়াইলা অগ্রে মোর। কি মোহন রূপ!
রোমাঞ্চ উঠিছে দেহে এখন(ও) স্মরণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি রূপে জ্বলে ত্রিনয়ন,
নক্ষত্র-মুকুট শিরে, নীল মেঘমালা
কেশরূপে দোলে পৃষ্ঠে, করে মহাশূল,
মৃগেন্দ্র-বাহন, মুখ স্মিত-সমুজ্জ্বল।
"কহিলা জননী মোরে ঃ—
"কি ভয় বাছনি!
রণে, বনে দিবানিশা র'ব সাথে সাথে;
রক্ষিব সঙ্কটস্থলে। নিশ্চিন্ত, নির্ভয়
কর্ গিয়া আপনার ব্রত উদযাপন।
সহায় হইবে তোর মহারাষ্ট্রবাসী;
পা'বি গুরু রামদাসে; নিজ খড়গ আমি
দিব তোরে পাঠাইয়া; যা' চলি' বাছনি।"
"লুকাইলা মাতা; আমি হেরিনু বিস্ময়ে
শিবা এক, বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মোর,
ডাকিছে গভীর রবে। নহে এ স্বপন,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র মহাখড়গ এই;
প্রভাতে আসিয়া এক সাধু মহাজন
অর্পিলা এ খড়গ মোরে। কা'রে তা'র ভয়
অভয়া সদয়া যা'রে? একবার শুধু
সাক্ষাৎ মহেশ, উমা, আপনারা দোঁহে
বলুন আমারে "বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক তোর।"

এত বলি' কটি হ'তে উন্মোচন করি'
দেখাইলা মহাখড়গ ; শাণিত ফলক
উজলিল দীপালোকে ক্ষণপ্রভা-তেজে,
চমকি', মুদিলা আঁখি জিজা, সখীবাই।
পুনঃ আরম্ভিলা বীর ঃ—
"অবিদিত তব
নহে, দেব! আর্য্যাবর্ত্তে কি দশা হিন্দুর,
হৃতরাজ্য, হতমান। দাক্ষিণাত্য মাঝে
বিজয়নগর মাত্র আছিল স্বাধীন ;
তা'ও ধ্বংসশেষ এবে। সমগ্র ভারত
লুণ্ঠিত যবন-পদে। এ সময় যদি
হিন্দু কেহ, জাতি, ধর্ম্ম, দেশ রক্ষা তরে,
না হয় উত্থিত, লুপ্ত হ'বে হিন্দুনাম।
কিন্তু হিন্দু-ধ্বংস নহে ইচ্ছা বিধাতার,
তাই প্রেরিলেন মোরে। সত্য, তুচ্ছ আমি,
কিন্তু মহাশক্তি মোর নিয়ন্ত্রী আপনি ;
অগ্রসর আমি তাঁর(ই) অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ;
কি ভয়, কি চিন্তা তবে? হ'ব পূর্ণকাম ;
করুন আশিস্"—
বলি' পড়িলা চরণে।
নীরব সাহজী ; নেত্র হইল উজ্জ্বল ;
কহিলা গম্ভীরে ঃ—
"পুত্র! নাহি দিব বাধা,
কার্য্যে তব। কিন্তু আমি র'ব যতদিন
ভৃত্তিভোগী বিজাপুরে, সাহায্য আমার

না পাইবে, পা'বে মাত্র কল্যাণ-কামনা ;
হও সিদ্ধমনস্কাম সাধনার ফলে ;
মঙ্গলা মঙ্গল তব করুন সঙ্কটে।"*

* সাহজীর কার্য্যকলাপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় :—

"পিতার মৃত্যুর পর সাহজী ভোঁসলে পৈতৃক জাইগীরের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে মালিক আম্বরের সহিত মোগলদিগের যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সাহজী তাহাতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আহাম্মদনগররাজ্য ধ্বংস করিলে সাহজী উক্ত রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিবার জন্ত প্রাণপণে যত্ন করেন। তিনি, রাজবংশীয় জনৈক বালককে সুলতান পদে অভিষিক্ত করিয়া, স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণকরতঃ মোগলদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অসীম পরাক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এত করিয়াও ফলোদয় হইল না। নানা কারণে তাঁহাকে আহাম্মদনগরের পুনরুদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎপরে সাহজী বিজাপুরের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান বিষয়-কর্ম্মে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে তাঁহার জাইগীর ও সৈন্তসংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইল এবং তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সাহজীরাজা একজন পরাক্রান্ত বীর ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রমণ্ডলে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে ছত্রপতি শিবাজী ও পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ ব্যতীত সাহজী ভেঁাসলের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান নরপতি তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত হইতেন। তিনি কোনও কোন রাজ্যের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত রাজার ন্যায় স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইতেন। তৎকালের অবস্থাচক্রে পড়িয়া কখনও কখনও তিনি পক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি কাহারও পক্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহা না করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন, সেই পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান ও তাঁহাকে বিশেষ প্রকারে সম্মানিত করিতেন। সাহজীর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তিনি মুসলমান-গণের অধীনতাপাশ কাটাইয়া এবং একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের কীর্ত্তির দ্বারায় যেরূপ দশরথের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া সর্ব্বতোমুখে রাম রাম শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, সেইরূপ ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর কীর্ত্তি দ্বারায় সাহজীর কীর্ত্তি লুপ্ত-প্রায় হইয়া রহিয়াছে।" সখারাম গণেশ দেউস্কর—সাহিত্য, চতুর্থ বর্ষ, ১৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ সর্গ।

স্নেহে বিগলিতা মুলা গদ গদ ভাষে
সুধাইছে সঙ্গিনীরে কুশল-বারতা
পুণার অদূরে ; * তথা বিরাজিত বট।
প্রলম্বিত জটা তা'র পরশে ধরণী,
উত্তোলিত শাখা-বাহু। মহাযোগী সম,
শীত, গ্রীষ্ম, বরষায় অক্ষোভ্য, অটল,
দাঁড়াইয়া তরুবর ; সাক্ষী অতীতের।
জ্বালি' হোমকুণ্ড সেই বটতরুমূলে
উপবিষ্ট রামদাস। নাহি অন্য কেহ ;
শুধু তাঁর ভক্তিমতী শিষ্যা আকাবাই
কুসুম, চন্দন, দূর্ব্বা ল'য়ে সযতনে
রাখিছেন সাজাইয়া। চিন্তামগ্ন স্বামী,
কুঞ্চিত ললাট, নিমীলিত নেত্রযুগ ;
দিবা, নিশা, অবিরাম, গত হেন ভাবে।
বিগতা তৃতীয় নিশা। ঊষার আলোক
ঢালিল রজতকান্তি শ্যামপত্রদলে
শিশিরসম্পাতস্নিগ্ধ। তরুশাখা হ'তে
সুপ্তোত্থিত বিহগের কলকণ্ঠ-ধ্বনি
ছড়াইল মধুধারা। প্রাতঃ-সমীরণ
পূত হোমগন্ধিধূম করি' প্রসারিত
আমোদিল নদীতট। উন্মীলি' নয়ন,

* পুণানগরী মুলা ও মুতা নামে দুইটী পার্ব্বত্য নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সঙ্গমসান্নিধ্যের জন্যই ইহার পুণ্যা বা পুণা নাম হইয়াছে।

করজোড়ে প্রণিপাত করি' বালারুণে,
কহিলেন রামদাস প্রণতা শিষ্যায় ঃ—*
"শুন, বৎসে ! পড়ে মনে, একদিন তুমি
জিজ্ঞাসিয়াছিলে মোরে, "মুক্তি কোন্ পথে ?"
ব'লেছিনু, "যথাকালে পা'বে প্রত্যুত্তর" ;
শুন, কহিতেছি এবে। মুক্তি নহে জ্ঞানে,
মুক্তি নহে প্রেমে, নহে কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ;
তিনের সংযোগে মুক্তি লভ্যা মাত্র ভবে।
প্রেমে সমুদ্ভূত বিশ্ব, জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত,
কর্ম্মে সঞ্জীবিত, তিন বিভূতি প্রভুর।
জ্ঞান-প্রেমময় তিনি, কিন্তু কর্ম্মশীল।
বিরাম, বিশ্রাম তাঁর নাহি ক্ষণতরে,
জলে, স্থলে, শূন্যমধ্যে, আঁধারে, আলোকে,
অন্তরে, বাহিরে, লক্ষি' জীবের কল্যাণ,
সাধিছেন সদা কর্ম্ম। জ্ঞান, প্রেম তাঁ'র
অনুস্যূত, বিরাজিত প্রতি কর্ম্ম মাঝে।
নিদ্রাজড় যবে মোরা, অনিদ্রিত তিনি
সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে শক্তি আপনার
করিছেন সঞ্চারিত। প্রযত্নে তাঁহার
গ্রহ, উপগ্রহ ধায় নিজ নিজ পথে ;
বহে বায়ু ; জ্বলে অগ্নি ; জীবের শরীরে
ধায় রক্তস্রোত ; বীজ হয় অঙ্কুরিত।
যে কোমল কর তাঁর কুসুমের মাঝে

* রামদাস স্বামী সম্বন্ধে পাঠককে ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রবাসী-পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত রামদাস-শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলি।

সাজায় পরাগ, আঁকে আখণ্ডল-ধনু,
তা'র(ই) সঞ্চালনে উঠে ঝটিকা ভীষণ,
কাঁপে পৃথ্বী, মহাসিন্ধু হয় উদ্বেলিত।
তিনি শিব শুভদাতা; তিনি রুদ্র ভীম;
সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস ঘটে তাঁহারি বিধানে;
কর্ম্মময় বিশ্ব, কর্ম্মপ্রণোদক তিনি।
প্রভু যদি কর্ম্মশীল, ভৃত্য, ভৃত্যা তবে
কেমনে নিষ্কর্ম্মা র'বে? চাহ মুক্তি যদি,
লভিয়াছ জ্ঞান, প্রেম, লহ কর্ম্ম এবে;
নহে বন্ধমূল কর্ম্ম, কর্ম্ম মুক্তিপ্রসূ।"
উত্তরিলা শিষ্যা :—
"দেব! ক্ষুদ্র নারী আমি,
নহি সংসারিণী, পারি কি কর্ম্ম সাধিতে?"
"ক্ষুদ্র তুমি! এ কি কথা?"
উত্তরিলা গুরু :—
"মহামহীয়ান্ দেব নিয়ন্তা যাহার,
সে কি ক্ষুদ্র? দেখ নাই নয়নে কি কভু,
একটী প্রহরী, রাজকার্য্যে নিয়োজিত,
ভ্রূভঙ্গে চালিত করে শত শত জনে?
জানে সে দুর্ব্বল একা; কিন্তু বুঝে মনে,
রাজশক্তি, কোটি বাহুবলে বলবতী,
বিরাজে পশ্চাতে তা'র; তাই সে সবল।
ভক্ত যদি বুঝে মনে, নিয়োজিত আমি
প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যে, পশ্চাতে আমার
দাঁড়ায়ে বিরাট্‌বেশে সর্ব্বশক্তিমান্,

কেন সে ভাবিবে ক্ষুদ্র, শক্তিহীন আমি ?
নহ সংসারিণী তুমি ; নাহি পিতা তব,
নাহি পুত্র ; কিন্তু আজ বিধির বিধানে
সমগ্র মারাঠা-জাতি পিতা, পুত্র তব ;
পোষ্য, প্রতিপাল্য তা'রা তোমার সংসারে।
কিসের অভাব তব ? কিসে ন্যূনা তুমি ?
শক্তিমূল নহে দেহ, শক্তি আত্মা মাঝে' ;
কি চিন্তা, কি ভয় তবে ? লহ কর্ম্ম তুমি,
পা'বে শক্তি, পাবে মুক্তি। কর্ম্মহীন হ'য়ে
ভারতের এ দুর্দ্দশা। ভ্রান্ত সাধু যত
ভাবে পূজাধ্যানমাত্র কর্ত্তব্য তা'দের ;
অন্য কর্ম্ম হীন, ত্যাজ্য। ভুল এ বিশ্বাস ;
প্রতি কর্ম্ম, ঘটে যাহে জীবের কল্যাণ,
কিবা কাষ্ঠচ্ছেদ, কিবা বেদমন্ত্র-পাঠ,
অবলম্ব্য, গ্রহণীয়। কর্ম্মাধিপ যিনি,
ফলত্যাগী সর্ব্বকর্ম্মে পূজা করে তাঁ'রে।"
বিনয়ে কহিলা আকা :—
"করুন নির্দ্দেশ
নারী হ'য়ে কোন্ কর্ম্মে সমর্থা কিঙ্করী।"
"শুন, বৎসে!"
স্নেহভরে কহিলেন গুরু :—
"নরের কর্ত্তব্য যথা আছে বহুবিধ,
নারীর(ও) তেমনি আছে। পীড়িতের সেবা,
ব্যথিতে সান্ত্বনা, আর্ত্তে আশ্বাস-বচন,
ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত জনে অন্নজলদান,

নারীর সুসাধ্য কার্য্য আছে হেন শত।
অক্ষমা যদ্যপি তুমি অনভ্যাস হেতু
কার্য্যে একবিধ, লহ কার্য্য অন্যরূপ।
মহারাষ্ট্রে; গৃহে, গৃহে রমণী-সমাজে
স্বদেশ-কল্যাণ-কথা প্রচারিও তুমি।
যেখানে যাহারে পা'বে শুনা'বে তাহারে,
দেশহিতে প্রাণদান সর্ব্বকর্ম্মোত্তম।
শিখাবে সতীরে, যুদ্ধে মরে পতি যা'র,
চিরগৌরবিণী হ'য়ে রহে সে সংসারে।
কহিবে মাতায়, দেশধর্ম্মরক্ষা হেতু,
মরে যদি পুত্র, হয় ত্রিকুল উদ্ধার।
রাজপুরে, শ্রেষ্ঠিগৃহে, তীর্থে, তপোবনে
যেথা যা'বে এই বার্ত্তা করিবে প্রচার।
দেশের দুর্দ্দশা কিবা, কি কর্ত্তব্য এবে
'দাসবোধ' গ্রন্থে * আমি করেছি প্রচার,

---

* এই গ্রন্থে অক্ষর-পরিচয় ও লিপি পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাপত্যবিদ্যা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। দেশের দুরবস্থাদির বর্ণনা, পরাধীন জাতির অবলম্বনীয় নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভের উপায় সমস্তই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যান-রচনা, পণ্যশালা (কারখানা) স্থাপন ও দুর্গনির্ম্মাণ-পদ্ধতি বিষয়েও রামদাস উপদেশ দানে বিরত হন নাই। দেশের দুরবস্থা ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, রামদাস সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, যবনগণ বহুদিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন পুরুষ কেহই নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত দেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপিগণের বল বৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিক-গণ দুর্ব্বল হইয়াছেন ও দেবতাগণ অত্যাচার-ভয়ে লুক্কায়িতভাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। সকলেরই পূর্ব্বসম্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেয়।

ঘটিলে সুযোগ, তুমি শুনাইবে সবে।
নহে অভিপ্রায় মোর শুধু রণপ্রিয়া
হ'বে মহারাষ্ট্রনারী। চাহি আমি তা'রা
হ'বে ভক্তিমতী, গৃহকার্য্যে সুনিপুণা,
শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা, মন্ত্রদক্ষা, বীর্য্যবতী।
যথা প্রয়োজন, কভু মুক্ত অসি করে
ধাইবে সংগ্রামক্ষেত্রে ; রাজসভা মাঝে
বসিবে বিচারাসনে ; অনাথ আতুরে
পালিবে জননী স্নেহে, এই লক্ষ্য মোর।*
অভিশাপগ্রস্ত দেশ, সহায় যদ্যপি
নরের না হয় নারী,—মাতা, স্বসা, জায়া
না হয় মিলিতা পুত্র, ভ্রাতা, পতি সনে,

অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকলে জীবন বিসর্জ্জন কর। দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর, যাবতীয় মরাঠা একত্র ও একমতাবলম্বী হও। আপনাদিগের মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বিস্তার কর। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর। অধ্যবসায় সহকারে সকলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ম্লেচ্ছদিগের উপর পতিত হও। স্বদেশদ্রোহীদিগের বিনাশপূর্ব্বক দেশ রক্ষা কর। ধর্ম্মস্থাপনের জন্য নূতন দেশ জয় কর এবং চারিদিকে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্র-রাজ্য বিস্তার কর। এখন সময় থাকিতে যাহারা সতর্ক না হইবে, তাহাদিগকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।" বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন দাসবোধ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—
"দাসবোধ রামদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিখদের যেমন গ্রন্থসাহেব, রামদাসী সম্প্রদায়ের সেইরূপ দাসবোধ। বেদ ও পুরাণ অপেক্ষাও তাহারা এই গ্রন্থখানির সম্মান করে ; কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহারা মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। * * এই দাসবোধের একাদশ দশকে স্বামী রামদাস সাধারণ ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশপ্রেম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইখানে তিনি বলিয়াছেন, হরিনাম কীর্ত্তনের মত রাজনীতি চর্চ্চাও প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসী এমন কথা বলিয়াছেন কিনা, জানি না। * * এক কথায় বলা যায়, দাসবোধ স্বদেশ-প্রেমের বেদ।" প্রবাসী, মাঘ ১৩২৭

* রামদাস স্বামীর উক্তি যে কবি-কল্পনা নহে, ভারতের ঐতিহাসিক রাজ্ঞীদিগের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই তাহার প্রমাণ। পাঠককে এই মহারাষ্ট্রীয় নারীদেবীর জীবনী আলোচনা করিতে বলি।

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত না করে মিলিয়া,
এ পতিত দেশ কভু না হ'বে উত্থিত।
কি বলিব, বৎসে! এই মহারাষ্ট্রভূমি
আছে সুপ্ত, জড়প্রায়; নর, নারী যত
চেতনাস্পন্দনহীন। না ভাবে অন্তরে
স্বজাতির কি লাঞ্ছনা; আত্মসুখ ল'য়ে
তৃপ্ত সবে, উদাসীন স্বজাতির দুঃখে।
লহ ব্রত, বজ্রনাদে প্রতি কর্ণমূলে
নরনারী উভয়ের দিবে মন্ত্র এই,
"মাতা-মাতৃভূমিসেবা মোক্ষপ্রদায়িনী।"
প্রণমি কহিলা আকা :—
"আদেশ দেবের
শিরোধার্য্য; এত দিনে উন্মীলিল আঁখি।
আজ হ'তে দাসবোধ মহাগ্রন্থ আনি
শুনাইব গৃহে গৃহে। * রবিকরোজ্জ্বলা
আতসী যেমতি জ্যোতি করে প্রসারণ,
কিঙ্করী প্রভুর তেজ মহারাষ্ট্রভূমে
করিবে বিকীর্ণ তথা; লইনু এ ব্রত।"
"লভিনু সন্তোষ, বৎসে!"
উত্তরিলা গুরু :—
"যোগ্যা শিষ্যা তুমি মোর। চাহি এইরূপ
উপযুক্ত শিষ্য, মোর কার্য্যের সাধক।
জানে সাধারণ জন দুর্লভ সদ্গুরু;

* মহীপতির গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আকাবাই পণ্ঢরপুরের সাধুসম্মিলনে এবং অন্যান্য স্থানে সকলকে 'দাসবোধ' পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

সুশিষ্য দুর্লভতর কিন্তু নাহি জানে।
শুনিয়াছি, গৃহী যা'রা, উপার্জ্জিত ধন
পুত্রে সমর্পণ করি' করে তৃপ্তিলাভ।
চাহি আমি, এতদিন, কায়মন সঁপি',
অর্জ্জিনু যে ধন, তাহা শিষ্যে করি' দান
লভি শান্তি। নাহি জানি প্রভুর কৃপায়
কতদিনে সে বাসনা পূর্ণ হ'বে মোর।
"শুন, বৎসে! তিন দিন ব্রতযাগ ল'য়ে
ছিনু অন্যমনা; কোন পাইনি সংবাদ।
বল তুমি, আবাজী কি এসেছে ফিরিয়া?"
"আসিয়াছে"
নতমুখে উত্তরিলা আকা:—
"শুনি' কুসংবাদ চিত্ত আছে শান্তিহীন।"
"কুসংবাদ?"
কৌতূহলী জিজ্ঞাসিলা গুরু:—
"আবাজী কি পরাজিত হ'য়েছে সমরে?"
"হয় নাই"
সবিনয়ে নিবেদিলা আকা:—
"নহে পরাজিত, কিন্তু পরাজয় হ'তে
শতগুণ ক্ষতি হ'বে জয়লাভে তাঁ'র।'
"ত্যজ প্রহেলিকা, বৎসে!"
উত্তরিলা গুরু:—
"বল বিবরিয়া, আমি উৎসুক শ্রবণে।"
কহিলেন আকা:—
"দেব! কি বর্ণিব আর?

আবাজী সমরক্ষেত্রে লভিয়া বিজয়
আনিয়াছে বন্দী করি' পরিজন সহ
মৌলানা আহ্মদে, ধনরত্নসমন্বিত।
মৌলানার পুত্রবধূ অপূর্ব্ব সুন্দরী ;
তুলনা না মিলে তা'র ভারতমাঝারে,
ষোড়শী, সঙ্গীতে, নৃত্যে, শিল্পে সুনিপুণা।
আবাজী সে নারীরত্ন দিবে উপহার
শিবাজীরে সভামাঝে। করিনু শ্রবণ
মহার্হ রতনভূষা, প্রিয় যবনীর,
রাজশিল্পিগণ যত্নে করি'ছে নির্ম্মাণ,
পরিতোষ তরে তা'র। ক্ষুব্ধ নরনারী
ছাড়িতেছে দীর্ঘশ্বাস শুনি' এ সংবাদ।
গুরুদেব! শিবাজীর এই পরিণাম!"
অধীর হইলা গুরু ; ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস,
কহিলেন :—
"কি বলিলে? কি বলিলে তুমি?
গড়াই'ছে অলঙ্কার যবনীর তরে?
ব্রত, পূজা, সাধনার এই সিদ্ধি শেষে?
ধিক্ ধিক্! বিধিলিপি কে করে খণ্ডন?
শতপাপে পাপী মোরা ভারতসন্তান ;
প্রায়শ্চিত্তকাল আজ(ও) হয়নি আগত
আমাদের ; তাই, বৎসে! ঘটিতেছে হেন।
শত রাজ্য, রাজবংশ ভারতভূমির
এই মহাপাপে, বৎসে! হ'য়েছে পতিত।
কি কাজ রহিয়া তবে লোকালয়ে আর?

যাই বনবাসে ; রহি বনচর সনে,
সাধি তপ, হয় যদি প্রায়শ্চিত্ত তাহে।
রাজার দৃষ্টান্তে চলে সাধারণ জন ;
পাপপথগামী হেন শিবাজী যদ্যপি,
রহিবে কি নীতি, ধর্ম্ম মারাঠার মাঝে ?
সংহর কিরণ, তবে, দেব দিবাকর !
অখণ্ড আঁধার আসি, গ্রাসুক এ দেশ ;
বহ অনলের শিখা, তুমি বিশ্বপ্রাণ !
দগ্ধ হ'ক অবিশেষে স্থাবর জঙ্গম ;
পশ্চিম সাগর ! মিল পূর্ব্ব সিন্ধু সনে
মগ্ন করি' মহারাষ্ট্র। সতীর সম্মান
যে দেশে না রাখে রাজা, অধন্য সে দেশ !
সাধুজনত্যাজ্য ! তা'র বিলোপ মঙ্গল।
কিন্তু, বৎসে ! মনে যেন না হয় প্রতীতি,
টলিবে শিবাজী ; তরু টলে বায়ুবলে ;
ট'লেছে অচল, কভু দেখেছ কি তুমি ?"
যাও তুমি, অবিলম্বে, রাজসভা মাঝে ;
রহি' অন্তরালে সেথা করিও দর্শন
শিবাজীর ব্যবহার। পশ্চাতে, তোমার
যা'ব আমি স্নানাহ্নিক করি সমাপন।"
নীরব হইলা গুরু। বন্দি' পদযুগ
দ্রুত চলি' গেলা আকা, যথা রাজাসনে
আসীন শিবাজী, ল'য়ে পাত্রমিত্রদলে।
জনপূর্ণ সভা আজ। কল্যাণ-বিজয়ে
আনন্দিত পুরবাসী, হেরিতে কৌতুক,

আসিয়াছে দলে দলে। বসি' এক দিকে
উর্ণাময় দিব্যাসনে ব্রাহ্মণমণ্ডলী,
সুগৌর, প্রশান্ত মূর্ত্তি ; শোভিছে ললাটে
বিভূতি-চন্দন-রেখা, অক্ষমালা গলে।
দাঁড়াইয়া অন্যদিকে সেনাধ্যক্ষ যত
করে দীর্ঘ শূল, অসি বদ্ধ কটিদেশে।
সম্মুখে প্রহরিবৃন্দ ঘিরি' বন্দিদলে,
করে নিষ্কোষিত অসি ; অধর দংশিয়া
করিছে ভ্রূকুটি অতিসাহসিক জনে।
সর্ব্বাগ্রে যবনাধিপ মৌলানা আহ্মদ ;
শ্বেত শ্মশ্রু, শুক্লকেশ কিন্তু দৃঢ়বপু ;
আবদ্ধ শৃঙ্খলে ; কোপ-কষায়িত আঁখি ;
আরক্ত বদন ; ঘন বহে উষ্ণশ্বাস
নাসা হ'তে, দণ্ডাহত ভুজঙ্গের প্রায়।
সভাপ্রান্তে সুলোহিত বসনে আবৃত
বিরাজে শিবিকা এক ; দাঁড়ায়ে নিকটে
যবনী কিঙ্করী দ্বারে সঞ্চালে ব্যজনী।
লুণ্ঠন-সামগ্রী যত রজত, কাঞ্চন,
বহুমূল্য বাস, অস্ত্র, শস্ত্র নানাবিধ
রাখিয়াছে স্তূপীকৃত। গৌরবে, উল্লাসে
অঙ্গুলি নির্দ্দেশি' তাহা নাগরিক জন
দেখাই'ছে পরস্পর। বৈতালিকদল
ঘোষিছে বিজয়বার্ত্তা ; হৃষ্ট সভাজন।
আবাজী সমরজয়ী, লভি' অনুমতি,
হ'য়ে অগ্রসর, করি' আশিস-বন্দনা

কহিলা বিনয়ে ঃ—
　　　　　　"অবধান, যুবরাজ !
কল্যাণপ্রদেশ আজ পদানত তব।
শৃঙ্খলিত বন্দী এই মৌলানা আহ্মদ ;
পরাজিত, হতবল বিজাপুর-সেনা।
হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন
লভিয়াছি অগণিত। কিন্তু সবা হ'তে
শ্রেষ্ঠ এই নারীরত্ন লভিয়াছি, প্রভো !
সর্ব্বরত্নাধিপ রাজা, উপহার তরে
আনিয়াছি তাই তা'রে, করুন গ্রহণ।
বন্দিনী জেতার ভোগ্যা, রীতি যবনের
সুবিদিত, বীরবর ! সেবি' রাজপদ
সার্থক জনম তবে করুক্ যবনী।"
　সুতীব্রকটাক্ষে বীর আবাজীর পানে
দেখিলা চাহিয়া। হেরি' আবাজী ত্বরিত
আদেশিলা বন্দিনীরে হইতে বাহির
খুলিয়া শিবিকাদ্বার। কম্পান্বিতা ভয়ে
দাঁড়াইলা সভাতলে নম্রমুখী বালা,
কৌষেয়বসনাবৃতা। কি মূর্ত্তি সুঠাম !
অঙ্গের বরণ জিনে গোলাপের আভা,
কোকনদ পদযুগ ; বাহু, বক্ষ, উরু
কিবা সুগঠিত ; ঝরে প্রতি অঙ্গ হ'তে
লাবণ্য, আলোক যথা ঝরে উষাদেহে।
　কিঙ্করী, ইঙ্গিত লভি', বদন হইতে
খুলিল অবগুণ্ঠন। সভাজন যত

ভাবিল কি ক্ষণপ্রভা উঠিল চমকি’
বিরাজে কি হেন রূপ মানবীর দেহে !
কি ললাট, কি নাসিকা, কিবা ওষ্ঠাধর !
ভ্রুযুগ, কপোল, কিবা চারুকেশদাম !
কি করুণ স্নিগ্ধদৃষ্টি সজল নয়নে !
অসম্ভব এ লালিত্য অস্থিমাংস মাঝে।
সুনিপুণ শিল্পী কেহ নবনীত দিয়া
গঠি’ মূর্ত্তি প্রাণদান করিল কি তায় ?
নির্ণিমেষ পৌরজন রহিল চাহিয়া।
শিবাজী বিস্মিত, স্তব্ধ ; স্মরিলা অন্তরে
মাতা জিজাবায়ে ; চাহি’ বন্দিনীর পানে
কহিলা, স্নেহার্দ্র, মৃদু মধুর বচনে ঃ—
“নাহি চিন্তামাত্র তব। নিজ জন সনে
যাও, মা ! আনন্দে তুমি যথা ইচ্ছা এবে
করিলাম মুক্তিদান শ্বশুরে তোমার ;
জননীর দেহে মোর ও সুন্দর রূপ
রহিত যদ্যপি, তবে জন্মি’ গর্ভে তাঁ’র
আমার(ও) সুন্দর রূপ হইত, অমনি।
লহ এই বস্ত্র, লহ এই অলঙ্কার,
সন্তানের দত্ত ; নাহি সঙ্কোচ গ্রহণে।”
শ্রুতিমাত্র ভৃত্য এক রজত-আধারে
সুসজ্জিত অলঙ্কার, সুচারু বসন
রাখিল সমীপে। আসি’ সেনাধ্যক্ষ এক
ঘুচাইল মৌলানার করের শৃঙ্খল।
অশ্রুসিক্তগণ্ড বৃদ্ধ, বসি’ সভাতলে,

নতজানু, নেত্র দু'টী তুলি' ঊর্দ্ধপানে,
আশিসিলা বীরে, ডাকি' সর্ব্বসাক্ষী দেবে।
চিত্রার্পিত সভাজন; না পারে বুঝিতে
কি কহিবে, আশীর্ব্বাদ কিম্বা জয়বাণী;
নীরবে সহস্র নেত্র হ'ল বাষ্পায়িত।
সহসা গম্ভীর রবে "সীতারাম" ধ্বনি
উথলিল সভাদ্বারে। ফিরায়ে বদন
দেখিলা বিস্ময়ে সবে, তেজঃপুঞ্জতনু,
করে কমণ্ডলু, দেহ গৈরিক-আবৃত,
পশি'ছেন সভামাঝে রামদাসস্বামী।
দৃষ্টিমাত্র দ্বিজ, শূদ্র সভাজন যত
উঠিলা আসন ত্যজি'। আপনি শিবাজী,
ছাড়ি' সিংহাসন, ভূমে দণ্ডবৎ পড়ি',
প্রণমিলা রামদাসে; গদ গদ বাণী
কহিলা:—
"কিঙ্করে আজ এ কি কৃপা, প্রভো!"
উঠাইয়া বীরবরে, বাঁধি' বাহুপাশে,
কহিলেন রামদাস:—
"এস, প্রাণাধিক!
অনুকূল কাল, আমি আসিয়াছি তাই;
দিব দীক্ষা, হ'ব মোরা অভেদাত্মা দোঁহে।"*
অশ্রুসিক্ত বীরবর; ধরিয়া চরণ

* কেহ কেহ বলেন, রামদাসস্বামী শিবাজীকে দীক্ষা দেন নাই। কিন্তু, অপর কৌলিক গুরু ছিলেন বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, দীক্ষামন্ত্র না দিলেও শিক্ষাদানে প্রকৃত দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কহিলেন রামদাসে ঃ—

"এতদিনে, প্রভো!

হ'ল কি করুণা? আমি পর্ব্বতে, কাননে,
তীর্থে, তপোবনে দূত পাঠায়েছি কত,
অন্বেষণে তব; নিজে করেছি ভ্রমণ।
একদিন, ভাগ্যবশে, পেয়েছিনু দেখা
বিঠোবা-মন্দিরে, কিন্তু ফিরি' যুদ্ধ হ'তে
না হেরিনু পুনঃ আর। পাইয়াছি যবে
ও চরণ, ছাড়িব না, ছাড়িব না কভু।"
"খুঁজিয়াছ তুমি মোরে, আমি কি তোমায়
খুঁজি নাই, প্রিয়তম?"

কহিলেন স্বামী ঃ—

"কি সজনে, কি বিজনে, নয়ন আমার
খুঁজিয়াছে সদা তোমা'। শুনেছিনু আমি,
যেদিন, বালক তুমি, তবু, বিজাপুরে,
হ'য়েছিলে অস্বীকৃত নমিতে সুল্‌তানে
বদ্ধাঞ্জলি নতজানু * সেই দিন হ'তে
অন্তরে, বাহিরে আমি খুঁজেছি তোমারে।
কিন্তু, বৎস! যতদিন জলদ-সঞ্চার
নাহি হয়, বীজ কৃষী না করে বপন;
রহে নভঃ লক্ষ্য করি'। আমিও তেমনি
ছিনু কাল-প্রতীক্ষায়। এসেছে সময়,
মনোমত বীজ এবে করিব বপন।"
নীরব হইলা গুরু; ভাঙ্গিল চমক;

* সপ্তম সর্গের পাদটীকা দেখুন।

শত শত কণ্ঠ হ'তে উঠিল অমনি
"জয় রামদাসস্বামী! জয় যুবরাজ!"
কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত সে আনন্দধ্বনি
পূর্ণিত করিল পুণা জয় জয় রবে।*

—*—

* মুসলমান আহ্মদের পুত্রবধূ সম্বন্ধীয় ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ চিটনিস বখরে ও তারিখ-ই-শিবাজী নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। প্রথমটী মহারাষ্ট্রীয় এবং দ্বিতীয়টী পারস্য ভাষায় লিখিত। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় শেষোক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, (Modern Review ১৯০৭ সালের ৩৬২ পৃষ্ঠা হইতে) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "Abaji had captured a handsome girl, the daughter-in-law of Moulana Ahmad the governor of Kalian in his raid, and presented her to Shivaji. Shivaji said : "If my mother had had your beauty, how happy it would have been ! I too should have looked handsome". He treated the girl as his own daughter, gave her clothes and other gifts and sent her in safety to her home in Bijapur."

গ্রাণ্ট ডফ্‌ও মৌলানা আহাম্মদের প্রতি শিবাজীর ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

Moulana Ahmad, made prisoner by Abagee Sondev, was treated by Shivaji with the utmost respect : and being honourably dismissed he returned to court. History of the Mahrattas Vol. I, p. 114.

পঞ্চম সর্গ।

হে কাল! অতীত-স্মৃতি করি' উজ্জীবিত
বল তুমি, কোন্ যুগে কোন্ বীরবর,
বিধ্বংসিয়া শত্রুকুল, স্থাপিয়া নগরী,
প্রাসাদে, মন্দিরে ভূষি, সগৌরবে নাম
রাখিল বিজয়পুর, বিজাপুর এবে। *
ধৌত, লুপ্ত স্মৃতি তাঁ'র; কোথা সেই সভা,
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি' দর্পে যথা বীর
আজ্ঞা দিলা রাখিবারে পাদপীঠ'পরে
বিজিত ভূপের রত্ন-ভূষিত কিরীট!
কোথা সে মন্দির যথা মহিষীরে ল'য়ে,
বিজয়-উৎসবে মাতি', ইষ্টদেবতায়
পূজা দিলা ভক্তিভরে? বিগত, বিলীন
জেতাজিত অবিভেদে; জনশ্রুতি শুধু
কল্পিত কাহিনীরূপে ঘোষে সে বারতা।
অতীতের চিহ্ন, ভগ্ন শিলাখণ্ড, শুধু,
সংগৃহীত স্তম্ভ, সৌধ, মন্দির হইতে
গুম্বজে, মিনারে, বপ্রে হ'য়ে পরিণত,
অতি সন্তর্পণে করে সে কথা প্রচার।
তরুলতাহীন দেশ; নতোন্নত ভূমি,

---

* From the Chalukyan inscription it is plain that the name of the place was originally Vijaypur or "City of Victory" probably so called on account of some victory having at one time been obtained here. H. Cousen's Bijapur Architectural Remains, p. 4.
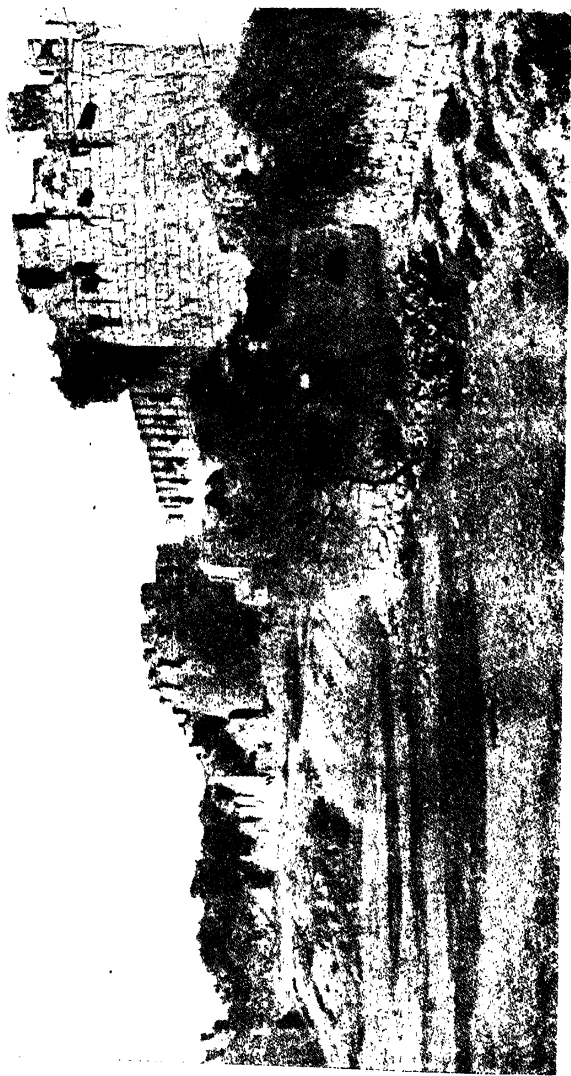
বিজাপুর দুর্গ ও প্রাচীর।

কভু শ্যাম শস্যে পূর্ণ, রুক্ষমূর্ত্তি কভু ;
মাঝে তা'র দাঁড়াইয়া মরু-পারাবারে
দ্বীপ সম বিজাপুর। যুসফ আদিল,
তুর্ক রাজবংশধর, সংস্থাপিলা তথা
মহারাজ্য, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে।
গৌরবে ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে এই বিজাপুর
ব্যাপি' বর্ষশতদ্বয় ছিল অদ্বিতীয়
দাক্ষিণাত্য মাঝে। তা'র বিলুপ্ত গৌরব,
প্রাসাদে, মস্‌জিদে, বপ্রে, সমাধিমন্দিরে
মূর্ত্তিমান, করে মুগ্ধ এখন(ও) দর্শকে।
বিশাল গোলগুম্বজ পূর্ব্বপ্রান্তে তা'র
তুলি' মেঘলোকে শির আছে দাঁড়াইয়া।
অন্যপ্রান্তে বিরাজিত ইব্রাহিম-রোজা,
সূক্ষ্ম শিল্পে অতুলন। মধ্যে নগরীর
অসংখ্য প্রাসাদ, উৎস, উদ্যানবাটিকা
বিরাজিছে, কহি' নিজ নীরব ভাষায়
কত সুখস্মৃতি, কত পাপ-পুণ্য-কথা।
বিপুল কামান, নাম মালিকী ময়দান,
নগর-রক্ষকরূপে এখনও তথায়
প্রতিষ্ঠিত বপ্র'পরি, লভি'ছে অর্চ্চনা। *

---

* The best known gun is, undoubtedly the great Maliki Maidan or the monarch of field * * * It measures 14 ft. 4 inches being with a maximum diameter of 4 ft. 11 inches. Its bore at the muzzle is 2 ft. 4 inches and 2 ft. 2 inches at the shoulder of the powder-chamber. Its estimated weight is about 35 tons * * * It is still worshipped by the people who smear the muzzle with red lead and oil and present flowers to it. H. Cousen's Bijapur Architectural Remains, P. 30.

বসিয়াছে রাজসভা আসারমহলে,
আসীন আদিল সাহ দিব্য সিংহাসনে;
পাত্র, মিত্র, সেনাপতি ঘিরি' চারিদিকে।
হাবসী, আরব, তুর্ক নানাবেশধারী
সৈন্যগণ সভাদ্বার করিছে রক্ষণ।
হিন্দু কত করজোড়ে আসীন তথায়;
সেনাধ্যক্ষগণ মাঝে সাহজী ভোঁসলা
উপবিষ্ট ম্লানমুখে। নিরখিয়া তাঁরে
কর্ণাকর্ণি কতজন কহিতেছে কথা।
সিংহাসন হ'তে দূরে রাজদূত এক
দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে। বাজে পাখোয়াজ,
সেতার, সারঙ্গ, বিন্। পারস্যসম্ভূতা,
প্রস্ফুট গোলাপ সম প্রফুল্লবদনা,
নাচিছে নর্ত্তকীদ্বয়। সুললিত কর
কভু আন্দোলিয়া, কভু অঙ্গ সঞ্চালিয়া,
কভু বা মধুর হাস্যে, অপাঙ্গ-বিক্ষেপে
হরি সভাজন-চিত্ত গাইছে গজল।*
প্রহর বিগত হেন; থামিল সঙ্গীত,
মহার্হ রতন-ভূষা লভি' পুরস্কার
গেল গৃহে নটীদ্বয়। সচিবপ্রধান
নিবেদিল :—
"রাজকার্য্যে উপস্থিত দূত।"
কহিলা সুল্‌তান :—
"খস্রু! কি সংবাদ তব?"

* গজল—প্রেমসঙ্গীত।

সম্ভ্রমে দক্ষিণ করে ভূমি স্পর্শ করি'
নিবেদিল দূত ঃ—
"জাঁহাপনা! কি কহিব!
উঠিয়াছে রাজ্যমধ্যে ঘোর হাহাকার,
শিবাজীর অত্যাচারে। কাঁদে প্রজাগণ,
সন্ত্রাসিত সৈন্য যত। একে একে, প্রভো!
প্রান্তদুর্গ অধিকার করি' সংগোপনে,
শিবাজী সীমান্তদেশ লই'ছে কাড়িয়া।"
"কে শিবাজী?"
সবিস্ময়ে কহিলা সুল্‌তান।
"পুণা-জাইগীরদার"
কহিলা বিনয়ে
সভাসদ্ এক।
"সে কি! এত স্পর্দ্ধা তা'র!
কহিলা সুল্‌তান ঃ—
"মোর রাজ্য লয় কাড়ি'?
দুর্গ করে আক্রমণ? বন্দী করি' তা'রে
হস্তিপদতলে ফেলি' নিষ্পেষিত কেন
না করিল প্রান্তপাল? যাও কেহ এবে,
শৃঙ্খলিত করি তা'রে আন সভামাঝে।"
প্রিয় সভাসদ্ এক, রহস্যে নিপুণ,
নিবেদিল করজোড়ে ঃ—
"কুর্দ্দিস্থানে, প্রভো!
ছিলা এক বাদসাহ। প্রজাগণ তাঁ'র
নিবেদিল একদিন; নগরের পথে

কি এক অদ্ভুত জীব, আসি' অকস্মাৎ,
বধিতেছে পান্থগণে।' কৌতূহলী ভূপ
জিজ্ঞাসিলা ; "কহ, কাজি ! কোন্ জীব এই,
কেন বধে প্রজা মোর ?" উত্তরিলা কাজী ;
"আকৃতি, প্রকৃতি তা'র শুনি' সবিশেষ
জানাইব।" বার্ত্তাবহ কহিল শুনিয়া :—
"দ্বিপদ, দ্বিহস্ত তা'র, দীর্ঘ কেশ নখ,
কম্বলে আবৃত দেহ, রহে গুহামাঝে,
অনুক্ষণ চিন্তামগ্ন। হেরিলে মানবে,
বাহু প্রসারিয়া আসি', দেয় আলিঙ্গন।"
কহিলা সুবিজ্ঞ কাজী বিচারিয়া মনে :—
"খোরাসান মাঝে আছে দর্ব্বেশের দল,
তারই কেহ হ'বে বলি' বোধ হয় মোর।
বাহ্য ব্যবহারে তা'রা বাতুলের প্রায়,
অল্পে করে ক্রোধ, কিন্তু প্রেমী, জ্ঞানবান্।"
কহিলেন বাদসাহ :—
"দর্ব্বেশ যদ্যপি
পূজ্য, সাধু ; যাও নিজে, আন নিমন্ত্রিয়া।"
"চলি গেলা কাজী ; কিন্তু না ফিরিলা আর।
সেইরূপ শিবাজীরে যে যা'বে ধরিতে
না ফিরিবে, র'বে বদ্ধ আলিঙ্গনে তা'র।"
ভ্রুভঙ্গে প্রকাশি' কোপ কহিলা সুল্তান :—
"এ নহে রহস্যকাল ; চাহি শুনিবারে
কোন্ কোন্ দুর্গ কাড়ি' ল'য়েছে শিবাজী।"
উত্তরিলা পাত্র এক :—

"সীমান্তপ্রদেশে
ভগ্ন, পরিত্যক্ত দুর্গ ছিল গুটী কত।
সৈন্য, অস্ত্র, যুদ্ধসজ্জা না রহিত তাহে ;
পরিত্যাগে অভিপ্রায় ছিল বহুদিন ;
বৃথা অর্থব্যয়মাত্র হ'ত সংরক্ষণে ;
সেই কয় দুর্গ মাত্র ল'য়েছে শিবাজী ;
প্রভুত্যক্ত উপানহ লয় ভৃত্য যথা
সংগোপনে ; করে নাই কার্য্য ক্ষতিকর।"

কহিলা অপর পাত্র ঃ—

"ধিক্ ধিক্ ধিক্!
সাক্ষাৎ খলিফা হেথা বসি সিংহাসনে ; *
এ হেন অখণ্ড মিথ্যা সম্মুখে তাঁহার!
ভগ্ন, ত্যক্ত দুর্গ মাত্র ল'য়েছে শিবাজী ?
ভগ্ন কি ভোরোপ দুর্গ ? ত্যক্ত কি তোরণা ?
নিজ জামাতার দোষ করিতে ক্ষালন,
ছিল সে রক্ষক সেথা, ইস্পাহানী আজ
প্রভুর নয়নে ধূলি করি'ছে নিক্ষেপ,
এ হেন অসত্য কহি'। ঘোর মিথ্যাবাদী!"

রোষে নিষ্কোষিয়া অসি, ত্যজিয়া আসন,
উত্তরিলা ইস্পাহানী ঃ—

"কি বলিলি তুই,
মিথ্যাবাদী আমি ? তোর স্পর্দ্ধা আজ এত ?
অসভ্য দেকানী! যদি পাই অনুমতি,

---

* আদিলসাহী সুল্তানগণ তুরুস্কের রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তুরুস্ক-রাজগণ আপনাদিগকে খলিফা অর্থাৎ মহম্মদের প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞান করেন।

এই দণ্ডে মুণ্ড তোর লুটাই ভূতলে।"
দংশিয়া অধর কোপে, মুক্ত করি' অসি,
কহিলা দেকানী পাত্র :—
"আয়! তবে, আয়!
দেখি তোর বীরপণা; জন্ম ইস্পাহানে
শিখেছিস্ নৃত্য, গীত, পারিস্ যোগা'তে
নর্ত্তকী; শিখিলি কবে অসি ধরিবারে?
ডাক্ তোর আত্মবন্ধু আফগানদলে,
দিব শিক্ষা, সভা হ'তে ফিরিবার পথে।"*
রহি' স্তব্ধ ক্ষণকাল কহিলা সুল্‌তান :—
"এ কি ব্যবহার আজ রাজসভা মাঝে?
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়! ধিক্ তোমা দোঁহে!
না পাইবে বর্ষকাল আসিতে সভায়,
কর যদি পুনর্ব্বার হেন আচরণ।
তোমাদের এইরূপ হেরি' ব্যবহার
বাড়িতেছে দিন দিন আস্পর্দ্ধা শত্রুর।
তা' না হ'লে তুচ্ছ এই জাইগীরদার
বিজাপুররাজ্য আসি' করে আক্রমণ!
কহ, দূত! এবে তুমি, ক্ষুদ্র প্রজা হ'য়ে
কি সাহসে বিরোধ সে করে মোর সনে।"
নিবেদিলা দূত :—

---

* বিজাপুর রাজসভায় দাক্ষিণাত্যবাসী ও আবিসিনিয়াদেশীয় (হাবসী) সভাসদ্‌গণ একপক্ষ এবং আফগান, তুর্ক, পারসীক সভাসদ্‌গণ অপরপক্ষ ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রগাঢ় বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল।

At Bijapur, just as there had been at Ahmadnagar, there was a constant and furious rivalry between the Deccan and the foreign parties.
Kincaid & Parasnis' History of the Maratha People, P. 131.

"জাঁহাপনা! কি বলিব!
অদ্ভুত সাহস তা'র, অদ্ভুত বিক্রম;
নাহি জানে মৃত্যুভয়। সম সুনিপুণ
অসিচর্ম্মে, ধনুর্ব্বাণে, লম্ফনে, ধাবনে।
আক্রমণে সকলের অগ্রগামী সেই,
পলায়নে সকলের রহে সে পশ্চাতে।
প্রচণ্ড বরষা, বজ্র হানে কড় কড়,
উৎপাটিয়া তীরতরু ধায় গিরিস্রোত,
দুর্গম পার্ব্বত্য পথ পাষাণ-পতনে,
নিবিড় তিমির-জালে দৃষ্টি করে রোধ;
এ হেন নিশীথে, করি' গিরি আরোহণ,
প্রবেশে সে দুর্গমাঝে। নিদারুণ শীত,
সমাচ্ছন্ন বনভূমি কুজ্‌ঝটিকাজালে,
তুষার-কণিকা-সম ঝরে হিমজল,
উত্তর-সমীরে দেহ কাঁপে থর থর,
শিবাজী, অদৃশ্য রহি' গুল্ম-অন্তরালে,
অকস্মাৎ পড়ে আসি'; লুঠি' ল'য়ে ধন
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়। বেড়ি' তা'রে কভু
উল্লাসে সৈনিক-দল করে জয়ধ্বনি,
ধরিয়াছি ভাবি' মনে; মুষ্টিগত রিপু।
কিন্তু কেবা ধরে তা'য়? চক্ষুর নিমেষে
উচ্চশৃঙ্গ হ'তে লম্ফে অতিক্রমি' খাদ
শিবাজী সহাস্যমুখে করে তুরীধ্বনি।
উন্মুক্ত কৃপাণ করে, অশ্ব আরোহিয়া,
সেনাদলে ল'য়ে যবে প্রবেশে সে রণে,

নাহি শক্তি কা'রও তা'র দাঁড়ায় সম্মুখে। *
না জানে বিলাস-সুখ ; রণক্ষেত্রে তা'র
নাহি ভেদ শিলেদার, বারগীর সনে ; †
ভোজন চণক, সুখশয্যা ভূমিতল ;
প্রাণাধিক প্রিয় তা'র মারাঠা কৃষক,
তাই তা'রা শ্রুতিমাত্র ভেরীধ্বনি তা'র
দাঁড়ায় পতাকাতলে দলে দলে আসি'।
চর তা'র নানাবেশী, গণক, নর্ত্তক,
বাদ্যকর, অশ্বপাল ; পশি' দুর্গমাঝে
প্রতি ছিদ্র, গুপ্তপথ জানায় তাহারে ;
শিবাজী সুযোগ বুঝি' করে আক্রমণ।
যোগ্য সহচর তা'র মিলিয়াছে দুই
তানাজী, যশাজী নামে, মাবলনিবাসী,
নাহি জানে ভয়লেশ ; প্রভুর আজ্ঞায়
শূন্যহস্তে সিংহদন্ত ছুটে উৎপাটিতে।
অনুচর উভয়ের অসংখ্য মাবলী,
নির্ভীক সৈনিক তা'রা ; কামানের মুখে
দাঁড়াইয়া অসিঘাতে বধে গোলন্দাজে।

* In personal activity he exceeded all generals of whom there is record ; for no partizan appropriated to services of detachments alone, ever traversed as much ground as he at the head of his armies. He met every emergency of peril, however sudden and extreme, with instant discernment and unshaken fortitude : the ablest of his officers acquiesced to the eminent superiority of his genius : and the boast of the soldier was to have seen Shivaji charging sword in hand. Ormes' Historical Fragments, P. 94.

† বিভিন্ন শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈনিক। এই বারগীর শব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে বর্গী শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

জাঁহাপনা! অচিরাৎ শিবাজী যদ্যপি
না হয় শাসিত, প্রজা যা'বে রাজ্য ছাড়ি'।
কহে লোক, পিতা তা'র রাজ-সভাসদ্,
তাই তা'র এত স্পর্দ্ধা, এ হেন সাহস।"
"কি বলিলে?"
মহাকোপে কহিলা সুলতান :—
"মোর সভাসদ্-পুত্র? কে হেন পামর
পালিত আমার অন্নে হানে ছুরি মোরে?"
কহিলা দেকানী পাত্র :—
"সা'জী ভোঁসলার
পুত্র এই রাজদ্রোহী, দুর্ম্মতি শিবাজী।
সা'জী উপস্থিত হেথা, নিজে জাঁহাপনা
করুন জিজ্ঞাসা, দেখি কি দেয় উত্তর।"
অমাত্য-প্রধানে ডাকি কহিলা সুল্‌তান :—
"সাহজীর পুত্র যদি, দুর্ব্বৃত্ত এহেন
কি হেতু সাহজী তা'রে না করে শাসন?
কি হেতু তোমরা সবে ব্যবহার তা'র
না জানা'য়ে মোরে, বল, ছিলে উদাসীন?"
কহিলা অমাত্য :—
"প্রভো! শুনি' এ সংবাদ
না ছিনু নিশ্চিন্ত মোরা। পাঠা'য়েছি সেনা
দণ্ডদান তরে তা'র। জনক তাহার
সাহজীরে সুকৌশলে এনেছি ধরিয়া।*

---

* বাজী ঘোড়পাড়ে নামক একব্যক্তি, বিজাপুর সুলতানের আদেশে, সাহজীকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া, নিরস্ত্র অবস্থায়, রুদ্ধ করিয়াছিল। শিবাজী উত্তরকালে পিতৃশত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন।

ভেবেছিনু তুচ্ছ এই বিদ্রোহীর কথা
কহিবার প্রয়োজন না হ'বে প্রভুরে;
দমন করিয়া পরে জানা'ব সংবাদ।
কিন্তু দেখিতেছি তা'র স্পর্দ্ধা দিন দিন
বাড়ি'ছে যেরূপ, শাস্তি আশু আবশ্যক।
তাই আনা'য়েছি দূতে জানা'তে সংবাদ;
করিব তা', অনুমতি যা' হ'বে প্রভুর।"

কহিলা সুল্‌তান পার্শ্বে ডাকি সাহজীরে:—
"এ কি ব্যবহার শুনি পুত্রের তোমার?
বিশ্বস্ত সেনানী তুমি, স্থিত উচ্চপদে,
ধনে, মানে সম্বর্দ্ধিত। কিন্তু পুত্র তব,
এত স্পর্দ্ধা! রাজ্য মোর করে আক্রমণ?
শুনি তোমাদের শাস্ত্রে আছে উল্লিখিত
পাপ নানাবিধ; পাপ দর্শনে, স্পর্শনে,
ভোজনে। সাহজী! শুধু নাহি কি কেবল
কৃতঘ্ন আচারে? ধন্য ধর্ম্ম তোমাদের!"

কহিলা দেকানী পাত্র:—

"ধর্ম্ম কাফেরের
আছে কিছু? আছে শুধু বাহ্য আড়ম্বর,

Baji Ghorpare of Mudhol was mean enough to entrap Shahaji at the bidding of the King of Bijapur and Shivaji had to suppress him by terrible revenge. M. G. Ranade's Rise of the Maratha Power, p.68.

ঘোড়পাড়ের শাস্তি সম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ্ এইরূপ লিখিয়াছেন:—

He (Shivaji) made a rapid march across the country, surprized and killed Ghorepuray with most of his relations and followers, plundered Moodhole, left it in flames and returned to Vishalgarh with the greatest expedition. History of the Maharattas, Vol. I. P. 151.

অর্থশূন্য হ্রাং হ্রীং। বিধবা জননী,
বৈশাখের তাপে দগ্ধা, একাদশী দিনে,
করে ছটফট, তাঁ'রে নাহি দেয় জল;
কিন্তু পিপীলির গর্ত্তে ঢালে মধুধারা।*
হেন মূঢ়, নিজ করে কাষ্ঠে, মৃত্তিকায়
গড়ি' মূর্ত্তি, বলে তা'রে 'মুক্তি দেহ মোরে'।"
চঞ্চল সাহজী; কোপ করি' সম্বরণ
কহিলা সুল্‌তানে :—
"প্রভো! রাজসভা মাঝে
অকারণে ব্যথাদান করি' হিন্দুগণে
ফলিবে কি ফল কোন(ও)? কি দোষ ধর্ম্মের?
শিষ্ট, দুষ্ট, সদসৎ, কোন্ ধর্ম্মে নাই?
অপরাধী, অকৃতজ্ঞ পুত্র মোর যদি,
যথোচিত শাস্তি দান করুন তাহারে।"
কহিলা দেকানী :—
"বিচারক জাঁহাপনা!
স্পষ্টবাদে বহু শত্রু হইতেছে মোর;
কিন্তু সাবধান যদি না হ'ন আপনি,
ঘটিবে অনর্থ ঘোর। ষড়্‌যন্ত্র করি'
বিশ্বাসঘাতীর সনে এই ইস্পাহানী
কহিল, শিবাজী কোন(ও) করে নাই ক্ষতি;
ভগ্ন, জীর্ণ, ত্যক্ত দুর্গ ল'য়েছে কেবল।
সাহজী, জনক হ'য়ে, আপন তনয়ে

* ভারতবর্ষের বহুস্থানে জৈনদিগের ও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে হিন্দুদিগেরও মধ্যে পিপীলিকার গর্ত্তে শর্করা ও মধুদানের রীতি প্রচলিত আছে।

না করি' শাসন, দিল সে ভার অপরে।
অভিপ্রায় এই, হ'ক অর্থবলক্ষয়
কিছুদিন, পরে নিজে শাসিয়া নন্দনে
নূতন জা(ই)গীর কোন ল'বে পুরস্কার।
জাঁহাপনা! পারি আমি স্পর্শিয়া কোরাণ
কহিবারে, অন্তরালে পিতাপুত্র মাঝে
আছে যোগ। সংগোপনে জানায় সাহজী,
কোথা যায় অর্থ, কোন্ দুর্গ অরক্ষিত;
সুযোগ বুঝিয়া পুত্র করে আক্রমণ।"
"সাক্ষী অন্তর্যামী"
বক্ষে আঘাতি' সাহজী
কহিলা :—
"পুত্রের সনে থাকে যদি মোর
যোগ কোন(ও), ঘটে যেন অনন্ত নরক।"
কহিলা সুল্‌তান হাসি :—
"নরক, সাহজী!
সে ত আছে স্থির, পূজি' পাষাণ, মৃত্তিকা।
বল এবে, কেন তুমি না শাস তনয়ে।"
"নহে সে আমার বাধ্য;"
কহিলা সাহজী :—
"বুঝায়েছি বহু তা'রে; ঘটে নাই ফল।
ত্যজিয়াছি তাই কোপে; নিঃসম্বন্ধ মোরা।
যথা অভিরুচি, প্রভো! দণ্ড দি'ন তা'রে,
নাহি মোর বাধা তাহে। জানি তা'রে আমি,
না করিবে কখন(ও) সে আত্মসমর্পণ;

বহু রক্তপাত বিনা না হ'বে বিজিত।"
কহিলা স্থল্‌তান শুনি' :—
"বিনা রক্তপাতে
শাসিব তাহারে আমি। আজ্ঞা দিনু এই,
অন্ধ কারাগার মাঝে লইতে তোমারে।
শিবাজী না করে যদি আত্মসমর্পণ,
কারাগার-দ্বার রুদ্ধ করিব তোমার ;
সজীব সমাধি হ'বে। ক্ষোভ কিবা তা'য় ?
বহু সাধু তোমাদের লয়ত সমাধি।
শুনিয়াছি, তোমাদের রামচন্দ্র রাজা
গিয়াছিল বনবাসে পিতার আজ্ঞায়।
হিন্দুকুলে জন্ম লভি' দেখিব শিবাজী
রাখে কি না পিতৃপ্রাণ আত্ম-প্রাণদানে।"
ইঙ্গিতে শৃঙ্খল ল'য়ে কারারক্ষী দুই
দাঁড়াইল পার্শ্বে আসি'। সগর্ব্বে সাহজী,
প্রসারিয়া কর নিজ, কহিলা স্থল্‌তানে :—
"রাজকার্য্যে পুরস্কার স্থবর্ণবলয়
লভিয়াছি বহুবার। লৌহের শৃঙ্খল
শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার যাচি' ল'ব আজ ;
থাকে ধর্ম্ম, প্রতিফল অবশ্য ফলিবে।"
কহিলা মুরারি পন্থ সম্বোধি' স্থল্‌তানে :—
"জাহাঁপনা ! সাহজীরে জানি আমি ভাল ;
নহে সে বিশ্বাসঘাতী। পুত্র সনে তা'র
নাহি যোগ ; অনুরোধ তাই রাজপদে,
কারাদণ্ড পক্ষকাল রহুক স্থগিত।

শিবাজীরে এ সংবাদ জানাই আমরা ;
ক্ষমা কিম্বা শাস্তি হ'বে ব্যবহারে তা'র।"
কহিলা আফ্‌জুল :—
"মোরো ! এত স্পর্দ্ধা তব,
কর প্রতিবাদ তুমি আজ্ঞা সুল্‌তানের !
এ নহে হিন্দুর বাক্য ; মস্‌লিমের বাণী
নভঃভ্রষ্ট উল্কাসম নাহি জানে বাধা।
কেন নিজে হ'বে চূর্ণ দাঁড়াইয়া পথে ?
শুন, রক্ষি ! বন্দিজনে লহ কারাগারে।"
নীরব সুল্‌তান ; কেহ দিল টিট্‌কার ;
কেহ বা ত্যজিল শ্বাস। ভঙ্গ হ'ল সভা।

ষষ্ঠ সর্গ।

নবরাত্র পূজা শেষ। নাগেশ-মন্দিরে *
সম্মিলিতা আজ যত পুণা-নিবাসিনী—
বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, সধবা, বিধবা—
শুনিবারে কথকতা। মন্দিরসম্মুখে
বিরাজে মণ্ডপ চারু দারুস্তম্ভ 'পরে,
সুশোভিত পত্রে, পুষ্পে। সায়াহ্ন-সমীর
ধূপ-গন্ধ মৃদু মধু করে বিকিরণ।
দূরে নগরের দীপ, জ্বলি' একে একে,
শোভা পায় মালাকারে। সমাপ্ত আরতি;
প্রণমিয়া নাগেশ্বরে, করি' প্রদক্ষিণ,
বসিলেন নারীগণ নিজ নিজ স্থানে।
প্রফুল্লবদনা সবে; স্বাধীনতা-গুণে
স্ফূর্ত্তি, সজীবতা মুখে অঙ্কিত সবার।
উষার ললাটদেশে শুকতারাসম
শোভিত সিন্দূর-বিন্দু সধবার ভালে;
কণ্ঠে, কর্ণে, করে শোভে দিব্য অলঙ্কার।
বিধবা চন্দনমাত্র ধরেন ললাটে,
অভূষণ তনু, অঙ্গে কৌষেয় বসন।

* Nageswar Temple * * is believed to be the oldest temple in Poona * * The temple proper is a small close room of solid stone * * * Attached to the temple is the hall or the sabhamandop, open on three sides, a massive, imposing building on wooden columns, with a neatly finished wooden ceiling. Bombay Gazetteer, Vol. XVIII. Part III. P. 337.

রাজ-পরিজন যত এসেছেন তথা ;
সমাগতা জিজাবাই ল'য়ে বধূগণে ;
গৌরব, উল্লাস যেন নাহি ধরে মুখে,
বীরপত্নী, বীরমাতা। পার্শ্বে সখীবাই,
আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, সহাস্যবদনা।
অসঙ্কোচে নারীগণ শ্বশ্রূ, বধূ দোঁহে
জিজ্ঞাসি'ছে নানা কথা। কেহ কহে :—
"রাণি !
কেন আর রাজা বল থাকে বিজাপুরে,
সোণার সংসার ছাড়ি' ? শিববা পুত্র যাঁ'র
তাঁ'র কি উচিত কভু ম্লেচ্ছপদসেবা ?"
কেহ বলে :—
"বধূটী ত বাড়িয়াছে বেশ !
এইবার পৌত্রমুখ পা'বে দেখিবারে।"
সহচরী কেহ শুনি' আসি' জনান্তিকে
কহে তাহা সখীবা'য়ে, সস্মিতা সুন্দরী।
আনন্দিতা জিজা ক'ন :—
"তাই হ'ক, বোন !
তোমাদের আশীর্ব্বাদ ফলুক ত্বরায়।"
শির স্পর্শি' কোন(ও) নারী ক'ন সখীবা'য়ে ;—
"ভাগ্যবতী, সখি ! তুই ; নহে দূর দিন,
বসিবি শিববার বামে সিংহাসন'পরে।"
সঙ্কুচিতা সখীবাই বন্দেন চরণ।
দুই পার্শ্বে জ্বলে দীপ ; শোভে মধ্যস্থলে
দারুময় উচ্চাসন। সজ্জিত তথায়

ভূর্জ্জপত্রে বিলিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ নানা,
সিন্দূর-চন্দন-লিপ্ত। গৈরিক-আবৃতা
বসি আকাবাই তথা; শিরে পুষ্পমালা,
ধ্যান-নিমীলিতনেত্রা, প্রসন্নবদনা।
　বন্দি' গণপতিপদ, বন্দি' গীর্ব্বাণীরে
আরম্ভিলা আকা :—
　　　　　　"স্তব্ধ, প্রশান্ত কানন;
না নড়ে পাদপ, স্থির বিহঙ্গমদল;
না গুঞ্জরে মধুকর; অবরুদ্ধ যত
গিরিস্রোত, কল কল নাহি চলে জল।
দ্রুপদনন্দিনী, পৃষ্ঠে আলোলিত বেণী,
চীরপরিধানা, বসি ধর্ম্মরাজ-বামে,
পত্রের কুটীরে। দূরে মাদ্রীপুত্রদ্বয়,
মলিন, পাংশুলদেহ; ভীমার্জ্জুন দোঁহে
নতশির, দীর্ঘশ্বাস বহি'ছে নাসায়।
　জিজ্ঞাসিলা কৃষ্ণা :—
　　　　　　"প্রভো! কতদিন আর
দিক্‌পালসম এই ভ্রাতৃগণ তব
কাটাইবে কাল হেথা কিরাতসদৃশ?
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, নিত্যোৎসবময়,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-বেণু-বীণা-নিনাদিত,
কোথা এই দ্বৈতবন, রোমহর্ষকর,
শিবার অশুভরবে নিত্য মুখরিত!
কোথা সে প্রাসাদ চারু মণিরত্নময়,
কোথা এই পর্ণশালা গোময়লেপিত!

এ পার্থক্যে, মহারাজ! চিত্ত আপনার
না হয় কি বিচলিত? ভৃত্য শত শত,
একদিন, পরিচর্য্যা করিত যাঁ'দের,
সেই তব ভ্রাতৃগণ বহি'ছেন শিরে
ইন্ধনকাষ্ঠের ভার; নিরখি' নয়নে
ব্যথা কি না হয়, প্রভো! এই বৃকোদর
বধিলেন বাহুবলে জরাসন্ধরাজে,
ভুবনবিজয়ী বীর; করিলা নিধন
দুরন্ত হিড়িম্বে, বকে মুষ্টির প্রহারে।
আজ বাহুবল তাঁ'র নিয়োজিত শুধু
শুষ্ক বৃক্ষ উৎপাটনে। এই ধনঞ্জয়
দহিলা খাণ্ডববন জিনি' দেবরাজে,
পরাজিলা রাজগণে স্বয়ম্বর-স্থলে;
অব্যর্থ সন্ধান তাঁ'র নিযুক্ত এখন
কুরঙ্গ-বিহঙ্গ-বধে। ধন্য মহারাজ!
ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য ক্ষমাগুণ তব!"
"ক্ষম, প্রিয়ে!"
সম্বোধিয়া মধুর বচনে
কহিলেন ধর্ম্মরাজ:—
"ক্ষমাবান্ নর
লভে শান্তি, ক্ষমাবান্ পূজিত সবার।"
"কারে ক্ষমা?"
জিজ্ঞাসিলা কোপে যাজ্ঞসেনী:-
"যে জন সন্তপ্ত, করি' মন্দ আচরণ,
তা'রে ক্ষমা? কিম্বা ক্ষমা গর্ব্বী দুষ্টজনে?

কাপট্যে সর্ব্বস্ব তব করিয়া হরণ
না হইল তৃপ্তি যা'র, চাহিল হরিতে
একমাত্র বাস তব পত্নী-অঙ্গ হ'তে,
তা'রে ক্ষমা? মহারাজ! অজ্ঞ নারী আমি,
নাহি বুঝি শাস্ত্র; কিন্তু এই শাস্ত্র যদি,
কুশাস্ত্র সে, মাননীয় নহে কদাচিৎ।
বধ্য যদি হিংস্র সর্প, নৃশংস শার্দ্দূল,
কেন বধ্য নহে তবে সর্প, ব্যাঘ্র হ'তে
ক্রূর শতগুণে, মহাপাপী দুর্য্যোধন?"
"শুন, প্রিয়ে!"
উত্তরিলা ধীরে ধর্ম্মরাজ:—
"অতীত কাহিনী নহে বিদিত তোমার,
তা'ই কহিতেছ হেন। পিতৃদেব যবে
চলি গেলা স্বর্গপুরে, অসহায় মোরা
ছিনু পঞ্চ ভাই বনে। জ্যেষ্ঠতাত আনি'
হস্তিনায় আমা সবে, পিতৃসম স্নেহে,
পালিলেন দীর্ঘকাল। জননী গান্ধারী
(উদ্দেশে প্রণমি' ভূপ কহিলেন পুনঃ)
কি স্নেহে, কি সমাদরে পালিলেন সবে
ভুলিবার নহে তাহা। হ'ক দুর্য্যোধন
মহাপাপী, জ্যেষ্ঠ পুত্র তবু উভয়ের।
কেমনে বিনাশি' তা'রে কাঁদাইব বল
জ্যেষ্ঠতাতে, স্নেহময়ী গান্ধারী মাতায়?"
নিবেদিলা কৃষ্ণা:—
"প্রভো! দেবতা আপনি,

এ পাপ মর্ত্ত্যের ন'ন। কিন্তু জিজ্ঞাসিতে
চাহে দাসী, আছে মূল্য কৌরবের প্রাণে,
নাহি পাণ্ডবের? যবে বিষ দিল পাপী
মধ্যম পাণ্ডবে, কেন না ভাবিল মনে
আছেন জননী তাঁ'র, কাঁদিবেন শোকে।
রচি' জতুগৃহ যবে চাহিল দহিতে
সমাতৃক পঞ্চভা'য়ে, না বুঝিল কেন
ভ্রাতৃহত্যা, নারীহত্যা কি পাপ এ দু'য়ে।
বধিতে শার্দ্দূলে যদি প্রাণিহত্যাভয়ে
হয় চিত্ত সঙ্কুচিত, লৌহের পিঞ্জরে
কেন না বাঁধেন তা'রে? লভি' রক্তাস্বাদ
উন্মত্ত শার্দ্দূল যদি ভ্রমে অব্যাহত,
বধিবে সে নখদন্তে শত শত জীবে।
রাখুন শার্দ্দূলে বাঁধি' লৌহের শৃঙ্খলে,
পৃথিবী লভুক শান্তি।"

নীরবিলা আকা।

সসম্ভ্রমে নারী এক কহিলা তাঁহারে :—
"চরিতার্থ মোরা; কিন্তু চাহি শুনিবারে
কথনের মর্ম্ম-ব্যাখ্যা, দি'ন বুঝাইয়া।"
উত্তরিলা আকা :—

"বুঝ, কহিতেছি আমি।
স্বভাবকোমলা নারী, ধৈর্য্য ধর্ম্ম তা'র;
কিন্তু পতিপুত্রে যবে হেরে উদাসীন
অত্যাচার, অবিচার প্রতিবিধানিতে,
হয় ধৈর্য্য লোপ তা'র। ত্যজি' লজ্জাভয়,

বজ্ররবে, মুক্তকেশী কাদম্বিনীসম,
কহে সে আপন জনে ;—'পতি, পুত্র মোর
উঠ, জাগ, অত্যাচার কর নিবারণ ;'
এই উপদেশ ঋষি দিলেন ভারতে।"
জিজ্ঞাসিলা করজোড়ে বৈশ্যনারী এক :—
"নিশ্চিন্ত, নির্ভয়ে মোরা আছি ত পুণায় ;
কোন্ অত্যাচার-রোধে ডাকিব তা' বল।"
কহিলেন আকা :—
"সত্য, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়
র'হেছি আমরা হেথা। কিন্তু সে কেবল
শিবাজীর পরাক্রমে। যূথপতি যথা
করভে, করেণুগণে রক্ষে বনভূমে
শার্দ্দূলের গ্রাস হ'তে, তেমতি বীরেশ,
সতর্ক প্রহরী সম, অসি ল'য়ে করে,
রক্ষি'ছেন আমা' সবে। কিন্তু দেখ ভাবি',
সহস্র সহস্র জাতি, জ্ঞাতি আমাদের
কি লাঞ্ছনা, কি বেদনা সহি'ছে নিয়ত।
অপহৃত পুত্র তরে কাঁদে কত মাতা ;
ছাড়ে শ্বাস কত পতি হৃতা পত্নী তরে ;*
বিচূর্ণ বিগ্রহ হেরি' কত ভক্তজন
হ'ন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ ; অরাজক দেশ ;
উদাসীন তবে মোরা রহিব কেমনে ?
স্বজাতিনিগ্রহ হেরি' অন্তর যাহার
নাহি পুড়ে, পাষাণ সে, রক্তমাংসহীন।

* প্রথম সর্গের পাদটীকা দেখুন।

শুন সবে, দাসবোধ মহাগ্রন্থমাঝে
কি লিখিলা গুরুদেব।”
এত বলি আকা
সসম্ভ্রমে গ্রন্থ এক তুলি’ পীঠ হ’তে
শুনাইলা ;—“মহারাষ্ট্র ম্লেচ্ছ-প্রপীড়িত ;
চূর্ণ দেবমূর্ত্তি ; ভ্রষ্টাচার দ্বিজ যত ;
লাঞ্ছিত গৌরবহীন প্রজা সাধারণ ;
বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণাবাস ; তীর্থ কলুষিত ;
ধর্ষিতা রমণী ; বলে হৃতধর্ম্ম লোক।
নাহি অন্ন বুভুক্ষুর ক্ষুধা নিবারিতে ;
নাহি স্থান সন্তাপীর জুড়া’বার তরে ;
নাহি হেন জন কেহ, হায় ! দেশমাঝে
করে প্রতিরোধ এই যবনবিপ্লব ;
উঠ মহারাষ্ট্রবাসি ! রক্ষ ধর্ম্ম, দেশ।” *
কহিলেন আকা ঃ—
“এবে বুঝিলে কি সবে
কি দশা দেশের, কি বা কর্ত্তব্য মোদের ?”
জিজ্ঞাসিলা সখীবাই বিনম্রবদনে ঃ—

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন রামদাসের উক্তির যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথম দুইটী পংক্তির করুণ আর্ত্তধ্বনি যেন সমগ্র অংশের মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

“কাহী মিলেনা মিলেনা মিলেনা খায়লা। ঠাঁব নাহিরে নাহিরে নাহিরে জায়লা।
খাইবার কিছু মিলেনা মিলেনা মিলেনা। যাইবার ঠাঁই নাই নাই নাইরে।”

“দেশে রাজার শাসন নাই, অশান্তি, উপদ্রব চতুর্দ্দিকে ; নারীর সম্মানও নিরাপদ্ নহে। অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেহ দেশ ত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম পরিত্যক্ত হইতেছে, সমস্ত শস্য ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত ব্রাহ্মণীকে ভ্রষ্ট করা হইয়াছে, দেশান্তরে বিক্রয় করা হইয়াছে, কত সুন্দরী নানা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে। প্রবাসী—মাঘ, ১৩২৭।

এই সঙ্গে দাসবোধ সম্বন্ধে বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত পাদটীকাও দেখুন।

"নারী হ'য়ে পতিপুত্রে কি সাহায্য মোরা
পারি করিবারে ?"
ধীরে উত্তরিলা আকা :—
"সত্য নারী মোরা, কিন্তু জন্ম আমাদের
মহাশক্তি-অংশে ; পারি সঞ্চারিতে বল
প্রেমে, স্নেহে, আশীর্ব্বাদে, আশ্বাসবচনে
পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়ের মাঝে।
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ক্লান্ত তাঁ'রা যবে
ল'য়ে ভার নিজ স্কন্ধে, আত্মশক্তিমত,
পারি ক্লেশ, পারি ব্যথা লঘু করিবারে।
ভাগ্যবান সেই নর, পত্নী, মাতা যাঁ'র
সঙ্কটে, দুর্দ্দিনে আসি', পার্শ্বে দাঁড়াইয়া,
কহে তাঁ'রে "ভয় নাই"। রোগশয্যা'পরে
অনিদ্রায়, বেদনায় মানব যখন
করে আর্ত্তনাদ, তবে জননীর সম
কে ঘুচায় ব্যথা অঙ্গে হাত বুলাইয়া ?
দারিদ্র্যপীড়িত নর, শুষ্কমুখে, যবে,
ফিরে অপরাহ্নে গৃহে, পত্নী তা'র যদি
প্রফুল্লবদনে তা'রে করে সম্ভাষণ,
ঘুচে অনাহারক্লেশ, মুছে অশ্রুধার ;
শাকান্ন অমৃতোপম ভুঞ্জে সে কৌতুকে।
কিন্তু থা'ক্ শত রত্নে ভূষিত ভবন,
থা'ক্ পদ, থা'ক্ মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল,
পত্নী প্রতিকূলা যা'র, দুর্ভাগা সে নর।
কি দহন চিত্তে তা'র, পুটপাকসম,

জানেন তা' একমাত্র অন্তর্যামী যিনি।
নহে বলহীনা নারী; সর্ব্বস্ব আপন
সঁপি' পতিপুত্রে নিঃস্বা, বটে সে অবলা;
কিন্তু তা'র সম কে বা সহায় নরের?
কে পারে সান্ত্বনা, শান্তি অর্পিতে মানবে,
জননী, ভগিনী, জায়া, সুতা, বধূ সম?
জিজ্ঞাসহ পুরুষেরে, নিরাশার মাঝে
কা'র সুপ্রসন্ন দৃষ্টি, স্মিতস্নিগ্ধ বাণী
আনে আশা, আনে বল রমণীর সম?
প্রতিবাসী আমাদের রাজপুতগণ;
দেখ ভাবি', নরনারী মিলি অবিভেদে,
কি করিলা দেশ, ধর্ম্ম রক্ষিবার তরে;
কি করিলা নারী ঘোর বিপদ-দুর্দ্দিনে।
রূপে, গুণে নিরুপমা পদ্মিনীসুন্দরী,
যবন-শিবিরমাঝে প্রবেশি' সাহসে,
উদ্ধারিলা নিজপতি ভীমসিংহরায়ে।
প্রতাপমহিষী, ল'য়ে বধূ, দুহিতায়,
কণ্টকে শরীর বিদ্ধ, অঙ্গে জীর্ণবাস,
অনাহারে পতিসনে কাটাইলা কাল,
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, বনে। রাণী দুর্গাবতী,
ল'য়ে অসি চর্ম্ম করে, প্রবেশি' সমরে,
পরাজিয়া শত্রুদলে, প্রাণ দিলা শেষে।
মহারাষ্ট্র-নারী মোরা কা'র হ'তে ন্যূন?
নাহি কি হৃদয়ে ভক্তি, শক্তি বাহুযুগে
আমাদের? প্রাণ দিতে কাতরা কি মোরা?

পূজি' মহাশক্তি, নিত্য, ভাবিব কি চিতে
শক্তিহীনা নারী? ধিক্ শিক্ষা, দীক্ষা হেন!
কর পণ, সুখ, স্বার্থ বিসর্জ্জিয়া সবে,
দিব শক্তি পতিপুত্রে সঙ্কটে, বিপদে;
দিব প্রাণ রণক্ষেত্রে প্রয়োজন যবে।" *
আনন্দিতা নারীগণ; গৌরবে, উল্লাসে
'পালিব আদেশ' বলি উত্তরিলা সবে।
হেনকালে ভৃত্য এক, আসি' করজোড়ে,
নিবেদিল জিজাবা'য়ে; "বিজাপুর হ'তে
আসিয়াছে কুসংবাদ, কারারুদ্ধ রাজা।"
চকিতা, সন্ত্রস্তা জিজা, অশ্রুসিক্তা সখী;
চিন্তিতা, ব্যাকুলা সবে। ভঙ্গ হ'ল কথা;
চলি' গেলা নারীগণ নিজ নিজ গৃহে।

---

* মহারাষ্ট্রীয়া নারীর মুখে এইরূপ উক্তি যে দম্ভমাত্র নহে, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয়। মহারাষ্ট্রীয়া কায়স্থরমণী সাবিত্রী বাই শিবাজীর মোগলবিজয়ী সেনাদলকেও প্রতিহত করিয়াছিলেন। Tarikh i Shivaji, 38 thus describes her fate :—A woman named Savitri was the patelni (proprietress) of Belvodi. From the shelter of her fort she fought Shiva for one month. On her povisions and munitions running short, she made a sortie, demolished all the siege-trenches, and dispersed and slew many of the besiegers. For one day she kept the field heroically, but at last fled vanquished.

J. N. Sarkar's Shivaji and his times, foot note, p. 401.

সাবিত্রীবাই শিবাজীর যুদ্ধসজ্জাবাহী পশুদিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বলিয়াই শিবাজী তাঁহার দুর্গ অবরোধে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তম সর্গ।

স্তব্ধ পুণারাজপুরী ; আসীন শিবাজী
আপন শয়ন-কক্ষে ; বিমলিন মুখ,
করতলে ন্যস্ত গণ্ড। বাতায়ন-পথে
হেরি'ছেন একদৃষ্টি নীলাকাশ পানে,
অশান্ত, চঞ্চল চিত্ত ; ভাবি'ছেন বীর ঃ—
"উদ্ধারিতে এ সঙ্কটে, হে ভক্তবৎসলে !
কে আছে, মা ! তোমা বিনা ? ডাকিব কাহারে
এ বিপদে ? পিতৃদেব অবরুদ্ধ আজ
বিজাপুর-কারাগারে। কণামাত্র দোষ
নাহি তাঁ'র ; রুদ্ধ তিনি মোর আচরণে।
কিন্তু তুমি বল, মাতঃ ! অন্তরযামিনি !
কা'র প্রেরণায় আমি আসিনু এ পথে ;
কে জাগা'ল প্রাণে মোর এ দারুণ শিখা,
দগ্ধ করিতেছে যাহা হৃদয় আমার।
নাহি শান্তি, নাহি স্বস্তি স্বপ্নে, জাগরণে।
পরাধীন মহারাষ্ট্র, ম্লেচ্ছ-প্রপীড়িত,
বহুশত বর্ষ। কোটী মহারাষ্ট্রবাসী
নীরবে সে অপমান রহেছে সহিয়া ;
আমি কেন অসহিষ্ণু ? অন্তর আমার
কেন পোড়ে দিবানিশি তুষানলে যেন ?
প্রতি পদে, প্রতি দৃশ্যে মর্ম্ম করে দাহ।
যবনের জয়কেতু হেরিলে উড্ডীন,
ইচ্ছা হয় পদতলে করি বিদলিত।

হেরি যবে সৈন্য তা'র বীরদর্পে চলে,
দেখে কৌতূহলী লোক, আমি ভাবি মনে,
নিষ্পিষ্টা জননী মোর চরণে তা'দের।
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহ্মদনগরে
লভি' পদ, লভি' ভৃতি হিন্দু কত শত
সগর্ব্বে মর্য্যাদা নিজ জানায় অপরে।
আমি ভাবি, রে কুক্কুর! উচ্ছিষ্টভোজনে
এত স্পর্দ্ধা! হেন বুদ্ধি কে দিল আমারে?
জাগরণে নাহি শান্তি; নিদ্রা যাই যবে
কা'র উষ্ণ শ্বাস যেন পরশে ললাট;
তপ্ত অশ্রু যেন কা'র ঝরে শির'পরে;
কে যেন করুণ কণ্ঠে কহে শ্রুতিমূলে,
তুমিও নিদ্রিত? আমি উঠি চমকিয়া।
অবরুদ্ধ পিতৃদেব। মন্দির হইতে
প্রত্যাগতা, এ সংবাদ শুনিবেন যবে
জননী, কি ব'লে আমি বুঝা'ব তাঁহারে?
ক্লেশভোগী পিতা শুধু মোর আচরণে!
হা ধিক্! কেমনে মায়ে দেখাইব মুখ?
হেরি অশ্রুসিক্তা তাঁ'রে কেমনে রাখিব
ধৈর্য্য আমি? জগদম্বে! বল, মা! আমারে।
আছে দুই পথ। বিজাপুর করি' জয়,
ভাঙ্গি' কারাগার, উদ্ধারিতে পিতৃদেবে;
কিম্বা যবনের পদে আত্ম সমর্পিয়া
করি' মুক্ত, বহি নিজে দাসত্বশৃঙ্খল।
তানাজীর অভিপ্রায় নিজদল ল'য়ে

আক্রমিতে বিজাপুর, বৃথা সে প্রয়াস।
দুর্ভেদ্য প্রাচীর তা'র পরিখা-বেষ্টিত ;
বিরাজে রক্ষকরূপে মালিকী-ময়দান ;*
আর(ও) কত শত তোপ। কি শক্তি মোদের
বপ্রভেদী, মহাবল আগ্নেয়াস্ত্র বিনা
করিতে তা' অধিকার ? হুতাশনমাঝে
পতঙ্গের প্রায় শুধু মাবলীর দল
দিবে প্রাণ ; কার্য্যসিদ্ধি না হইবে কভু।
আছে অন্যপথ মোর আত্মসমর্পণে ;
ভাবিলে তা' দেহ যেন হয় কণ্টকিত ;
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে মর্ম্মদেশ ;
হা বিধাতঃ ! সাধনার এই সিদ্ধি শেষে !
আজন্মবর্দ্ধিত আশা হ'বে উৎপাটিত !
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা, হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপন
হ'বে স্বপ্ন ! তা'ই হ'ক্, রক্ষিব পিতায়।
চিন্তিলা আবার বীর ঃ—"হেন আচরণে,
নাহি জানি, কি ভাবিবে সঙ্গিগণ মোর,
তানাজী, যশাজী দোঁহে ! আহ্বানে আমার
কত মাতা নিজ পুত্রে দেছে পাঠাইয়া ;
কৃষী ত্যজিয়াছে ক্ষেত্র, বৈশ্য ব্যবসায়,
বিপ্র শাস্ত্র-চর্চ্চা ; তা'রা কি ভাবিবে সবে ?
ভাবুক যা'র যা' ইচ্ছা ; কহে শাস্ত্র শুনি,
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা শ্রেষ্ঠ তপ,
পিতার প্রীতিতে হন প্রসন্ন দেবতা ;

* মালিকী-ময়দান সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা স্মরণ করুন।

তুষিব পিতায়, তবে, উপেক্ষি' সকল।"
হেনকালে দ্বারদেশে কঙ্কণের ধ্বনি
হ'ল শ্রুত; সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলা বীর;
বধূসনে কক্ষমাঝে প্রবেশিলা জিজা।
"এ কি শুনি, শিব্বা! রাজা বন্দী বিজাপুরে;
অশ্রুসিক্তা জিজাবাই কহিলা তনয়ে;—
"কি হ'বে উপায়?"
"মাতঃ! ধৈর্য্য ধর তুমি,"
কহিলা শিবাজী;—
"যদি পূজে থাকি তাঁ'রে,
সঙ্কটে দিবেন ত্রাণ সঙ্কটহারিণী।"
কহিলা জিজাই;—
"শিব্বা! জানিস্ ত তুই,
সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা বিনা জলস্পর্শ কভু
না করেন রাজা। বল্, যবন কি তাঁ'র
পূজা-আয়োজন করি দিবে কারাগারে?
না করে যদ্যপি, প্রাণ রহিবে কিরূপে?"
এত বলি নেত্র নিজ লাগিলা মুছিতে।
কহিলা শিবাজী ঃ—
"মাতঃ! বিজাপুরে তাঁ'র
আছে বহুমিত্র, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।
আশা হয়, এ বিপদে না ত্যজিবে তা'রা।"
"কি হ'বে উপায়?"
পুনঃ জিজ্ঞাসিলা জিজা।
"ভাবিতেছি"

আর্দ্রনেত্রে কহিলা শিবাজী ;—
"রক্ষিবারে পিতৃদেবে আত্মসমর্পণ
করিব অচিরে। তুমি দাও অনুমতি।"
ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস জিজা কহিলা কাতরে :—
"কি বলিব, বাছা! আমি ? সর্ব্বসুখী হ'য়ে
দুঃখিনী আমার মত নাহি এ সংসারে।
জনম যাদবকুলে ভারতবিখ্যাত,
পিতা রাজ-রাজ, পতি বীরচূড়ামণি।
কিন্তু ভাগ্যদোষে মোর, জনকের প্রতি
করি কোপ,* পতিদেব ভুলি' এ দাসীরে
বিবাহ করিলা পুনঃ; সেই আদরিণী,
আমি ত্যক্তা, উপেক্ষিতা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা তোর
গুণে, জ্ঞানে নিরুপম মরিল অকালে ;
তোরে মাত্র ল'য়ে প্রাণ রেখেছি সংসারে।
কিন্তু হায়! গ্রহদেব না জানি কি হেতু
সঙ্কটে, বিপদে সদা ডাকি' ল'ন তোরে।
কি বলিব, নাহি বুঝি, হতজ্ঞানা আমি,

---

* সাহজী ও তাঁহার শ্বশুর যাদব রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় :—আহাম্মদনগরে কার্য্যকালে Shahaji occupied the seat of power, placed his late master's two sons on his knees and carried on the administration, all the nobles and officers submitting to him. * * But Jadab Rai, his father-in-law, a commander under the Nizam Shahi, could not bear to see the power and fortune of Shahaji and repined saying : "This man of unknown origin, this runaway from home and kindred, has by forcible demand become related to me. And now he sits on the masnad with the sons of Nizam Shah on his knees and issues orders to me. How can I bear this authority." Professor J. N. Sarkar's Article in the Modern Review, 1907, p. 240.

নাহি দেহে বল, আর পারি না দাঁড়াতে।
দেখ্ ভাবি, রাজা তোর আত্মসমর্পণে
হ'বেন কি সুখী ? নিজে মহাবীর তিনি,
বীরোচিত ব্যবহার চাহেন সুতের।
যে গৌরব, এত দিন, অন্তরে অন্তরে
করিতেন অনুভব বীরত্বে তোমার,
পা'বে লোপ, শুনি তব আত্মসমর্পণ ;
জানিও নিশ্চিত ; আমি কি ক'ব অধিক ?
দূরদর্শী তুমি, বধূ সুদূরদর্শিনী ;
যা' হয় উচিত, স্থির কর দুইজনে।
বউমা ! চলিনু আমি, ধর্ম্মশীলা তুমি
সুচতুরা, কর স্থির কর্ত্তব্য যা' হয়।"

চলি' গেলা জিজাবাই। বিষাদিতা সখী
বসিলা পতির পার্শ্বে ; চাহি' মুখপানে,
কহিলা, চাপিয়া কর, গদগদ ভাষে ঃ—

"কেন নেত্রে অশ্রু, নাথ ! কেন দীর্ঘশ্বাস ?
ধীর, দৃঢ়চেতা তুমি। সাজে কি তোমারে
এ দৌর্ব্বল্য, অশ্রুপাত হীনজনসম ?"

উত্তরিলা বীর ঃ—

"প্রিয়ে ! মাতার নয়নে
নিরখিলে অশ্রু, আমি না পারি রহিতে ;
অনিচ্ছায় নেত্র মোর হয় বাষ্পায়িত।
বল এবে, এ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য মোর।"

বিনয়ে কহিলা সখী ঃ—

"ক্ষুদ্র নারী আমি

নাহি বুঝি রাজনীতি। কি শক্তি আমার
বুঝা'ব তোমারে ? জ্ঞানে বৃহস্পতি তুমি।
তথাপি কহিব, পরে, অভিপ্রায় মোর,
বল অগ্রে, কিবা স্থির করিয়াছ তুমি।"
"করিয়াছি স্থির"
ক্ষোভে কহিলা শিবাজী :—
"রক্ষিবারে পিতৃদেবে আত্মসমর্পণ
করিব অচিরে ; ভাগ্যে থাকুক যা' থাকে।"
"বটে পুত্রোচিত বাণী"
উত্তরিলা সখী :—
"পিতা পূজ্য বন্দী যাঁর, অন্য প্রত্যুত্তর
কি তাঁ'র সম্ভবে ? শুধু এই মাত্র দাসী
চাহে জিজ্ঞাসিতে এবে, রোগনাশ তরে
ঔষধের প্রয়োজন ; ঔষধ যদ্যপি
না পারে দমিতে ব্যাধি কি ফল প্রয়োগে ?
পতিতপাবনী দেবী জহ্নু-দুহিতায়
পূজে মোক্ষ আশে লোক ; কূপোদক সেবি'
কে কবে বাঞ্ছিত ফল লভিয়াছে ভবে ?
ক্রূরতায়, শঠতায় কোন্ বংশ খ্যাত
আদিলসাহীর সম ? শিষ্টাচারে তা'রা
হইবে কি পরিতুষ্ট ? বুঝেছ কি তুমি
পা'বে ক্ষমা, পা'বে সখ্য আত্মসমর্পণে ?
দেখ বিচারিয়া তুমি, বিজাপুর-পতি
আছে জাতক্রোধ তা'র রাজ্য আক্রমণে।
হেরি' নিঃসহায় তোমা' আপনার পুরে

রাখে যদি পিতাপুত্রে এক বন্দিশালে,
কেবা উদ্ধারিবে তবে ? আছে তা'র ভয়,
মুক্ত তুমি যতদিন, সহস্র উপায়ে
সাধিবে অনিষ্ট তা'র ; হয়ত ছাড়িবে
সেই ভয়ে পিতৃদেবে। কিন্তু পারে যদি
বন্দী করিবারে তোমা', যা' ইচ্ছা করিবে।
মুক্ত সিংহ সন্ত্রাসিত করে ব্যাধগণে,
পিঞ্জরে আবদ্ধ যবে কে ডরে তাহারে ?
স্বেচ্ছায় এ ব্যাধ-পাশে প্রবেশিয়া তবে
ফলিবে কি ফল, নাথ ! বুঝাও দাসীরে।"

বিস্মিত শিবাজী ; চাহি' পত্নীমুখপানে
কহিলা :—

"অটল, প্রিয়ে ! বাক্য ভূপতির ;
করে যদি বাক্যদান বিজাপুর-পতি,
লোকলজ্জাধর্ম্মভয়ে না লঙ্ঘিবে কভু।"

উত্তরিলা সখী :—

"নাথ ! ভুলিলে কি তুমি
কতবার সত্যভঙ্গ মুসল্মানগণ
করিয়াছে হিন্দুস্থানে ? মহম্মদ ঘোরী
সন্ধির প্রস্তাব করি' পৃথ্বীরাজ সনে
অতর্কিত আক্রমণে বধিলা তাঁহারে।*

* এ সম্বন্ধে তাজুল মহসির প্রণেতা হাসান নিজামী এইরূপ লিখিয়াছেন :—
The Sultan in order to deceive him and throw him off his guard, replied, 'It is by command of my brother, my sovereign, that I come here and endure trouble and pain ; give me sufficient time that I may despatch an intelligent person to my brother to represent to him an

চিতোরাধিপতি রাণা ভীমসিংহ রায়ে *
প্রবঞ্চিয়া দুষ্ট আলা বন্ধুতার ছলে
রাখিল আবদ্ধ করি'। নাহি কি স্মরণে
দুর্জ্জয় রৈসিনদুর্গে ক্রূরমতি সের,
উল্লঙ্ঘিয়া নিজ সত্য, হিন্দু বীরগণে
সমূলে করিল ধ্বংস ? † শতবার হেন

account of thy power and that I may obtain his permission to conclude a peace with thee * * The leaders of the infidel forces, from this reply, accounted the army of Islam as of little consequence, and without any care or concern fell into the slumber of remissness. That same night the Sultan made his preparations for battle and after the dawn of the morning when the Rajputs had left their camp for the purpose of obeying the calls of nature and for the purpose of performing ablutions, he entered the plain with his rank marshalled. Although the unbelievers were amazed and confounded, still, in the best manner, they stood to fight and sustained a complete overthrow. Khandi Rao (the Gobinda Rao of our author) and a great number besides of the Rais of Hind were killed and Pithora Rai was taken prisoner, within the limits of Sursuti, and put to death.

The Tabakati-Nasiri Foot-note, p. 466.

* "The Rajpoot, unwilling to be outdone in confidence, accompanied the king to the foot of the fortress, amidst many complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned. It was for this that Alla risked his own safety, relying on the superior faith of the Hindu. Here he had an ambush ; Bheem Sing was made prisoner, hurried away to the Tartar Camp and his liberty made dependent on the surrender of Padmini." Tod's History of Rajasthan.

† "The garrison surrendered on terms : but when they had left the fort, the capitulation was declared nill, on the authority of the legal opinion of some Mahomedan lawyers, and the Hindus, who had confided to the faith of their engagement, were attacked and cut to pieces, after a brave resistance. No motive can be discovered for this act of treachery and cruelty. There was no example to make or injury to revenge, and the days of religious fury were long since gone by ; yet there is no action so atrocious in the history of any Mahomedan prince in India, except Tamerlane." Elphinstone's History of India, p. 456.

ভেঙ্গেছে প্রতিজ্ঞা যা'রা, কি বিস্ময়, নাথ !
ভাঙ্গিবে প্রতিজ্ঞা তা'রা শতাধিক বার ?"
আদরে প্রিয়ার মুখ চুম্বি' প্রেমভরে
কহিলা শিবাজী ঃ—
"সখি ! সখী বট তুমি
সম্পদে, বিপদে মোর। কি তৃপ্তি যে আজ
লভিনু বচনে তব না পারি বর্ণিতে।
কিন্তু তব কথা শেষ হয় নাই, সতি !
বল তুমি, আর(ও) যাহা আছে বলিবার।"
আরম্ভিলা পুনঃ সখী ঃ—
"শুধু অবিশ্বাস
নহে একমাত্র বাধা আত্মসমর্পণে।
না হয় যবনপতি রক্ষিলা আপন
প্রতিজ্ঞা, ঘটিল সন্ধি উভয়ের মাঝে।
কিন্তু তুমি পারিবে কি ত্যজিবারে তব
প্রকৃতি আজন্মসিদ্ধ ?* পারিবে ভুলিতে

* শিবাজীর আজন্মসিদ্ধ প্রকৃতি সম্বন্ধে চিট্‌নিস বখরে এইরূপ উক্তি দেখা যায় :—I feel a loathing to salute them (the Yavanas). They commit evil deeds like cowslaughter. It is wrong to witness any slight on religion and the Brahmans. Cows are slaughtered as we pass by the roads. It pains me and I feel inclined to cut off the head of the offender.

S. N. Sin's Life of Siva Chatrapati, p. 160.

সভাসদ্ বখরেও তাঁহার নিম্নলিখিত ব্যবহারের উল্লেখ আছে :—

"One day when Sivaji Moharaj was going in the train of the Raja (his Father) he heard the lowing of a cow that was being slaughtered in a butcher's house. Sivaji had the butcher arrested and caned by his men. The cow was released and its price was put into the butcher's hand."

Ibid pp. 157-58.

শিবাজীর বয়স্ এই সময় অষ্টম বর্ষ মাত্র ছিল।

কহিলা যা' বৃদ্ধ দাদা অন্তিম সময়ে
ডাকি' তোমা শয্যাপার্শ্বে ?* ক্ষত্র হ'য়ে তুমি
আহতের আর্ত্তনাদ, ব্যথিতের ব্যথা
পারিবে কি ভুলিবারে ? ভুল যদি তুমি,
ভুলিবে কি মুসল্মান প্রকৃতি তাহার—
গোহত্যা, প্রতিমাধ্বংস ? তবে তা'র সনে
সন্ধিপত্র, সখ্য তব কতক্ষণ র'বে ?"
এত বলি' উঠি' সতী পূজাগৃহ হ'তে
সুসজ্জিত পুষ্পমাল্যে আনি' চিত্র এক,
অর্পিয়া পতির করে, কহিলা আদরে :—
"হের, নাথ ! হের তব লীলা কৈশোরের।
বিজাপুর-সভা এই ; যবন-ভূপতি
বসি' অই সিংহাসনে। ঘিরি' চারিদিকে
বসিয়াছে পাত্র, মিত্র, সামন্ত, সৈনিক।
তা' সবার মাঝে দৃপ্ত সিংহশিশুসম
বসি' বীরাসনে তুমি। † বিজাপুরপতি

---

* দাদাজী কোণ্ডদেও মৃত্যুকালে শিবাজীকে গো, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-লেখক Grant Duff তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—Just before his death, he sent for Sivaji. * * he advised him to prosecute his plans of independence ; to protect Brahmins, Kine and Cultivators ; to preserve the temples of the Hindoos from violation ; and to follow the fortune that lay before him. Vol. I, p. 106.

† তৃতীয় সর্গের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সখারাম গণেশ দেউস্কর এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"একদিন শিবাজী পিতার সহিত সুল্তানের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সুল্তানকে তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে হাঁটু পাতিয়া অথবা অন্য কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া নির্ভীকচিত্তে বীরাসনে উপবেশন করিলেন। সুল্তান দশমবর্ষবয়স্ক বালকের এইরূপ সাহস, তেজস্বিতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।
সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

হেরি'ছেন সবিস্ময়ে। পূজ্য পিতৃদেব,
হর্ষ-চিন্তা-ভয়-লজ্জা-অঙ্কিত বদনে,
র'হেছেন দাঁড়াইয়া। বদনে তোমার
কি যেন অব্যক্ত গর্ব্ব হই'ছে বাহির ;
নাহি চিন্তা-ভয়-মাত্র।* আদেশে আমার
আঁকিয়াছে রাজশিল্পী চিত্রপট এই।
নিত্য নিত্য এই চিত্র পূজে এ কিঙ্করী ;
নিত্য গরবিণী দাসী এ চিত্র নিরখি'।
ভাবি' তবে দেখ তুমি, যবনের পদে
আত্মসমর্পণে তব অধীনীর প্রাণে
কি সন্তাপ, কি বেদনা জাগিবে, নৃমণি !"
"নারী দাসী ; নারী-প্রাণে উঠে যে বাসনা,
কহে সে পতির পদে। আদরে তোমার
আদরিণী এ কিঙ্করী, চাহে কহিবারে,
ক্ষমিও প্রাণেশ তুমি, কি বাসনা তা'র।
কিশোর বয়স যবে, বিবাহের পরে,
লইয়া সঙ্গিনী-বৃন্দে, একাদশীদিনে
যাইতাম দেবালয়ে, শুনিবারে সেথা
মধুর পুরাণ-কথা। গাইতেন কবি,
জনমদুঃখিনী দেবী জনকনন্দিনী
কেমনে পবনপুত্রে অভিজ্ঞানমণি

---

* শিব-দিগ্বিজয়ে ইহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় :—When he (Sivaji) went to the palace with the Raja, his father, the latter made his obeisance by touching the earth with his hand. He should have paid his respects in a similar manner after his father, but he sat in the court without doing so.
Translated by Prof. Surendra Nath Sen M. A., P. R. S.

সঁপিয়া কহিলা তাঁ'য় ;—'যাও, বীরবর !
কহিও প্রাণেশে মোর, সর্ব্বংসহাসুতা
নহে অসহিষ্ণু সীতা ; জপি' রামনাম
সহস্র বৎসর সীতা পারিবে সহিতে
কারাক্লেশ, নিপীড়ন। কিন্তু তব পদে
এই নিবেদন তা'র ;—রঘুরাজ-বধূ,
হে বীরেন্দ্র ! চোরবেশে আনিল যে হরি',
হৃদয়শোণিতে তা'র না তর্পি' মহীরে
উচিত কি তব এই অশ্রু-বিসর্জ্জন,
রঘুকুল-চূড়া তুমি ?' আবার কখন
সারঙ্গে তুলিয়া তান গাইতেন কবি ;—
রাজসূয়যজ্ঞশেষে রাজা যুধিষ্ঠির,
দ্বিতীয় বাসবসম, বসিলা কেমনে
রত্নসিংহাসন 'পরে। দ্বিজগণ মিলি'
কেহ তীর্থোদক শিরে করিলা সেচন ;
আশিসিলা কেহ ধান্যদূর্ব্বাপুষ্পদানে।
যজ্ঞীয় বিভূতি, ঘৃত-মধু-সংমিশ্রিত,
ল'য়ে কেহ রাজটীকা দিলেন ললাটে।
উল্লাসে সহস্র কণ্ঠে উঠি' জয়ধ্বনি
মুখর করিল দেশ। ভাবিতাম শুনি,'
হে বিধাতঃ ! হেন দিন অধীনীর ভালে
আসিবে কি, বল, কভু ? প্রাণেশ আমার
ছত্রপতিরূপে এই মহারাষ্ট্র-ভূমে
বসিবেন সিংহাসনে ? কৈশোরের আশা
এবে অঙ্কুরিতা, নাথ ! না ফলিতে ফল,

অকাল নিদাঘ-তাপে যা'বে কি শুকায়ে ?
রাজ্ঞী-পদলাভে নহে উৎসুকা অধীনী ;
কিঙ্করী তোমার চির রহিবে কিঙ্করী ;
কি গৌরব তা'র হ'তে ? কিন্তু প্রাণ তা'র
চাহে নিরখিতে তোমা' রাজসিংহাসনে
অধিষ্ঠিত ছত্রতলে। হয়ত সেদিন
না হেরিবে নেত্রে দাসী ; তবু চিন্তা তা'র
আনন্দে, গৌরবে প্রাণ করে প্রপূরিত।"
নির্ব্বাক্ শিবাজী ; নেত্র নিমেষবিহীন
রহিল আবদ্ধ তেজো-গর্ব্ব-বিমণ্ডিত
প্রিয়ার বদন পানে। কহিলেন সতী :—
"বন্দী পূজ্য পিতৃদেব ! উদ্ধারিতে তাঁ'রে
কর অন্য সদুপায়। কিন্তু ভীরুসম
আত্মসমর্পণ কভু না সাজে তোমারে।
বজ্রনাদে পশুরাজ করে প্রতিধ্বনি ;
লুকায় বিবরে ফেরু ; যা'র ধর্ম্ম যেবা।
সম্মুখ-সমরে মোরা বিজাপুর সনে
নহি সমতুল্য যদি ; আগ্নেয়াস্ত্র-বলে
সুল্‌তান যদ্যপি শ্রেষ্ঠ ; গুপ্ত আক্রমণে
কর তাঁ'য় উপদ্রুত ; খাদ্য, অর্থ লুঠি',
কর তাঁ'য় হীনবল। কিম্বা দেখ ভাবি',
বাহুবল মাত্র নহে সমর-বিজয়ে
এক অবলম্ব্য পথ। আছে রাজনীতি
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার। দেখ বিচারিয়া
অন্য পথ ; নহে শ্রেয় আত্মসমর্পণ।"

"কি আর বলিব আমি? ভুলনা, প্রাণেশ!
কোটী অনিমেষ আঁখি চাহি' তোমা পানে;
দেব, দ্বিজ, ধেনু ডাকে পরিত্রাণ তরে;
ভুলনা তাঁ' সবে তুমি। স্মরিবে যখন
বন্দী পূজ্য পিতৃদেব, স্মরিও অমনি
বন্দী মাতৃভূমি তব যবনের করে।"
নীরব হইলা সতী। রোমাঞ্চিত বীর,
ধরিয়া প্রিয়ার কর, কহিলা আদরে :—
"প্রসন্না ভবানী আজ দেহে তব, সতি!
হ'য়ে আবির্ভূতা শিক্ষা দিলেন আমারে;
লভিনু ইঙ্গিত, উদ্ধারিতে পিতৃদেবে।
দিল্লীশ্বর সাজাহানে জানাইব আমি
সুল্‌তানের ব্যবহার; উপরোধ মোর
না ঠেলিবে কদাচিৎ মোগলসম্রাট্;
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার হইবে নিশ্চিত।
সত্য, ভাগ্যবান্ আমি; কা'র হেন গুরু,
হেন মাতা, হেন পত্নী কা'র এ সংসারে।*

---

* সখীবাইএর ব্যবহার সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ্ এইরূপ লিখিয়াছেন :—Shivaji, when he heard of the imprisonment and danger which threatened his father, is said to have entertained thoughts of submitting: but if he ever seriously intended to adopt such a plan, it was overruled by the opinion of his wife Suhyee-Bye who represented that he had better chance of effecting Shahajee's liberty by maintaining his present power than by trusting to the mercy of a government notoriously treacherous. Vol. I, p. 115. শিবাজী সাজাহানের (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে তৎপুত্র মুরাদের) মধ্যবর্ত্তিতায় কিরূপে পিতার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত।

অষ্টম সর্গ।

নবীন বসন্তাগমে ইন্দ্রায়ণীতীর
কি স্নিগ্ধ-শ্যামল মূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ !
নব দূর্ব্বাদলে, নবোদ্ভিন্ন কিশলয়ে
শ্যাম নদীতট, শ্যাম তরুলতাদল।
রসাল-মঞ্জরী হ'তে ক্ষরে মধুধারা,
কোকিল-কাকলী করে মধুবরষণ,
সমীর বিতরে মধু, মধু চন্দ্রালোকে ;
মধু মৃদঙ্গের রবে, বীণার ঝঙ্কারে।
আপন কুটীরে বসি', শিষ্যবৃন্দ সনে,
মধুর কীর্ত্তনরসে মগ্ন তুকারাম ;
ঝরে নেত্রে প্রেমধারা। হেন কালে তথা
আসি' রাজদূত এক, পত্র দিয়া করে,
জানাইল সবিনয়ে ঃ—

"মহারাষ্ট্রপতি
শিবাজী, প্রশংসা তব করিয়া শ্রবণ
ব্যাকুল দর্শন তরে। আদেশে তাঁহার
ছত্র, অশ্ব, পরিচ্ছদ আনিয়াছি সাথে।
চাতক যেমতি রহে হেরিতে জলদে,
তেমতি আছেন বীর। দরশনদানে
কৃতার্থ করুন তাঁরে ;—এই নিবেদন।"

সম্ভ্রমে কহিলা তুকা ঃ—

"দীন হীন আমি,
কানন-কুটীরবাসী, নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান,

মহামূর্খ, নিরক্ষর। দু' একটী কথা
যা' বলান পাণ্ডুরঙ্গ, তাই মাত্র বলি ;
রাজসভা-প্রবেশের যোগ্য নহি আমি।
ফিরি' তুমি যাও, দূত! কহ গিয়া তাঁ'রে,
দূর হ'তে তুকা তা'র ইষ্টদেবপদে
মাগিবে কুশল তাঁ'র ; কিন্তু না পারিবে
সমীপে যাইতে কভু। মর্ত্ত্য হ'তে লোক
হেরি' দিবাকরে, করে অর্ঘ্যদান তাঁ'রে ;
কিন্তু সমীপস্থ হ'তে করে কি সাহস ?"
উত্তরিলা শুনি' দূত ঃ—
"সত্য, রাজা তিনি,
কিন্তু চিত্তে দীন হীন কাঙ্গালের মত।
সঙ্কীর্ত্তন শুনি' তব বিঠোবা-মন্দিরে
আছেন বিমুগ্ধ ; এই বাঞ্ছা মনে তাঁ'র,
ল'য়ে সভামাঝে তোমা' আদরে, গৌরবে
করিবেন সম্বর্দ্ধনা।"
চমকিত তুকা ;
জিজ্ঞাসিলা ঃ—
"কি বলিলে ? কি বলিলে, দূত!
পাপী আমি, সম্বর্দ্ধনা মোর সভামাঝে ?
গুণী, জ্ঞানী কত জন আছেন তথায়,
উপেক্ষিয়া তাঁ' সবায় মোরে সমাদর ?
নহে সমুচিত কভু। অশ্বত্থে ত্যজিয়া
কি ফল সলিল ঢালি' পর্কটীর মূলে ?
যাও তুমি, হেন কথা কহিও না আর।

যেমন আছেন তিনি, থাকুন তেমন,
আমিও যেমন আছি, রহি সেইরূপ।"

পুনঃ নিবেদিল দূত ঃ—
"নিতান্ত যদ্যপি
গমনে অনিচ্ছা তব, আশীর্ব্বাদ-লিপি
দি'ন তাঁরে লিখি' এক ; যা'ব সঙ্গে ল'য়ে।"

শিষ্য রামেশ্বরে * ডাকি' কহিলেন তুকা ;
"দ্বিজবর ! কহি যাহা, লিপিবদ্ধ করি'
পাঠান দূতের সাথে। রাজপুত্র তিনি
প্রেমিক, অবজ্ঞা তাঁরে না হ'বে উচিত।"

এত বলি তুকারাম লাগিলা কহিতে,
অভঙ্গ, লিখিলা যত্নে ভট্ট রামেশ্বর।

"বিশ্বস্রষ্টা, এ সংসার করিয়া সৃজন,
ক'রেছেন আপনার লীলা প্রকটন।
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়,
ধর্ম্মজ্ঞ, চতুর তুমি, সাধু, সদাশয়।
গুরুর চরণে তব আছে স্থিরমতি,
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি।
সুপবিত্র শিবনাম সার্থক তোমাতে,
প্রজাদের ভাগ্যসূত্র ধৃত তব হাতে।
ধ্যান, যোগ, ব্রত আর জপ, আরাধন
করিয়াছে মুক্ত তব সংসার-বন্ধন।

* রামেশ্বর ভট্ট তৎকালের একজন রাজপূজ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রথমে তুকারামের মতের ঘোর প্রতিবাদকারী ছিলেন এবং তাঁহাকে বহু নিপীড়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তুকারামের একজন পরম অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কথিত কবিতা লিপিবদ্ধ করিতেন। তুকারাম ভগবৎ-কৃপায় এরূপ দুর্ল্লভ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

দেখিতে আমায় তব আছে অভিলাষ,
পত্র মাঝে তুমি তাহা ক'রেছ প্রকাশ।
কিন্তু নিবেদন মোর শুন, নরবর!
দিতেছি পত্রের তব এই সদুত্তর।

কাননিবাসী আমি, উদাসীন বেশে,
বাসনাবিহীন হ'য়ে, ভ্রমি দেশে দেশে।
বস্ত্রবিনা-ধূলিময়, অতি কদাকার,
শীর্ণদেহ, করি নিত্য ফলমূলাহার।
শুষ্ক কর, পদ, সদা বিকট মূরতি,
না হ'বে দেখিলে মোরে প্রীত তব মতি।
বন্ধুভাবে এই আমি করি নিবেদন,
মোরে দেখিবার কথা তুলো না এখন।
যা'ব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল।
সর্ব্ব-অন্তর্যামী দেব তোমারে সদয়,
তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয়।
তা' না হ'লে বিঠ্‌ঠলের সেবক যে জন
কৃপার ভিখারী সে কি হয় কদাচন?
রক্ষক, পালক মোর প্রভু ভগবান্,
কেবা আছে এ জগতে তাঁহার সমান।
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি, ছিল যত অভিলাষ।
ত্যজিয়া বিষয়-সাধ, সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম।
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্‌ঠলের তরে।
কিছু নাহি হেরি ভবে বিনা নারায়ণ,
তোমারেও তাঁ'র মাঝে করি দরশন।

ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্‌ঠল বলিয়া,
তবে কেন হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া?
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁ'র,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার।
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁ'র প্রতি ভক্তি তব কিসে র'বে, হায়?*

তুকা বলে, শুন, ওগো বুদ্ধির সাগর!
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর।
মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধানাশ;
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ত্যক্ত বাস।
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন;
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ।
পর-অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে?
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় ভোগ-অভিলাষে।
সম্মানপ্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়,
কিন্তু, বল, শান্তি কভু মিলে কি তথায়?
সমাদর পায় সেথা ধনবান্ জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মিলে কখন।
বেশ, ভূষা, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে
মৃত্যুসম বিভীষণ জ্ঞান হয় মনে।
হয়ত এ সব কথা করিয়া শ্রবণ
অপ্রীত আমার প্রতি হ'বে তব মন।
কিন্তু আমি জানি ভাল, অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হ'বেন তিনি।

* ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বশালী শিষ্য পাইলে অনেক গুরু কৃতার্থ হন। কিন্তু তুকারাম এরূপ নিস্পৃহ ছিলেন যে, পাছে শিবাজী রামদাস স্বামী অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন, এই আশঙ্কায় এরূপ বলিয়াছিলেন।

গরীয়ান্ সেই জন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যা'র।
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সে ত নীচের সমান।
তুকা বলে, ধনিজন! তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির-ভাগ্যবান্।
এই মহাযোগ সদা সাধিও যতনে,
শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে।
যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার,
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার।
তোমার অধীন যদি থাকে খলজন,
বচনে তা'দের কভু নাহি দিও মন।
গুণী কেবা, রাজ্য তব কেবা রক্ষা করে,
বিচার করিয়া সদা দেখিও অন্তরে।
সকলি ত বুঝ; আমি কি শিখা'ব নীত,
অনাথ, দুর্ব্বলে ত্যাগ নহে রাজোচিত।
শুনিলে এ গুণ তব প্রীতি পা'ব মনে,
কাজ নাই, বীরবর, বৃথা দরশনে।
সাক্ষাতে না হ'বে এবে কোন ফলোদয়,
বৃথা কাজে দিন মাত্র হবে অপব্যয়।
দু' একটী কাজ যাহা ভাল বুঝি মনে,
হ'ক ভ্রম, তাই ল'য়ে রহিব যতনে।
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ,
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ।
আত্মারামে চিত্ত সদা স্থাপন করিবে,
গুরু রামদাসে নিজ আত্মায় হেরিবে।
মানব-জনম তব ধন্য, নরপতি!
তোমার গৌরবে আজ পূর্ণ বসুমতী।"

চলি’ গেলা রাজদূত। লভি’ নিমন্ত্রণ,
কীর্ত্তন, ভজন তরে, ভক্ত তুকারাম
চলিলেন লোহগ্রামে। * তৃতীয় দিবসে
নিরখিলা সবিস্ময়ে লোহগ্রামবাসী
সুরূপ, বলিষ্ঠ এক অজ্ঞাত যুবক
প্রভাতে কীর্ত্তন-ক্ষেত্র সম্মার্জ্জনী করে
করিছে মার্জ্জন। পুনঃ সন্ধ্যা-সমাগমে,
কুম্ভ ল’য়ে স্কন্ধে, জল আনি’ সযতনে
তুলসীর মূলে মূলে করিছে সেচন।
এইরূপে প্রতিদিন সেবা করে যুবা;
সঙ্কীর্ত্তনকালে বসি’ সবার পশ্চাতে
শুনে গীত, একমনে; নেত্রে বহে ধারা।
কখনও নিশীথে আসি’ তুকারাম সনে
কহে নানা কথা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, সদাচার;
দিবসে চলিয়া যায় নির্জ্জন প্রদেশে।
কে যে এই যুবা কেহ না পারে বুঝিতে,
কিন্তু প্রেম হেরি’ তা’র বিমোহিত সবে।
একদিন গ্রামবাসী শুনিলা বিস্ময়ে,
আসিছেন রাজমাতা পুত্র-অন্বেষণে।
পুলকিত সর্ব্বজন বুঝিল অন্তরে,
অজ্ঞাত যুবক এই বীরেন্দ্র শিবাজী,

* তুকারাম ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরবর্ত্তী দেহগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহ পুণার আটক্রোশ পশ্চিমোত্তর অংশে অবস্থিত। দেহর অদূরবর্ত্তী লোহগ্রামবাসিগণের ধর্ম্মানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তুকারাম অনেক সময় তথায় কীর্ত্তন ও কথকতা করিতেন। লোহগ্রামে শিবাজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মহীপতি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর আরও অনেক স্থলে উভয়ের মিলন হইয়াছিল।

ত্রস্ত অস্ত্রবলে যাঁ'র বিজাপুরপতি।
যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করি'
লইলা রাজ্ঞীরে সবে। সন্ধ্যা-সমাগমে
বসি' যথা তুকারাম, আসি' জিজাবাই,
বিছা'য়ে অঞ্চল, ভূমে পড়ি' দণ্ডবৎ,
নিবেদিলা সবিনয়ে ঃ—
"হে সাধু-প্রবর!
একমাত্র পুত্র মোর, অঞ্চলের ধন,
সঙ্কীর্ত্তনে, উপদেশ-বচনে তোমার
মুগ্ধ হ'য়ে, রাজধর্ম্ম গিয়াছে ভুলিয়া;
ত্যজিয়াছে আত্মজন, ভোগ, পরিচ্ছদ,
ভ্রমিতেছে বনে বনে উদাসীনপ্রায়।
নহে এ বৈরাগ্যব্রত উপযুক্ত তা'র,
বালক সে, পুত্র, কন্যা জন্মে নাই আজ(ও),
ত্যজে সে সংসার যদি, বংশস্থিতি মোর
রহিবে কেমনে, তুমি দেখ বিচারিয়া।
উপদেশদানে তা'রে ফিরাও সংসারে;
কর্ম্মে ধর্ম্ম, কর্ম্মে মুক্তি কর শিক্ষাদান;
দুঃখিনীর এই ভিক্ষা তোমার চরণে।"
ব্যথিত হইলা তুকা; কহিলেন ঃ—
"মাতঃ!
ত্যজিতে সংসার আমি কহি নাই তা'রে।
স্বেচ্ছায় সে রাজভোগ করি' পরিহার
আসিয়াছে মোর কাছে। যাঁহার বিধানে
শাক্যসিংহ, ত্যজি রাজ্য, পত্নী, পুত্র সবে,

গিরিগুহা, তরুতল করিলা আশ্রয়,
তিনিই পুত্রের তব চিত্তপ্রণোদক।
নহে গৃহত্যাগ তা'র অভিপ্রেত মোর ;
জানি আমি, ঔদাসীন্যে, বৈরাগ্যে তাহার
শুধু তব গৃহ নয়, মহারাষ্ট্র-ভূমি
হ'বে শূন্য, সূর্য্যহীন আকাশ যেমতি।
ত্যজ চিন্তা, ত্যজ ভয় ; সঙ্কীর্ত্তন-কালে
আসিবে যখন শিব, বুঝাইব তা'রে।"

সমাগত সন্ধ্যা ; লোক কীর্ত্তন-শ্রবণে
বসিল আনন্দে সবে। মৃদঙ্গের ধ্বনি
গম্ভীর জলদমন্দ্রে পূরিল মন্দির ;
বাজিল মন্দিরা, বীণা ; গাইলেন তুকা ঃ—

"হরি! তুমি মম মাতা, তুমি মম পিতা হে!
সুহৃদ সখা তুমি, তুমি মম ধন, জন,
প্রাণরমণ তুমি, শান্তিসদন হে ॥
আপন বলিতে মম তোমা' বিনা কেহ নাই,
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে ॥
ত্রিভুবন পূর্ণ করি' রহিয়াছ তুমি, হরি!
তব দরশন বিনা বৃথা এ জনম হে ॥
তব গুণ যে রসনা কভু না করে ঘোষণা
বিনাশ মঙ্গল তা'র কি ফল রহিয়া হে ॥
যথা তব অধিষ্ঠান সেই পুণ্য তীর্থস্থান
না ভ্রমিল যদি পদ, কি ফল তাহায় হে ॥
সব সুখ ত্যাজ্য করি তব শ্রীচরণে, হরি!
তনু, মন, প্রাণ মম করেছি অর্পণ হে ॥
বিনা তব গুণগাথা অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু না চাহি শুনিতে হে ॥

এ বিষম ভবনদী তরিতে বাসনা যদি
এস সবে, সে চরণে লইগে শরণ হে ॥*

মোহিত শিবাজী ; ধারা বহে দু'নয়নে,
আলিঙ্গিলা তুকারামে। কহিলেন তুকা :—
"রাজপুত্র ! এই প্রেম, এই ভক্তি তব,
দুর্ল্লভ যা' মর্ত্ত্যলোকে, কর নিয়োজিত,
কায়মনোবাক্যে, সেই প্রভুর সেবায়,
সর্ব্বকর্ম্মাধীশ যিনি। কর্ম্মত্যাগে কভু
নাহি মিলে মুক্তি ; মুক্তি কর্ম্মফলত্যাগে।
যা'র যা' বিহিত কর্ম্ম জ্ঞানী ঋষিগণ
নির্দ্দেশিলা শাস্ত্রমাঝে। স্বেচ্ছায় যদ্যপি
ত্যজে শাস্ত্রমার্গ নর,, ঘটে অমঙ্গল।
কেন কর্ম্মহীন হ'য়ে পর্ব্বতে, কান্তারে
চাহ ভ্রমিবারে তুমি ? বিস্মৃত কি হেতু
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব ? কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
দুষ্টে দণ্ডদান, ন্যায়ে শিষ্টের পালন।
ভোগসুখান্বেষী যথা ইন্দ্রিয়জ ভোগে
লভে তৃপ্তি, ধর্ম্মশীল নৃপগণ তথা
হেরি' সুখী প্রজাগণে লভেন সন্তোষ।
রক্ষা করি' ন্যায়, নীতি প্রকৃতি-রঞ্জন
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। রাজগণ যদি
অনিষ্ঠুর, সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান্ জীবে,
প্রজার কল্যাণধ্যায়ী, আপনি শ্রীহরি

---

* তুকারামের এই উপলক্ষ্যে কীর্ত্তিত অভঙ্গের মর্ম্মানুবাদ অবলম্বনে রচিত। তাঁহার লিখিত লিপি এবং প্রদত্ত উপদেশও, যতদূর সম্ভবপর, মহারাষ্ট্রীয় মূল হইতে কবিতায় বিবৃত হইয়াছে।

দেখা দেন তাঁ' সবায় ; অরণ্য-আশ্রয়ে
নাহি হয় প্রয়োজন ; ব্যর্থ এ প্রয়াস।
"এই উপদেশ মোর রাখিও স্মরণে,
বৈরাগ্যের কাল কা'রও এ ভারতভূমে
আসে নাই। কোটী কোটী নর, নারী, যথা,
অজ্ঞতায়, হীনতায়, আকণ্ঠমগন,
করে আর্ত্তনাদ, তথা প্রাণ আছে যা'র
সে কি র'বে কর্ম্মহীন ? আছে প্রয়োজন
কর্ম্মফলত্যাগী, বটে, সন্ন্যাসীর হেথা।
কৃষক সন্ন্যাসী চাহি, সন্ন্যাসী ভূপতি,
সচিব, সৈনিক, শ্রেষ্ঠী, শাস্ত্রব্যবসায়ী
সন্ন্যাসী সবার মাঝে ; অর্পি' কর্ম্মফল
নারায়ণে, যেন সবে সাধে লোকহিত।
কি আর অধিক ক'ব ? জ্ঞানী, প্রেমী তুমি,
আছে বহু কর্ম্ম তব ; বৈরাগ্যে তোমার
হ'বে শূন্য, মরুময় মহারাষ্ট্র-ভূমি ;
পৌরুষ, সাহস, শৌর্য্য হ'বে অন্তর্হিত ;
দাস্য, দৈন্য, দুঃখ মাত্র রহিবে কেবল।
সমগ্র মারাঠা-দেহে প্রাণরূপা তুমি,
পূজায় মঙ্গলঘট। উপস্থিতা মাতা,
হইবে কল্যাণ, গৃহে যাও তাঁ'র সনে।"
সন্তুষ্ট শিবাজী ; আনি' উপচার নানা—
ভোজ্য, বস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা, পাত্র পূর্ণ করি'
রাখিলা সম্মুখে তাঁ'র। বিতরিলা তুকা,
কণামাত্র না রাখিয়া আপনার তরে,

সমাগত দীনে, দ্বিজে। বিস্মিত শিবাজী
কহিলেন ঃ—
"সাধুবর! তৃষাতুর আমি
কীর্ত্তন শ্রবণে তব। যথায় যখন
হইবে উৎসব, বার্ত্তা প্রেরিবেন মোরে।" *
"তথাস্তু" কহিলা তুকা। আনন্দিতা জিজা
অঞ্চলের ধন লয়ে ফিরিলা ভবনে। †

* তুকারামের কীর্ত্তন ও কথকতা শ্রবণের জন্য শিবাজী শত্রুসঙ্কুল দুরপথ পর্য্যটন করিয়াও উপস্থিত হইতেন, মহীপতির গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। কখন কখনও এজন্য তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হইত; কিন্তু বিঠোবার কৃপায় তিনি সর্ব্বত্র নিষ্কৃতি লাভ করিতেন।

† এই সর্গে বর্ণিত বিষয় যাঁহারা আরও সবিস্তার জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকারের রচিত তুকারামের জীবনচরিত্র নবম অধ্যায় পাঠ করিতে বলি।

নবম সর্গ।

প্রতাপগড়ের দুর্গে ভবানী-মণ্ডপে
উপবিষ্টা সখীবাই ; কৌষেয়-বসনা,
স্নানান্তে বিমুক্তবেণী ; সপত্নী স্বয়রা
উপবিষ্টা পার্শ্বদেশে ; রজত-আধারে
পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, অক্ষত, চন্দন,
সিন্দূর, লোহিতবাস, ধূপ, দীপ, ঘৃত
রাখি'ছেন গুছাইয়া। বদনকমল
ঈষৎ মলিন, চিন্তামেঘ-সমাবৃত।
মহাকার্য্যে ব্রতী পতি সঙ্কট-সঙ্কুল,
সুসংযতা, তাই, সতী আপনার করে
করি'ছেন আয়োজন পূজাদ্রব্য যত।
রাখিলেন এক দিকে জবা শতাষ্টক,
সহস্র ত্রিদল বিল্বপত্র অন্যদিকে ;
ধৌত করি' পূতজলে আতপ তণ্ডুল
গড়িলা নৈবেদ্য ; কাটি' ফল, মূল নানা
শর্করা, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, মধু সনে
রাখিলেন পাত্রে, পাত্রে। লোহিত চন্দন
ঘষি' শিলাপট্টে যত্নে রাখিলেন সতী।
পূর্ণ আয়োজন ক্রমে ; ক্লান্ত হ'ল দেহ,
ছাড়ি' শ্বাস, চাহিলেন সপত্নীর পানে।

কহিলা স্বয়রা :—

"দিদি ! ধন্যা নারী তুমি ;
পূজা, যজ্ঞে, ব্রতে নিত্য সঙ্গিনী রাজার ;

সর্ব্ব কার্য্যে তোমারেই ডাকেন শাশুড়ী।"
হাসিয়া কহিলা সখী :—
"সর্ব্ব কার্য্যে নয় ;
শ্রান্ত রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশেন যবে,
কাহারে ডাকেন মাতা ? বুঝেন ত তিনি,
অর্দ্ধপক্ক কেশ যা'র, কপোলে কালিমা,
সে কি পারে রাজশ্রান্তি করিবারে দূর !
কমল-কোমল তনু, ইন্দীবর-আঁখি,
শারদ-সুধাংশু-দ্যুতি ঝরে অঙ্গে যা'র,
সে যদি ব্যজনী ল'য়ে না বসে সমীপে,
কিসে হ'বে ঘর্ম্ম-দূর ? কেন, দিদি ! বল,
সর্ব্বকার্য্যে আমারেই ডাকেন শাশুড়ী।"
"মানিলাম পরাজয় ;"
কহিলা স্বয়রা :—
"কোথায় যা'বেন রাজা, কেন এই পূজা ?
প্রবাসে যাইতে তাঁ'রে কেন দাও, দিদি ?"
"আছে ক্রোধ, হেরি' তাঁ'র"
উত্তরিলা সখী :—
"সমধিক প্রেম তুষ্ট স্বয়রার প্রতি।
ভাবি মনে, হ'ক শিক্ষা বিরহ-ব্যথায়
উভয়ের, তাই আমি না করি বারণ।"
"কৌতুক তোমার, দিদি ! সকল কথায়,"
কহিলা স্বয়রা :—
"এবে সত্য বল তুমি,
কোথায় যা'বেন রাজা, কেন এই পূজা।"

কহিলেন সখীবাই ঃ—

"শুনেছ ত, বোন!

বিজাপুর সনে আছে বিবাদ মোদের,
দীর্ঘকাল হ'তে; যুদ্ধ চলি'ছে নিয়ত।
পুণাবাসী শ্রেষ্ঠী এক, হ'ল অল্প দিন,
গিয়াছিল বিজাপুরে, এসেছে শুনিয়া
বিপুল বাহিনী ল'য়ে সেনাপতি তা'র
পুণা আক্রমণ তরে হয়েছে বাহির।
অশ্ব, গজ, পদাতিক, বন্দুক, কামান
আনিতেছে সঙ্গে বহু, করিয়াছে পণ
রাজারে করিবে বন্দী। হেথা দূত এক
সন্ধির প্রস্তাব ল'য়ে হ'য়েছে আগত;
তর্কের মীমাংসা চায় নির্জ্জন সাক্ষাতে।
সন্দিগ্ধা জননী, রাজা নিজে সন্দিহান;
আজ্ঞা যদি সুল্‌তানের যুদ্ধ করিবারে,
কেন সেনাপতি করে সন্ধির প্রস্তাব?
কেন বা করিতে চাহে নির্জ্জন সাক্ষাৎ?
ব'লেছেন তাই মাতা; থেকো সাবধানে,
যুদ্ধ, সন্ধি, যা'ই হ'ক। সাক্ষাতে যদ্যপি
থাকে প্রয়োজন, তবে, গ্রহশান্তিতরে,
যেও পূজা সমাপিয়া।' আজ শুভদিন,
পুণ্যতিথি, ভূপতির শুদ্ধ চন্দ্র, তারা;
তাই হ'বে পূজা; তা'রি এই আয়োজন।"

কহিলা স্বয়রা ঃ—

"দিদি! বল দেখি তুমি,

রাজকার্য্য হয় না কি বিনা রক্তপাতে ?
হাসিওনা তুমি ; রাজা যুদ্ধে যা'ন যবে,
ভাবনায় কাটে দিন ; সদা ভাবি মনে,
কি জানি, কি ঘটে, পাছে।' আমাদের(ই) মত
আরো কত নারী, দিদি ! ভাবে কত গৃহে।
রণক্ষেত্র হ'তে রাজা ফিরেন যখন,
বহে রক্তস্রোত দেহে, হেরি' ফাটে বুক।
না হয় না হ'বে রাজ্যবৃদ্ধি আমাদের,
আছে যাহা, তা'ই ল'য়ে রহি শান্তি-সুখে।
এস, মোরা, সবে মিলি, বুঝাই রাজারে,
ছাড়ি' যুদ্ধ, রাজ্য নিজ করুন পালন।
ভোগ-সুখে চিত্ত হেন অনাসক্ত যাঁ'র,
রাজ্য-বৃদ্ধি করি তাঁ'র কিবা প্রয়োজন ?"
"শুন বোন !"
স্নেহভরে উত্তরিলা সখী :—
রাজ্যবৃদ্ধি তরে রাজা নহেন ব্যাকুল।
সন্ন্যাস সঙ্কল্প যাঁ'র, ভোগত্যাগী যিনি,
কিবা প্রয়োজন তাঁ'র ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে ? *
তবে যে শোণিতপাত করেন আপন,
সে কেবল দেশ, ধর্ম্ম রক্ষিবার তরে।
গুরুদেব-মুখে শ্রুত পূর্ব্ব-কথা, আজ,

* শিবাজীর সংসার-ত্যাগ সঙ্কল্প সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—
It is recorded that on three memorable occasions he was determined to give up all his possessions and retire from worldly life to seek salvation and on all those occasions it was with great difficulty that his teachers and ministers prevailed on him to entertain more correct notions of his duty in life. Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 48.

কহিব তোমারে, শুন। এই যে প্রদেশ,
প্রাচীন দণ্ডকা এই; অরণ্য ভীষণ
ছিল বর্ত্তমান হেথা। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক,
ভল্লুক, মাতঙ্গ, ভীম অজগর সনে
করিত বিহার সদা। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে;
এখনও অগস্ত্যেশ্বর স্থাপিত তাঁহার
সেবি'ছে পূজি'ছে লোক। রঘুকুলমণি,
পালিবারে পিতৃসত্য, জটাচীর ধরি',
কাটাইলা কাল হেথা। দেখেছ নাসিক,
ছিল পঞ্চবটী তথা। পুণ্যপ্রবাহিণী
গোদাবরী, এখনও, কল কল স্বনে,
সীতারাম-কথা সেথা করেন কীর্ত্তন;
সীতারাম-পদস্পর্শে পবিত্র এ দেশ।
বধি' সিংহব্যাঘ্র, বধি' দুরন্ত রাক্ষস
স্থাপিলা নগর হেথা পূর্ব্বপিতৃগণ;
জ্ঞানে, গুণে সমুন্নত হইল এদেশ;
মহারাষ্ট্র বলি' খ্যাতি লভিল ভারতে।
ধর্ম্মশীল, বীর্য্যবান্ কত নরপতি
জন্মিলা এ মহারাষ্ট্রে। ছিলা এই দেশে
নৃপতি শালিবাহন, ভুবনবিখ্যাত;
প্রতিষ্ঠান পুরী তাঁ'র, পৈঠন যা' এবে।
এই মহারাষ্ট্রবাসী রাজা পুলকেশী,
দিগ্বিজয়ী মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের
চতুরঙ্গ সেনা সনে যুঝি' সমতুল,

রাজ্য, ধন, স্বাধীনতা রক্ষিয়া আপন,
ব্যর্থমনোরথ করি' ফিরাইলা তাঁরে। *
এই মহারাষ্ট্রমাঝে ছিল দেবগিরি,
যাদবের রাজধানী ; যে বংশের সুতা
শাশুড়ী মোদের, জ্ঞানে, গুণে নিরুপমা।
দীর্ঘকাল মহারাষ্ট্র আছিল স্বাধীন ;
পূজাপাঠে কোন দিন না ছিল ব্যাঘাত ;
কত শাস্ত্র বিরচিত হইল এ দেশে ;
জন্মিলেন কতশত সাধু মহাজন।
কিন্তু কোথা হ'তে আসি' দুরন্ত তুরুক
প্রবেশিল মহারাষ্ট্রে ; স্থাপি' বিজাপুরে
সুবিশাল রাজ্য এক অধীনতা-পাশে,
নাগপাশসম, হায়! বাঁধিল হিন্দুরে।
এক হিন্দুরাজ্য, নাম বিজয়নগর,
যবন-সমুদ্রমাঝে শৈল-শৃঙ্গ-সম
ছিল শির উচ্চ করি'। হেরি' বিজাপুর
সহধর্ম্মিগণে ল'য়ে কপট-সমরে
করিল সে রাজ্যধ্বংস। ইচ্ছা যবনের
গো-ব্রাহ্মণ-বধে, দেব-প্রতিমা-ভঞ্জনে
হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ্বংস। চাহে মুসল্মান,

* The northern king, (Harsha Bardhan) who could not willingly endure the existence of so powerful a rival, essayed to overthrow him (Pulakesin II) advancing in person to the attack, with troops from the five Indies and the best generals from all countries? But the effort failed. The king of the Deccan (Pulakesin) guarded the passage of the Narmada so effectually that Harsha was constrained to retire discomfited, and to accept that river as the frontier. V. Smith's Ancient India, p. 340.

চিরদিন দাসরূপে রহি' হিন্দুজাতি
করুক চরণসেবা। পালিত কুক্কুরে,
উচ্ছিষ্ট-প্রদানে লোক তৃপ্ত করি' যথা,
প্রহরিস্বরূপে রাখে চোরে খেদাইতে,
তেমতি যবন শত শত হিন্দুবীরে
করি' সৈন্য, সেনাপতি সাহায্যে তা'দের
সাধিতেছে নিজকার্য্য। সঙ্কল্প তাহার
হই'ছে সুসিদ্ধ ক্রমে; লুপ্ত বেদ-বিধি;
যবন-আচারে ভ্রষ্ট, কলুষিত দেশ।
অবিভেদে নর, নারী মহারাষ্ট্রমাঝে
মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম বিকাইয়া সব,
লুঠি'ছে যবন-পদে। শুনিয়াছ তুমি,
তেজস্বী মুকুন্দরাও, দেশ, ধর্ম্ম তরে,
পর্ব্বতে, কাননে রহি' সহি' শত ক্লেশ,
বিপুল বিক্রমে যুঝি' বিজাপুর সনে,
রক্ষিতে হিন্দুর মান করিলা প্রয়াস।
হা ধিক্! সরমে বাণী না সরে বর্ণিতে,
ভুলি' জাতি, কুল, মান সোদরা তাঁহার,
না জানি কি প্রলোভনে ভ্রান্তা, মুগ্ধা হ'য়ে,
বরিল স্বদেশ-বৈরী যুসফ আদিলে।*

* When Yoosoof Adil Khan first established his independence, he heard that one Mookund Row Marhatta and his brother, who had both been officers under the Bahmony government, had with a number of peasants fled and taken up a strong position among the hills, with the determination of opposing his authority: he accordingly marched against them at the head of two thousand cavalry and five thousand infantry. They were defeated and their families fell into the hands of the

রুদ্ধ কি মৃত্যুর পথ ছিল অভাগীর ?
না ছিল কি বিষ, বহ্নি, সিন্ধু, শিলোচ্চয়
বিসর্জ্জিতে পাপ প্রাণ ? কৃপাণে কি তা'র
না হ'ত বিদীর্ণ বক্ষ ? পড়িল না মনে,
কি লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনে রহিয়া অটল,
রঘুকুলরাজলক্ষ্মী মর্য্যাদা আপন
রক্ষিলেন রক্ষপুরে ? প্রলোভনে কেহ,
কেহ ভীতিবশে, কেহ দৈন্যে, জড়তায়
আপন অস্তিত্ব, ক্রমে, মহারাষ্ট্রবাসী,
সম্মোহন মন্ত্রবলে মুগ্ধজন যথা,
হারাইতেছিল সবে। প্রাণেশ মোদের
নিরখিয়া বেদনায় হইয়া কাতর,
সমপ্রাণগণে সঙ্গী, সহচর ল'য়ে,
করেছেন যুদ্ধারম্ভ। কত বীরবর
সে সমরে বলিরূপে অর্পি'ছে জীবন ;
ক্রমে মহারাষ্ট্র-ভূমি হ'তেছে উদ্ধার ;
উদ্বোধিত নরনারী। বল, বোন ! তুমি,
উদ্যম, ঔদাস্য, উভে কিবা শ্রেয় হেথা।
হেরিয়াছ, কতবার, গভীর নিশীথে,
অগ্নিদাহে নগরের গৃহ পুড়ে যবে,
দাঁড়াইয়া বহুজন দেখে উদাসীন।
দু' একটী মহাপ্রাণ পুরুষ কেবল
ধায় অগ্নিমাঝে, ত্যজি' প্রাণের মমতা।

king. Among these was the sister of Mookund Row, whom Yoosoof, afterwards, espoused and gave her the title of Booboojee Khanum.

Briggs' Ferista, Vol. III, p. 31.

কা'রে প্রশংসিবে তুমি? উত্তাপ শরীরে
লাগে পাছে বলি' যা'রা দেখে দাঁড়াইয়া,
তা' সবে? অথবা যা'রা করে প্রাণপাত?
সংসারের রীতি এই;—বিলাস-কৌতুক,
ধনমান-লাভ, নিজ স্ত্রী-পুত্র-পালন
লক্ষ্য ল'য়ে রহে লোক; না ভাবে অন্তরে
দেশের দুর্দ্দশা, নিজ জাতীয় গৌরব।
সহস্র জনের মাঝে শুধু একজন
জন্মে হেন, ধ্যান, জ্ঞান স্বদেশ যাহার;
হেরি তা'রে অন্যে ক্রমে হয় সঞ্জীবিত।
দেশের দুর্দ্দশা হেরি' প্রাণেশ যদ্যপি
রহিতেন উদাসীন, বল, বোন! তুমি,
উদ্ধার কি এ দেশের ঘটিত কখন(ও);
মহারাষ্ট্র-দেহে প্রাণ হ'ত কি সঞ্চার?
ধর্ম্মপত্নী মোরা তাঁ'র; স্বদেশ-উদ্ধার
সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ; বল, সে ধর্ম্মে কি মোরা,
না করি' সাহায্য, সবে করিব ব্যাঘাত?"
কহিলা স্বয়রা:—
"দিদি! আর হেন কথা
না আনিব মুখে আমি। ভাগ্যবতী মোরা,
হেন দেবতার পদ পারি যে পূজিতে।
ভাল, দিদি! বিজাপুর-সেনাপতি কেন
নির্জ্জন সাক্ষাৎ চায়? হেরি' নিঃসহায়
করে যদি আক্রমণ, কে রক্ষিবে তবে?
কি হেতু সঙ্কটমাঝে যা'বেন ভূপতি?"

মুহূর্ত্ত নীরব রহি' উত্তরিলা সখী :—
"কি বলিব ? জন্ম যাঁ'র বিপন্ন-উদ্ধারে,
সঙ্কটে, বিপদে যদি ভীত হন তিনি,
কেমনে উদ্দেশ্য তাঁর হইবে সাধিত ?
না ডুবিলে সিন্ধুজলে উঠে কি মুকুতা ?
চিন্তিতা হয়ো না তুমি। নহেন ভূপতি
অসতর্ক, বলহীন ; অভয়া আপনি
রক্ষি'ছেন সদা যাঁ'রে কা'রে তাঁ'র ভয় ?
আসিবেন যবে তিনি, জিজ্ঞাসিও তুমি,
পা'বে সদুত্তর।"

শুনি' কহিলা স্বয়রা :—
"বল, দিদি ! কত দিন হিন্দু, মুসল্মানে
চলিবে বিরোধ হেন ? নাহি কি উপায়
সাধিতে মিলন, প্রীতি উভয়ের মাঝে ?"
"নাহি, বোন !"

স্নেহভরে উত্তরিলা সখী :—
"যতদিন মুসল্মান পরধর্ম্ম-দ্বেষ
না ত্যজিবে, যতদিন ধর্ম্ম আপনার
বিচারিবে শ্রেষ্ঠ বলি' হিন্দুধর্ম্ম হ'তে,
যতদিন জেতা বলি' গর্ব্বিত আচারে
ব্যথা দিবে হিন্দুগণে, মিলন দোঁহার
ততদিন অসম্ভব। কিন্তু যদি কভু,
একই শৃঙ্খলে দোঁহে হয় শৃঙ্খলিত,
হয় জর্জ্জরিত দোঁহে এক কশাঘাতে,
সাশ্রুনেত্রে পরস্পর দেখিবে তখন।

মার্জ্জার মূষিক, অহি ভেক, পরস্পর,
দ্বন্দ্ব ভুলি, ভাসমান এক কাষ্ঠ'পরি
রহে প্লাবনের কালে। হিন্দু, মুসল্মান
মিলিবে সে দিন, বোন! কিন্তু দূর এবে।"
কহিলা স্বয়রা ধীরে;—
"মহারাষ্ট্রমাঝে
নাহি কি এমন কেহ, হিন্দু, মুসল্মান
বুঝায় এ কথা দোঁহে? শুনিয়াছি, দিদি,
বহু মুসল্মান ভালবাসে মহারাজে;
কেন তা'রা বুঝাইয়া না বলে সুল্‌তানে,
চোর, দস্যু, নরহন্তা নহেন ত রাজা;
এ বৃথা বিবাদ তবে কেন তাঁ'র সনে?"
"কে বুঝাবে"
মৃদুস্বরে উত্তরিলা সখী:—
ধন, জন আছে যা'র, উত্তেজিতে তা'রে
রহে বহুজন; কিন্তু বুঝা'বার লোক
মিলে কদাচিৎ। সবে ভাবে অন্তরালে,
কি জানি বিরক্ত প্রভু হ'ন যদি শেষে,
হ'বে মোর স্বার্থহানি। ঘটে যা', ঘটুক,
কি কাজ কথায় মোর? প্রভুও সতত
নিজ বচনের মাত্র চা'ন প্রতিধ্বনি;
প্রতিবাদে কর্ণজ্বালা জনমে তাঁহার।
তাই বুঝাইতে কেহ না করে সাহস,
প্রভু, পারিষদ দোঁহে যোগ্য পরস্পর।"
কহিলা স্বয়রা:—

"যদি অনুমতি মোরে
দেন রাজা, আমি পারি বুঝা'তে সুল্‌তানে।"
হাসিয়া কহিলা সখী ঃ—
"উত্তম প্রস্তাব !
ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত উভয়ের মাঝে
হ'বে নিঃসংশয়, প্রেম উঠিবে উথলি'।
একমাত্র চিন্তা, পাছে তিলোত্তমা তরে
সুন্দ-উপসুন্দ-লীলা ঘটে পুনর্ব্বার।"
লজ্জিতা স্বয়রা ; আঁখি হ'ল নিমীলিত,
রঞ্জিল অরুণ-রাগে চারু গণ্ডতল।
নিরখি' সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসিলা সখী ;—
"কি হেতু সঙ্কোচ হেন ? নিজে যদি তুমি
না পার জানা'তে ভূপে, জানাইব আমি।
হেন দূতী মহারাজ পা'বেন কোথায় ?"
কহিলা স্বয়রা ঃ—
"দিদি ! মাথা খাও মোর,
কহিও না মহারাজে, পায়ে ধরি তব।"
হাসিয়া কহিলা সখী ঃ—
"ভাল, কহিব না ;
অনুরোধ যবে এত ; কিন্তু বল তুমি,
কোথা মেজ রাণী আজ ; আছে ত সে ভাল ?
শোনে নাই সে কি আজ হ'বে মহাপূজা ?
কি হেতু বিলম্ব তা'র ? অই যে আসিছে,
শাশুড়ীর আদরের, স্নেহের পুতুলি ;
হাসিমাখা মুখখানি দেখ কি সুন্দর !"

না হইতে কথা শেষ, প্রবেশিলা গৃহে
পুতুলি দ্বিতীয়া রাজ্ঞী। না পারি বর্ণিতে
মূর্ত্তি তাঁ'র, কিশোরীর কিম্বা বালিকার।
চম্পকবরণা, ক্ষীণ-সুললিতদেহা,
প্রবাল-অধরা, নীল-আয়তনয়না,
আলোলিতকেশা, যেন সচলা প্রতিমা।
"এইবার হ'ল, দিদি! ত্রিবেণী-সঙ্গম"
কহিলা পুতুলি হাসি :—
"তুমি সুরধুনী,
আমি সরস্বতী, আর কালিন্দী স্বয়রা;
বল দেখি, তুলনাটা হয়নি কি ঠিক?"
কহিলা স্বয়রা হাসি :—
"বর্ণ কি আমার
এত কাল তোর হ'তে, তাই দিলি নাম
কালিন্দী বলিয়া মোরে? দুষ্টা সরস্বতি!
এতক্ষণ ছিলি কোথা? শুনিস্‌নে বুঝি
প্রবাসে যা'বেন রাজা? এ কি হ'ল তোর?
কেন শুকাইল মুখ? বলিব রাজায়,
কাঁদিবে পুতুলি, তুমি, ছাড়ো রাজকাজ?
থাকো অন্তঃপুরে, খেলো পুতুলিটী ল'য়ে।"
দেখি' দ্বারপথে সখী কহিলা উভয়ে :—
"অই আসি'ছেন রাজা, উঠ ত্বরা করি।"
ত্যজিয়া আসন সবে দাঁড়াইলা উঠি'।
পট্টবস্ত্র পরিধান, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
চন্দন-তিলক ভালে, প্রবেশিলা গৃহে

বীরেন্দ্র, কহিলা চাহি' সখীবাই পানে ঃ—
"প্রস্তুত কি পূজাদ্রব্য ? হয়েছে সময় ;
চল পূজি ভবানীরে ; এসেছেন মাতা।
প্রাণ ভরি' তিন জনে অভয়চরণে
কোরো এই নিবেদন ; মহারাষ্ট্রভূমি
যবন-কবল হ'তে মুক্ত হয় যেন।"
কহিলা স্বয়রা ঃ—
"নাথ ! যাত্রাকালে তব
নাহি চাহি বাধা দিতে। কিন্তু প্রাণ মোর
আছে উৎকণ্ঠিত, শুনি' যবনসেনানী,
এসেছে প্রতিজ্ঞা করি', বন্দী করি' তোমা'
ল'য়ে যা'বে বিজাপুরে। নির্জ্জন সাক্ষাৎ
চাহে তাই ; দেখ ভাবি', পূজ্য মহারাজে
বন্দী করেছিল যা'রা কাপট্যে, কৌশলে, *
সাক্ষাৎ তা'দের সনে কেন নিঃসহায় ?"
উত্তরিলা হাসি' বীর ঃ—
"কেন চিন্তা, প্রিয়ে !
সঙ্কটে সহায় মোর আপনি ভবানী।
নহে বলহীন বাহু, তেজোহীন প্রাণ ;
শিবাজীরে বন্দী করে, একা, হেন বলী
নাহি কেহ এ ভারতে। করি' কার্য্য শেষ
কুশলে ফিরিব আমি, দৃঢ় কর মন।
থাকে যদি যবনের মন্দ অভিপ্রায়,

---

* সাহজীর বন্দিত্ব ও আফ্‌জুলের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

প্রতাপগড়স্থিতা শিবাজীর আরাধ্যা

দেবী ভবানী

পা'বে শান্তি। সন্ধি-বাঞ্ছা সরল যদ্যপি,
বৃথা ভয়ে, সে সুযোগ ত্যজিব কি হেতু ?"
প্রবেশিলা সবে, ক্রমে, ভবানী-মন্দিরে,
কি সুন্দর দীপালোকে শোভি'ছে প্রতিমা !
ত্রিনয়না, খড়্গ-ধরা, বহুভুজান্বিতা,
প্রসন্নবদনা, ভক্ত-চিত্ত-বিমোহিনী।
সমারব্ধ মহাপূজা ; ধূপের সুবাস,
সর্জ্জরস সনে মিলি', পূরিল মন্দির,
বাজিল দুন্দুভি, শঙ্খ, কাংস্য, করতাল,
স্কন্ধার্পিত করি' অসি মন্দির-রক্ষক
দাঁড়াইল নতশিরে, ধবল চামর
দোলাইল রাজভৃত্য, বেদমন্ত্রধ্বনি
উঠিল ভকতচিত্ত করি' পুলকিত,
ভবানীর আবির্ভাবে ভরিল ভবন।
পূজি' যথাবিধি, অপি' পুষ্পাঞ্জলি পদে
পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্র উচ্চারিলা বীর ঃ—

"বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে,
জলে, চানলে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে,
অরণ্যে, শরণ্যে ! সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা, ভবানি !

বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে,
জলে, চানলে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে,
অরণ্যে, শরণ্যে ! সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা, ভবানি !

বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে,
জলে, চানলে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে,
অরণ্যে, শরণ্যে ! সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা, ভবানি !”

দর দর প্রেমধারা বহিল নয়নে,
প্রসন্ন হইল চিত্ত ; জুড়ি’ করযুগ
কহিলা ঃ—
"চলিনু, মাতঃ ! পালিতে আদেশ,
শুভাশুভ যাহা ঘটে ঘটুক আমার,
এই কোরো, শুধু, যেন জন্মভূমি মোর
জাগে, মা ! তোমার নামে ; কি বলিব আর
প্রতিমার পার্শ্বদেশে ছিলা দাঁড়াইয়া
নিমীলিত আঁখি জিজা, বক্ষে বদ্ধ কর,
দ্বিতীয়প্রতিমা সমা। সমাপিয়া পূজা
বন্দিলা জননী-পদ ভক্তিভরে বীর।
কহিলেন জিজাবাই ঃ—
"যাও, প্রাণাধিক !
স্বদেশ-স্বধর্ম্ম-রক্ষা মহাব্রত ল’য়ে ;
আপনি ভবানী রহি’ অসিমাঝে তব
করিবেন শত্রুনাশ। নির্ম্মাল্য দেবীর
এই লও, শিরোদেশে রাখিও যতনে ;
সঙ্কটে শঙ্করী সদা রক্ষুন তোমারে।”
এত বলি’ সচন্দন পুষ্পপত্র ল’য়ে
বাঁধি’ শিরোদেশে জিজা করিলা আশিস্।
পুনঃ প্রণমিলা বীর। তিন রাজ্ঞী মিলি’

অন্তরযামিনীপদে নমি' ভক্তিভরে
কহিলা অন্তরকথা ; পূজা হ'ল শেষ ;
প্রসন্না ভবানী চিত্তে করি' অনুভব
আনন্দে ফিরিলা সবে অন্তঃপুরমাঝে। *

* শিবাজীর পত্নীত্রয়ের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

His first wife Saibai (সয়ীবাই) was * * * an affectionate and charming lady ; she became, by a curious freak of fortune, the mother of the headstrong and wayward Sambhuji. Happily for her she died too soon to see her baby grow into a vicious and headstrong man.

Shivaji's second wife was Putalibai. She bore him no children and faithful unto death, committed Sati upon her husband's funeral pyre.

Shivaji's third wife was Soyrabai * * Beautiful, talented and politic, she was the mother of the brave and chivalrous Rajaram, the second founder of the Maratha empire. Kincaid and Parasnis' History of the Maratha People, p. 277.

দশম সর্গ।

হে তাপস-কুল-রবি, কবিচূড়ামণি !
উদ্দেশে ভকত, আজ, নমে তব পদে।
অপূর্ব্ব সাধনা তব, অপূর্ব্ব কল্পনা ;
দেখা'য়েছ তুমি কিবা চিত্র নিরুপম,
স্থাপি' এক রথ'পরে নরনারায়ণে
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। প্রচারি' ভারতে
প্রাণময় কর্ম্মযোগ, বুঝা'য়েছ সবে
মায়া-মরীচিকা নহে, কর্ম্মভূমি ধরা।
দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে গতস্পৃহ,
ধীর জন, হেথা, কর্ম্ম সাধেন সতত।
মোহবশে আর্য্যসুত ভুলিয়াছে, দেব !
হিত-উপদেশ তব ; চিরজীবী তুমি, *
হও পুনঃ আবির্ভূত ; মেঘমন্দ্রে, ডাকি'
আবার জাগাও, কহি' "উত্তিষ্ঠ, ভারত !
ক্লৈব্য করি' দূর, হও আত্মকর্ম্মে রত।"
ভাদ্র-কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ; করাল নিশীথ
আগত প্রতাপগড়ে। জল, স্থল, নভঃ,
একাকার, মসীব্যাপ্ত ; পুঞ্জ পুঞ্জ তমঃ,
বিগলিত মেঘাকারে, পড়ে ঝরি' যেন।
চকিতা ফণিনীপ্রায় চমকে দামিনী,
মুহুর্ম্মুহু নভোমাঝে ; সাথে সাথে তা'র
প্রলয়বিষাণরবে গরজে অশনি।

---

* মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি ব্যাস সপ্ত চিরজীবীর অন্যতম।

ঝাপটিয়া হু হু হু হু বহে প্রভঞ্জন;
গিরিপৃষ্ঠে সৌধমালা কাঁপে থর থর।
এহেন নিশীথে, রাজঅন্তঃপুরমাঝে,
অনিদ্রিত পুরজন। অকস্মাৎ, হায়!
গ্রাসিয়াছে সখীবা'য়ে ব্যাধি নিদারুণ,
মৃতকল্পা প্রায় সতী। নির্ব্বাক্ কখন,
সহস্র আহ্বানে বাণী না স্ফুরে বদনে,
কাঁপে ওষ্ঠাধর মাত্র; আবার কখন
গা'ন আপনার মনে দেবদেবীস্তুতি,
ঘুমপাড়ানিয়া গীত, অভঙ্গ তুকার। *
হয় জ্ঞানোদয় যবে, ডাকি' পরিজনে
জিজ্ঞাসেন, 'মহারাজ জয়ী কি সমরে?
আফ্‌জুল কি পরাজিত গিয়াছে ফিরিয়া?'
নাহি তাঁ'র এবে সেই কান্তি নিরমল,
সে প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চিরহাস্যময়;
পাণ্ডু গণ্ড, জ্যোতিহীন নেত্র নীলোৎপল।
অসংযত, রুক্ষ কেশ আবরি' ললাট
লুঠে উপাধান 'পরে। পার্শ্বদেশে তাঁ'র
সুকুমার শিশু এক ঘুমায় অঘোরে।
জ্ঞানোদয়ে বুকে তা'রে টানি' বার বার
চুম্বেন আদরে সতী। সাশ্রুনেত্রে কভু
চাহি মুখপানে তা'র কহেন বিষাদে;—
'বাছারে! না জানি বিধি কোন্ দোষে মোর

---

* এই সময় তুকারামের অভঙ্গ কৃষকের কুটীর হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের গৃহে গৃহে গীত ও ব্যাখ্যাত হইতেছিল।

পাঠাইলা গর্ভে তোরে! হতভাগ্য তুই!
কত ক্লেশ, কত দুঃখ আছে তোর ভালে!'
কেন এ আক্ষেপ, কেহ না পারে বুঝিতে,
ব্যাধির প্রলাপ বলি' ভাবে সবে মনে।
শিরোদেশে বসি' তাঁ'র, তাম্রকুণ্ড হ'তে
ভবানী-চরণামৃত ল'য়ে জিজাবাই,
বদনে, ললাটে, শিরে বিন্দু বিন্দু করি'
সেচন করেন ধীরে। কুটুম্বিনী এক
চাহি' রুগ্নামুখপানে কাঁদেন নীরবে।
অধীরা কখন সতী রোগযাতনায়,
শাশুড়ীর বক্ষ নিজ বক্ষে চাপি' ধরি',
ছাড়েন সুদীর্ঘশ্বাস; 'মা মা' বলি ডাকি'
কখন(ও) নীরবে অশ্রু করেন মোচন।
দুর্ব্বোধ্য বিধির বিধি! না জানি কি হেতু
বিপদ বিপদ-সাথী। সিন্ধুবক্ষে যবে
মগ্নপ্রায় পোত, ঘিরে মকর, কুম্ভীর।
দুর্ভিক্ষের সাথে সাথে রহে মহামারী।
তাই, বিজাপুর হ'তে বিপুল উদ্যমে,
আসিছে আফ্‌জুল যবে চূর্ণিতে তাঁহারে,
শিবাজীর সুখে, দুঃখে সচিব, সঙ্গিনী,
প্রাণপ্রিয়া সখীবাই মৃত্যুশয্যা'পরে। *
কি বিধান বিধাতার! ত্রস্ত পুরজন,

* সখীবাইএর মৃত্যু সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় গ্রন্থকারকে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

The Zedhe chronology * * records that she died on the Badi Chaturdashi of Bhadrapad 1581 Shaka, while the death of Afzal Khan took place in Kartik. (Extracted from a private letter.)

কাতরা, চিন্তিতা জিজা। কিন্তু অবিচল
স্থির, ধীর বীরবর ; কর্ত্তব্য আপন
সাধি'ছেন অব্যাকুল। রাজবৈদ্যে কভু,
কভু মন্ত্রী, সেনাপতি, অস্ত্রাধীশে ডাকি'
কি কর্ত্তব্য এ সঙ্কটে করি'ছেন স্থির।
এই রোগশয্যাপার্শ্বে, এই মন্ত্রগৃহে,
এই প্রান্তদুর্গপথে, অস্ত্রশালামাঝে
বিরাজেন অবিরাম, নাহি শ্রান্তিবোধ ;
হেরি' স্থৈর্য্য, হেরি' ধৈর্য্য মুগ্ধ সর্ব্বজন।
"এলে কি জননি! তুমি ?" শাশুড়ীর পানে
উদাস নয়নে চাহি' ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
সুধাইলা সখীবাই। "মুহূর্ত্ত দাঁড়াও,
যা'ব আমি সাথে তব।" এত বলি' সতী
সবেগে বসিলা উঠি' ; স্নেহভরে জিজা,
অমনি ধরিয়া বুকে, মুখে মুখ দিয়া
জিজ্ঞাসিলা "কি বলি'ছ, প্রাণাধিকা মোর!
হ'য়োনা অধীরা হেন, উঠিলে সহসা,
পড়িবে টলিয়া ভূমে, ঘটিবে সঙ্কট।"
"নহ মা ভবানী তুমি ?" "শ্বশ্রূ মা আমার ?"
উত্তরিলা সখীবাই ;—"জ্ঞান হ'ল মোর,
আসি' জগন্মাতা, মোর বসি' শিরোদেশে,
কহি'ছেন স্নেহভরে ; 'আয়, সখি! তুই,
আয় যা'বি মোর সাথে, রহিবি কৈলাসে,
আচরিবি তপ সেথা পতির কল্যাণে।'
নহে এ স্বপন, মাতঃ! সত্যই ভবানী

ডেকেছেন আসি' মোরে ; যা'ব তাঁ'র সাথে
দাও অনুমতি তুমি।" এত বলি' সতী,
বসনে আবরি' দেহ, বাঁধি' মুক্তকেশ,
দাঁড়াইলা শয্যা ত্যজি'। ত্রস্তা, ব্যস্তা জিজা
ডাকি' কিঙ্করীরে এক, মিলিয়া উভয়ে,
শোয়াইলা সখীবা'য়ে পুনঃ শয্যা 'পরে।
দ্বারদেশে রাজবৈদ্য, মহৌষধ ল'য়ে,
ছিলা দাঁড়াইয়া ; লভি' জিজার ইঙ্গিত,
প্রবেশিয়া কক্ষমাঝে, করাইলা পান
দুগ্ধসনে, প্রণমিয়া ধন্বন্তরিদেবে।
গত দণ্ডকাল। সখী তন্দ্রাবেশে যেন
রহিলা নীরব, স্থির ; উন্মীলি' নয়ন
কহিলা শ্বশ্রূরে হেরি' ; "বহুদিন, মাতঃ !
লভি নাই হেন স্বস্তি, হেন বল দেহে ;
জ্ঞান হয় জগন্মাতা কৃপা করি' মোরে
করিলেন রোগমুক্তা। চিন্তা নাহি আর ;
আদরে আমার তরে বসন, ভূষণ
রেখেছ যা' এতদিন ; ইচ্ছা হয় যদি,
দাও এবে পরাইয়া, পারিব পরিতে।"
শ্রুতিমাত্র মহানন্দে পশি' কক্ষান্তরে
আনিলা পেটিকা জিজা গজদন্তসনে
রচিত চন্দনকাষ্ঠে। করি' উন্মোচন
মহার্হ কৌষেয় বাস, রতন-কুণ্ডল,
অঙ্গদ, বলয়, হার করিলা বাহির।
লয়ে আপনার হাতে পরায়ে বধূরে

আদরে চুম্বিলা মুখ। যত্নে কুটুম্বিনী
দিলা অলক্তক পদে, সিন্দূর ললাটে,
বাঁধি' মুক্ত কেশজাল বিনাইলা বেণী,
ফুলমালা দিলা কণ্ঠে। বিশুষ্ক বদনে
ভাতিল হাস্যের রেখা; শোভিলা সুন্দরী,
উষালোকে হিমক্লিষ্টা নলিনীর সম।
আনন্দে নমিলা সতী শাশুড়ীর পদে,
"হও আয়ুষ্মতী" জিজা করিলা আশিস।
সম্বোধি' কিঙ্করে এক, আদেশিলা জিজা;—
"গতপ্রায় মধ্য নিশা, কহ গিয়া শিবে
আসিবারে অন্তঃপুরে; রাজকার্য্য যদি
রহে অসম্পূর্ণ কোন(ও) করিবে প্রভাতে।"
অবিলম্বে বীরবর, মাতৃআজ্ঞা শুনি',
প্রবেশিলা কক্ষমাঝে। জিজ্ঞাসিলা জিজা;—
"কেন শিববা! আজ এত বিলম্ব আসিতে?"
"সঙ্কট-সংবাদ, মাতঃ! এসেছিল আজ"
উত্তরিলা বীরবর; "প্রতীকার তরে
ছিনু ব্যস্ত তাই সবে। আফ্‌জুলের মনে
আছে সাধ, বন্দী কিম্বা বধ করি' মোরে,
লুঠিবে প্রতাপগড়। তাই যথা যথা
দুর্গের প্রবেশপথ আছে অরক্ষিত,
নিশাযোগে, সুকৌশলে, অজ্ঞাতে মোদের
পাঠাই'ছে তথা সেনা; শুনি' এ সংবাদ
সৈনিক-সেনানীগণে দিয়াছি পাঠায়ে
সমর-সম্ভার সহ। আশীর্ব্বাদে তব

সুসম্পন্ন কার্য্য এবে ; নাহি চিন্তা আর ;
চূর্ণিব আফ্‌জুলে যদি প্রবেশে সমরে।"
আনন্দে কহিলা জিজা ;—
"ভবানী তোমারে
রক্ষুন সঙ্কটে সদা। বধূর সংবাদ
শুন এবে। মহৌষধ মহামন্ত্রপ্রায়
ঘুচায়েছে পানমাত্র কুলক্ষণ যত ;
নাহি স্বেদ, শিরঃকম্প, প্রলাপবচন ;
বিজ্বর, বিগত-ক্লেশ। চিন্তা নাহি আর,
লভিব বিশ্রাম আমি, রহ তুমি হেথা।"
চলি' গেলা জিজাবাই। পরিজন যত
সাথে সাথে গেল চলি'। রুদ্ধ করি' দ্বার
বীরেন্দ্র বসিলা আসি' পল্যঙ্ক উপরে ;
আদরে প্রিয়ার কর ধরি' নিজ করে
নিরখিলা মুখপানে ; হেরিলা সে মুখ
শুষ্ক, ব্যাধিক্লিষ্ট তবু নিরুপম ভবে।
জিজ্ঞাসিলা ;
"শরীর ত ভাল আছে আজ ?"
"আছে ভাল"
মৃদুস্বরে উত্তরিলা সতী ;
"বল এবে আফ্‌জুলের কি সংবাদ, নাথ !
শুনি ত সে বহুদিন বিজাপুর হ'তে
হয়েছে বাহির ; তবে বিলম্ব কি হেতু
আসিতে প্রতাপগড়ে ? কিবা অভিপ্রায় ?"
"আছে অভিপ্রায় গূঢ়"

উত্তরিলা বীর ;—

"জয়মাত্র লভি' সাধ না মিটিবে তা'র ;
চাহে সে সঁপিতে পুনঃ মহারাষ্ট্রভূমি
আদিলসাহীর পদে ; প্রেরিতেছে তাই
অগ্রবর্ত্তী সেনাদল অধিকার তরে
পার্ব্বত্য সঙ্কটভূমি, দুর্গপথ যত ;
তাই এ বিলম্ব তা'র। শুনিয়াছে ক্রূর,
ভবানী-প্রসাদে বল, বীর্য্য, বুদ্ধি মোর ;
প্রেরিয়াছি পূজা আমি তুষিতে মায়েরে,
বিজয় সঙ্কল্প করি'। বিঘ্ন উৎপাদিতে
গেছে সেনা লয়ে তুলজা-ভবানী-মন্দিরে ;
না জানি, কি অনাচার করিবে তথায় ! *
বুঝেনা আফ্‌জুল হিন্দু, মস্লিম সবার
আরাধ্য দেবতা এক ; মন্দিরে, মস্‌জিদে
সম বিরাজিত তিনি ; একের লাঞ্ছনে
অপর লাঞ্ছিত, ব্যথা জন্মে তাঁ'র চিতে।"

সুধাইলা ব্যগ্রা সখী ঃ—

"আফ্‌জুল যদ্যপি
প্রবেশে সমরে, জয় লভিব কি মোরা ?"
"নিঃসন্দেহ" দৃঢ়স্বরে উত্তরিলা বীর,
"নিদাঘঝটিকামুখে শুষ্কপত্রসম
পলাইবে প্রাণ ল'য়ে বিজাপুর-সেনা।"

"নাহি ক্ষোভ মরি যদি"

* আফ্‌জুল তুলজা ভবানী-মন্দিরে যেরূপ অনাচার করিয়াছিল, পরবর্ত্তী সর্গের পাদটীকায় এবং ধর্ম্মমতে শিবাজীর উদারতা সম্বন্ধে অন্যত্র উল্লেখ দেখুন।

উত্তরিলা সতী,
"হইনু নিশ্চিন্তা এবে ; রাজবৈদ্য হ'তে
দিলে মহত্তরৌষধ, বৈদ্যরাজ তুমি।"
হাসি' জিজ্ঞাসিলা বীর ;—
"বল প্রিয়ে মোরে,
নববধূসম আজ সজ্জিতা কি হেতু ?
এ নিশীথে এ কি সাধ হ'ল আজ মনে ?"
চাহি পতিমুখপানে উত্তরিলা সখী ;—
"আজ জন্মতিথি মোর, জননীর মনে
ছিল সাধ, আজ মোরে দিবেন সাজায়ে
নববস্ত্রে, অলঙ্কারে। ডাকি' মণিকারে
গড়ায়েছিলেন তাই নিজ মনোমত
বিবিধ রতনভূষা। ছিনু সারাদিন
জ্ঞানশূন্য, অভিভূত ; পারি নাই তাঁ'র
পূরাইতে মনোবাঞ্ছা। মহৌষধ-পানে
লভি' জ্ঞান পরিয়াছি বসন, ভূষণ ;
বল তুমি, দেখাই'ছে কেমন আমারে।"
"যেন শিবাজীর রাজ্ঞী"
হাসি' বীরবর
উত্তরিলা, "তা'র হ'তে নয়নে আমার
না পড়ে সুন্দরতর কিছু এ সংসারে।
না জানি, বিধাতা মোরে অনুকূল কত,
তাই ও সহাস্য মুখ নিরখিনু পুনঃ।"
"আজ জন্মতিথি মোর"
মধুর বচনে

নিবেদিলা সখী বাই :—
"দু' একটী সাধ,
আছে যাহা, কৃপাগুণে হ'বে পূরাইতে।"
আদরে কহিলা বীর :—
"বল, প্রাণাধিকে !
বল তুমি, কিবা তব সাধ আছে মনে।"
বিনয়ে কহিলা সতী :—
"শম্ভুজীরে আজ
অর্পিনু তোমার পদে। শত অপরাধ
ক্ষমা কোরো দুর্ভাগার ; হ'ক মহাপাপী,
তথাপি সে পুত্র তব, পুত্র অধীনীর !"
জিজ্ঞাসিলা বীরবর :—
"কেন, প্রিয়ে ! আজ
এ কথা কহি'ছ মোরে ? দুগ্ধপোষ্য শিশু, *

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন যে, 'শম্ভুজী ১৫৭৯ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুদি দ্বাদশীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' সখীবাই ১৫৮১ শকাব্দের ভাদ্রপদের বদি চতুর্দ্দশীতে পরলোক গমন করেন। সুতরাং মাতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

শম্ভুজীর প্রকৃতি-পর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ্ এইরূপ লিখিয়াছেন :—He inherited some military virtue and was far from deficient in ordinary ability ; but dissipation, vice, rashness, and cruelty, completely obscured his few good qualities and a longer life would, in all probability, have increased the catalogue of his crimes. Vol. I, p. 298.

তাঁহার নিষ্ঠুরতার উদাহরণস্বরূপ গ্রাণ্ট ডফ লিখিয়াছেন :—The barbarity of his disposition was displayed from the moment he passed the gate of Raigurh. Annaji datta was put in irons, thrown into prison, and his property confiscated. Raja Ram was also confined ; Soyera Bye was seized and when brought before Sambhuji, he insulted her in the grossest manner, accused her of having poisoned Sivajee, loaded her with every epithet of abuse and orderd her to be put to a cruel and

কিবা তা'র দোষ, গুণ ? কেন এ প্রার্থনা ?"

"শুন, নাথ !"

মৃদুভাষে উত্তরিলা সতী :—

"বহু যত্নে, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী হ'তে,
সমাগত বিপ্রে এক করি' পরিতোষ,
গোপনে জনমপত্রী লিখা'য়েছি তা'র।
আছে বিলিখিত তাহে হ'বে সে সাহসী,
তেজস্বী, সমরদক্ষ ; কিন্তু গ্রহদোষে
হ'বে ক্রূর, পিতৃদ্রোহী, পাপকর্ম্মরত।
নিরখি' ঘটনাচক্র জ্ঞান হয় মোর,
ফলিবে গণনা ; নহে অকস্মাৎ কেন
এ করাল ব্যাধি আসি' গ্রাসিবে আমারে ?
রাজকার্য্যে ব্যস্ত তুমি, বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা,
শাসন, দমন পুত্রে কে করিবে, হায় !
আমার অভাবে ? জ্ঞাতিবন্ধুজন যত
মাতৃহীন শিশু বলি' দিবে অত্যাদর ;
হ'বে উচ্ছৃঙ্খল, হ'বে দুষ্ট, দুরাচার।
তাই অনুরোধ মোর, অপরাধ যদি
করে পুত্র, কৃপাগুণে ক্ষমিও তাহারে।"
"ক্ষমিব নিশ্চিত, প্রিয়ে !"

উত্তরিলা বীর,

---

lingering death. The Marhatta officers attached to her cause, were beheaded; and one, particularly obnoxious was precipitated from the top of the rock of Raigurh. Vol. 1, p. 250.

প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইএর গর্ভে মালেরাওএর এবং পুণ্যশ্লোক শিবাজীর ঔরসে শম্ভুজীর জন্ম দৈবদুর্ব্বিপাক বা বিধিবিড়ম্বনা বলিয়াই মনে হয়। গান্ধারীদেবীর গর্ভে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

"থাকে অন্য সাধ কোন, বল, পূরাইব।"
"আছে সাধ"
হাস্যমুখে উত্তরিলা সতী,
"বোসো তুমি, ক্রোড়ে তব স্থাপি' শির মম,
করি' দীপ সমুজ্জ্বল ; প্রাণ ভরি' আমি
দেখি' অই মুখচন্দ্র হই নিদ্রাগত।"
আদরে প্রিয়ার শির স্থাপি উরুদেশে
বসিলা বীরেন্দ্র। সখী একদৃষ্টে চাহি'
রহিলা বদনপানে ; গদ গদ স্বরে
নিবেদিলা :—
"দাও নাথ! বিদায় আমারে।"
সহসা বিশাল সৌধ করি' বিকম্পিত
অদূরে হানিল বজ্র ; চূর্ণ শিলাস্তূপ,
উগরি' স্ফুলিঙ্গ, নিম্নে, পড়িল গড়া'য়ে,
কড় কড় মহাশব্দে ; চকিত দম্পতী।
নিবেদিলা সখীবাই :—
"অই শুন, নাথ!
মৃত্যুর আহ্বানবাণী ; আসে যমদূত,
তা'র(ই) পদক্ষেপে গৃহ কাঁপে থরথর।
শুধু জন্মতিথি মোর নহে আজ, নাথ!
আজ মোর মৃত্যুদিন। করেছি শ্রবণ,
চতুর্দ্দশী-অন্তে আমি করিব প্রয়াণ ;
অধিক বিলম্ব নাই। কি সৌভাগ্য মোর,
রাখি' তোমা' দোঁহে চলি' যা'ব স্বর্গলোকে ;
পূর্ণ-মনস্কামা আমি। দাও মোর শিরে

চরণের ধূলি তব ; কর আশীর্ব্বাদ,
ঘটে যদি নারীজন্ম আবার সংসারে,
পতিরূপে যেন তোমা' লভি পুনর্ব্বার।"
এত বলি' নিজ করে পতিপদ-ধূলি
ল'য়ে সতী দিলা নিজ ললাটে, মস্তকে।
"এ কি প্রিয়ে!"
সবিস্ময়ে কহিলা ভূপতি,
"সুস্থা, রোগমুক্তা তুমি ; তবে কেন মোরে
হেন অমঙ্গল কথা শুনাই'ছ এবে?"
"নহি রোগমুক্তা আমি"
ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস
ধীরে উত্তরিলা সতী,
"তীব্র মহৌষধে
রেখেছিল, এতক্ষণ, সুস্থপ্রায়া মোরে।
এবে তা'র ক্রিয়া শেষ, প্রত্যাগত রোগ
আবার দ্বিগুণ বলে। উহুঃ কি বেদনা
সহসা উঠিল বুকে ; ধর চাপি' বুক,
দাও জল জল নাথ!"
শ্রুতিমাত্র বীর
ভবানী-চরণামৃত ল'য়ে দিলা মুখে ;
ছাড়ি শ্বাস পুনঃ সতী কহিলা হরষে ;—
"অই দেখ, চাহি' নাথ! কি স্নিগ্ধ আলোকে
জ্যোতির্ম্ময় হ'ল গৃহ! হের কি সুন্দর,
রুক্মামায়ে ল'য়ে বামে পাণ্ডুরঙ্গ আসি'
দাঁড়া'লেন দ্বারদেশে। তুষারধবল

কৌষেয় বসন অঙ্গে ঝলসি'ছে হের,
উষ্ণীষ মুকুতাময় বিরাজি'ছে শিরে,
রতন নূপুর পদে, মণিমালা গলে।
অঙ্গের সৌরভে গৃহ হ'ল আমোদিত,
কহি'ছেন ডাকি' মোরে 'আয় সখি, আয় ;'
যা'ব আমি তাঁর কাছে, দাও অনুমতি।"

শিবাজী বিস্মিত ; নেত্র ফিরা'য়ে হেরিলা
শূন্যদ্বার, স্তব্ধ গৃহ, নাহি কেহ সেথা ;
কিন্তু পরিপূর্ণ যেন মধুর সৌরভে,
মঙ্গলবাজনা যেন বাজে তা'র মাঝে।
চাহিলা প্রিয়ার পানে ; নিরখিলা, সতী
হর্ষ-বিস্ফারিত-নেত্রে হেরিছে' কাহারে ;
ভাবিলা অদৃশ্য কেহ আবির্ভূত তথা।

বাহিরে বহিল ঝড়। রহি' স্তব্ধ ক্ষণ
ধীরে নিবেদিলা সতী ঃ—

"নাহি শক্তি আর
প্রকাশিতে মনোভাব ; অসাড় রসনা ;
চঞ্চল, ব্যাকুল প্রাণ চাহে বাহিরিতে
ডাকো তুমি শ্বশ্রূমায়ে, লই পদধূলি।"

খুলি' দ্বার বীরবর "মা মা মা মা" বলি
ডাকিলা যেমতি, জিজা, উন্মাদিনীপ্রায়,
অমনি আসিলা ছুটি'। প্রবেশিয়া গৃহে
নিরখিলা নাভি-শ্বাস আগত বধূর,
স্থির, নির্নিমেষ নেত্র। প্রসারিয়া বাহু
পড়ি' শয্যা'পরে জিজা ধরিয়া বধূরে

রহিলা চাপিয়া বুকে! 'মাগো! অকস্মাৎ
এ কি হ'ল? কোন্ দোষে, রাজলক্ষ্মি! মোর,
ত্যজিয়া চলিলি আজ? আয় বুকে আয়!'
বলি' উচ্চকণ্ঠে জিজা লাগিলা কাঁদিতে।
ঘিরিল চৌদিক্ হ'তে আত্মজন যত;
সুপ্তোত্থিত শম্ভু, কভু পিতৃমুখপানে
কভু পিতামহী পানে চাহি' ছল ছল,
না জানি কি ভাবি' উচ্চে উঠিল কাঁদিয়া।
শিবাজী নির্ব্বাক্, স্থির; প্রিয়ামুখ পানে
রহিলা চাহিয়া; হেরি' কম্প ওষ্ঠাধরে
বুঝিলা কি মনোভাব। মাতৃপদধূলি
ল'য়ে ভক্তিভরে দিলা সতীর মস্তকে।
সহসা ভীষণ নাদে গর্জ্জিল অশনি,
কাঁপিয়া উঠিল গৃহ; নিরখিলা সবে,
চকিতা, বারেক, সতী, উন্মীলিয়া আঁখি,
মুদিলা আবার চির জনমের তরে।

সপ্তদশ সর্গ।

ত্যজিয়া আগরাপুরী, এস, হে পাঠক !
পশি দোঁহে, ক্ষণতরে, মহারাষ্ট্রভূমে,
দেখি সেথা গণপতি-পূজা-অবসানে
কোন কার্য্যে রতা জিজা বধূগণে লয়ে।
শুষ্ক নারিকেলখণ্ড, মোদক, শর্করা
স্তূপীকৃত কোন স্থানে ; আমাম্র কোথাও ;
কাঞ্চন-রজত-মুদ্রা, বস্ত্র, উপবীত
নৈবেদ্যের সাথে কোথা' রহেছে সজ্জিত।
পাত্রে পাত্রে ভরি' সবে নিমন্ত্রিত জনে
করি'ছেন বিতরণ। কুশল-বারতা
জিজ্ঞাসিয়া প্রতিজনে কহিছেন জিজা :—
"কা'র কি অভাব বল ; গ্রামের পাটিল
সাধিছে ত নিজ কার্য্য ? শস্য ত সুলভ ?
নাহি চৌর-ব্যাধি-ভয় ? দুর্দ্দান্ত মোগল
করে নাই রাজ্য মাঝে প্রবেশ ত কোথা ?"
উত্তরিল প্রজা কেহ :—
"প্রসাদে তোমার
পরম আনন্দে মোরা রহেছি, জননি !
নাহি ব্যাধি-চৌর-ভয় ; লুণ্ঠন, পীড়ন
নাহি কোথা ; সুবিচারে পরিতুষ্ট লোক ;
রামরাজ্যে তুমি দেবী কৌশল্যারূপিণী।"
নিবেদিল বিপ্র এক :—

"আশাপথ চাহি'
রহেছি আমরা সবে; কত দিনে রাজা
ফিরিবেন আগ্রা হ'তে; আজ্ঞা বাদসার
লভি' বসিবেন রাজসিংহাসন 'পরে,
হবে অভিষেক, নৃত্য, গীত, মহোৎসব,
দীনে, দ্বিজে অন্ন, বস্ত্র হ'বে বিতরণ।"
কহিলা গম্ভীরে জিজা:—
"কি বলিলে তুমি,
মোগলের আজ্ঞা লয়ে সিংহাসন'পরে
আসিয়া বসিবে শিব্বা? পরিবে মুকুট
যবনের পদ-রেণু-রঞ্জিত ললাটে!
বন্দী হয়ে চিরদিন রহে সে যদ্যপি
তা'ও ভাল; কাজ নাই হেন রাজপদে।"
একে একে সর্ব্বজন লইলা বিদায়।
রাজমন্ত্রী নীলোপন্থ আসি' হেন কালে
কহিলা বিনীত ভাষে:—
"আছে কুসংবাদ,
রাজ-অনুচর বক্ত, গত নিশাশেষে,
আসিয়াছে ফিরি'; মাতঃ! করিনু শ্রবণ
বন্দী এবে মহারাজ; ক্রূর আরংজীব
করিছে মন্ত্রণা মহারাষ্ট্র-আক্রমণে।"
"কি বলিলে?"
দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসিলা জিজা:—
"বন্দী শিব্বা? তাই বুঝি পূজাকালে মোর
গণপতিকণ্ঠ হ'তে খসি' পুষ্পমালা

পড়েছিল অকস্মাৎ! তিষ্ঠ ক্ষণ তুমি,
কর্ত্তব্য যা' আমাদের দিব উপদেশ।"
এত বলি' চাহি' জিজা বধূগণ পানে
কহিলা ঃ—
"পুতুলি! শুন, এ নহে সময়
অশ্রুধারা মোচনের; কাঁদিব তখন,
একদিন, মহাচিতা প্রজ্বালিব যবে।
স্বয়রা! অবোধ সম একি ব্যবহার?
ধন, মান, প্রজা তা'র আমাদের করে
সঁপিয়া গিয়াছে শিব্বা। উচিত কি তবে
নেত্রনীরে ন্যাস তা'র দিতে ভাসাইয়া?
যতক্ষণ রহে প্রাণ, এস, ধৈর্য্য ধরি',
সাধি নিজ কার্য্য সবে; হেরি আয়, ব্যয়,
শাসন, পালন, সন্ধি, বিগ্রহ, বিচার।
শুন, মন্ত্রিবর! তুমি হয়োনা চঞ্চল;
শিব্বার জীবন জেনো ভবানী-রক্ষিত,
নাহি শক্তি কা'রও করে বিনাশ অকালে।
আছে প্রতিকূল গ্রহ, তাই বন্দিদশা;
হ'বে শুভ স্বস্ত্যয়নে, পঞ্চরত্নদানে।
বল এবে, শিবাজীরে ত্যজিয়া একাকী
তানাজী, যশাজী দোঁহে এসেছে কি ফিরি'?"
নিবেদিলা নীলোপন্থ ঃ—
"ফিরে নাই, মাতঃ!
ত্যজি' আগ্রা, আছে দোঁহে ফিরিবার পথে।"
"আছে পথে?"

হর্ষভরে উত্তরিলা জিজা ঃ—
“চিন্তামাত্র নাহি তবে। অমঙ্গল-ভয়
থাকিত শিব্বার যদি, প্রাণান্তে কদাপি,
ত্যজিয়া আগরা, পথে, না রহিত তা’রা।”
চিন্তি’ ক্ষণকাল জিজা জিজ্ঞাসিলা পুনঃ ঃ—
“কোথা গুরুদেব তুমি পারো কি বলিতে ?”
বিনয়ে কহিলা নীলো ঃ—
“শুনিতেছি, মাতঃ!
শত শিষ্য সনে স্বামী বারাণসীমুখে
গিয়াছেন শ্রুতিমাত্র। শিষ্যগণ তাঁ’র
তীর্থযাত্রী, রাজদূত, সৈনিক, সন্ন্যাসী,
নানাবেশে, ভিন্ন পথে, গিয়াছে চলিয়া,
উপদেশক্রমে তাঁ’র।”
কহিলেন জিজা ঃ—
“যাও তুমি, গুপ্তচর বিপ্রগণে ডাকি’
বহুধন সাথে সবে দাও পাঠাইয়া।
বৃন্দাবনে, মথুরায়, ত্রিবেণীসঙ্গমে,
পুণ্য বারাণসীতীর্থে, শ্রীপুরুষোত্তমে
কথক, পাঠক কেহ, কেহ বা জ্যোতিষী
বেশ ধরি’ বাস তাঁ’রা করুন তথায়,
যতদিন শিব্বা নাহি ফিরে নিজদেশে।
মহারাষ্ট্রে গিরিদুর্গ, প্রবেশের পথ
আছে যত, সাবধানে রক্ষিবার তরে
কহ সেনাধ্যক্ষগণে। জানাইও সবে
না থাকে সৈনিক যদি, বধূগণে ল’য়ে,

উন্মুক্ত কৃপাণ করে দাঁড়াইব আমি,
দুর্গের প্রাকারে ; লঙ্ঘে দেখি শক্তি কা'র
উদ্গত নয়নবারি করি' সম্বরণ
উদ্দেশে প্রণমি' জিজা ভবানীর পদে
নিবেদিলা করজোড়ে ঃ—
"গণেশজননি !
জানো, মা ! সন্তান-স্নেহ ; জননীর প্রাণে
কত চিন্তা, কি বেদনা তনয়ের তরে
সকল(ই) বিদিত তব। শিববা পুত্র মোর,
ডাকি তা'র তরে তোমা' ; সঙ্কটে, বিপদে
রণে, বনে, শত্রুমধ্যে রক্ষা কো'রো তা'রে
কি ক'ব অধিক ? তুমি অন্তরযামিনী।"
চলি' গেলা নীলোপন্থ ; বধূগণে লয়ে
প্রবেশিলা জিজা তবে আপন মন্দিরে।
গত কত দিন হেন ; নিরুদ্বিগ্নমনা
পাদিসা পরম হর্ষে যাপিছেন কাল।

* মহারাষ্ট্রীয়া রমণীর পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প যে কবিকল্পনামাত্র নহে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণাভাব নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মে, কর্ম্মে উৎসৃষ্টজীবনা, করুণহৃদয়া, তপস্বিনী অহল্যাবাই আপনার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপে উদ্যত রঘুনাথের (রাঘোবার) বিরুদ্ধে স্বয়ং সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

She (AhalyaBai) added to give effect to this remonstrance, every preparation for hostilities. The troops of Holkar evinced enthusiasm in her cause : and she made a politic display of her determination to lead them to combat, in person, by directing four bows, with quivers full of arrows, to be fitted to the corners of the howda or seat on her favourite elephant. A Memoir of Central India by Sir J. Malcolm Vol. I p. 162.

সিপাহী যুদ্ধের অন্যতমা অভিনেত্রী লক্ষ্মীবাইএর সম্বন্ধে Kaye and Malleson এইরূপ লিখিয়াছেন :—Clad in the attire of a man and mounted on horseback the Rani of Jhansi might have been seen animating her troops throughout the day. History of the Sepoy War, Vol. V. p 154. এই অবস্থাতেই রণক্ষেত্রে তিনি প্রাণদান করিয়াছিলেন।

একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যে ভারতে
এবে বন্দী, মুষ্টিগত। বিচারেন চিতে
দাক্ষিণাত্য-জয় আর নহে বহুদূর।
অচিরাৎ সেনা মোর পঙ্গপাল সম
ছাইবে মারাঠা-দেশ। শিবাজীর মাতা,
নারী হয়ে, কত দিন পারিবে রোধিতে ?
গোলকুণ্ডা-বিজাপুর-জয় অতঃপর
হ'বে স্বল্পায়াসসিদ্ধ। হিমাদ্রি হইতে
দূর সিন্ধুতট ব্যাপি' মহারাজ্য মোর
হ'বে প্রসারিত এবে ; তুলনায় তা'র
আরব, ঈরাণ, রূম রহিবে পশ্চাতে।
কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধি হ'তে ধর্ম্ম মস্লিমের
পা'বে বৃদ্ধি, তা'র হ'তে কি গৌরব আর
সমধিক ? নেত্রজ্বালা জনমে আমার,
হেরি যবে রাজ্যে মোর হিন্দুর মন্দির,
এখনও, শির তুলি' আছে দাঁড়াইয়া।
এইবার দিব শিক্ষা ; যথা যথা আছে
দেবালয় হিন্দুতীর্থে, প্রচারি' আদেশ
বিচূর্ণিব, গড়াইব মস্‌জিদ তথায়।
একমাত্র চিন্তা এই, মায়াবী শিবাজী,
পাছে, ফিরি' নিজ দেশে, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
যথায় যে আছে হিন্দু করে সম্মিলিত।
এত দিনে এ কণ্টক হইত উদ্ধার,
জয়সিংহ সত্যে বদ্ধ না হ'ত যদ্যপি।
না জানি কি মোহমন্ত্র বিদিত দুষ্টের,

বশীভূত করি' লয় যে যায় সমীপে।
রাজপুতে, মারাঠায় নাহি সখ্য, প্রেম
এই ভাবি' পাঠাইনু যশোবন্তরায়ে ;
কিন্তু শিবা মুগ্ধ তা'রে করি' মন্ত্রগুণে,
কি লাঞ্ছনা দিল মোর সায়েস্তা মাতুলে !
সুপ্রবীণ জয়সিংহে প্রভুভক্ত জানি'
পাঠাইনু মহারাষ্ট্রে। কিন্তু দেখি, হায় !
সেও মুগ্ধ, বশীভূত হয়েছে শিবার ;
প্রতি পত্রে লেখে তা'রে করিতে সম্মান।
নাহি জানি কত দিনে এ দুরন্ত রিপু
হ'বে ধ্বংস, দুশ্চিন্তায় লভিব নিষ্কৃতি।
সর্ব্বকার্য্যে সুপ্রসন্ন বিধাতা আমারে,
তাই প্রতিদ্বন্দ্বী যত গত একে একে ;
পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র বিনষ্ট সমূলে।
শিবাজীর মায়া হ'তে উদ্ধার কি তবে
না হ'বে কৃপায় তাঁ'র ? হ'বে সুনিশ্চিত ;
তা' না হ'লে ধূর্ত্ত শিবা আসি', স্বেচ্ছাবশে,
পশিবে পিঞ্জরে কেন। দেখি, ভাগ্যগুণে,
জন্মে যদি রোগ, হেথা, সিদ্ধ হ'বে কাজ।
দিন, পক্ষ, মাস কত গত এইরূপে।
অকস্মাৎ, একদিন, আগরানিবাসী
শুনিল কঠিন রোগে কাতর শিবাজী ;
উত্থান-শকতি-হীন। কত চিকিৎসক,
হিন্দু, মুসল্মান, আসি' পরামর্শ করি',
দিল মহৌষধ ; কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন

হ'ল দেবালয়ে ; কত মস্‌জিদ-রক্ষক
লভিল কাঞ্চন-মুদ্রা ফকীরের তরে।
নিরন্তর শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্যধ্বনি শুনি'
কত ভক্ত মুসল্মান হ'ল উদ্বেজিত।
পূজার প্রসাদ-পূর্ণ পেটিকা কতই *
পরিচিত বন্ধুগৃহে চলিল নিয়ত।
বিস্মিত পথিক কত দাঁড়াইল হেরি'
পিপীলিকা-শ্রেণী সম মারাঠা-বাহক
আমান্ন-নৈবেদ্য লয়ে চলিয়াছে পথে।
মোগল প্রহরী যত, বস্ত্র উন্মোচিয়া,
দেখিত তা' কিছুদিন। বার বার কত
নিরখিবে, ভাবি' হল অসতর্ক ক্রমে।
শিবাজীর স্বাস্থ্যলাভে সহস্র পেটিকা
বাহিরিল একদিন। পূজা, মহোৎসব
চলিল দিবস ব্যাপি'। গৃহের প্রহরী
আছিল নিশ্চিন্ত মনে ; দেখিল সহসা
শিবাজীর শয্যা শূন্য। † শশব্যস্ত হয়ে
নগররক্ষক গিয়া বাদসা সমীপে
জানাইল করজোড়ে :—
"সর্ব্বনাশ, প্রভো!
পিঞ্জর রহেছে পড়ি', পলায়েছে বাজ।"

---

* আবরণ যুক্ত ঝাঁপি ; হিন্দী চলিত কথায় পেট্‌রি বা পেটারী।

† শিবাজী যেরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই পরিচিত। তিনি স্বয়ং একটী পেটিকায় এবং তাঁহার বালক পুত্র শম্ভুজী অপর একটী পেটিকায় উপবিষ্ট হইলে দুইজন বলবান মাবলী তাহা নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

চমকিত আরংজীব ; রোষে রক্ষিগণে
শাস্তি দিলা সুকঠোর ; অন্বেষণে চর
পাঠাইলা দেশে, দেশে। নগরে, প্রান্তরে,
রাজপথে, দেবালয়ে শত শত জনে,
পথিকে, বণিকে, দেবমন্দিররক্ষকে,
আশ্রমী, সন্ন্যাসী, সাধু, তীর্থযাত্রিগণে,
শিবাজী সন্দেহ করি' আনিল ধরিয়া ;
কিন্তু সত্য শিবাজীর না হ'ল সন্ধান।
উদ্বিগ্ন পাদিসা ; নিজে ডাকি' চরগণে
কহিলেন বুঝাইয়া :—
"হয়োনা হতাশ,
শিশু পুত্রে লয়ে সাথে এখন(ও) শিবাজী
পারে নাই বহুদূর করিতে গমন,
পাইবে সংবাদ তা'র, দেখ অন্বেষিয়া।
অভ্যস্ত সে দুঃখক্লেশে, নাহি জানে ভয়,
উপবাসে, পথশ্রমে না হয় কাতর।
জন্মিছে সন্দেহ, তাই, ত্যজি' লোকালয়,
হয়ত সে বনপথে করি'ছে গমন।
গর্ব্বিত প্রকৃতি তা'র, ধনীর আশ্রয়
না লইবে কখন সে এ বিপত্তিকালে।
দীনের কুটীর, সাধু-সন্ন্যাসি-আশ্রম
দেখিও খুঁজিয়া, তা'রে পাইবে তথায়।
বহু হিন্দুতীর্থে আছে মারাঠার বাস ;
রক্ষিতে শিবারে তা'রা প্রাণ দিবে সবে।
হয়ত সে, রাখি' পুত্রে আশ্রয়ে কাহার,

একাকী অরণ্যপথে চলিয়াছে এবে।
কি ক'ব অধিক ? যদি অনুগ্রহ মোর
চাহ কেহ, চাহ পদ, চাহ জাইগীর,
শিবাজীরে ধৃত করি' জানাইও মোরে।"

চলি' গেল চরগণ। পক্ষকাল পরে
মথুরা হইতে চর আসিল ফিরিয়া ;
জিজ্ঞাসিলা বাদসাহ ;—"কি সংবাদ তব ?"

বিনয়ে কহিলা দূত ঃ—

"আসিয়াছি প্রভো !
আজ্ঞা লভিবার তরে। ছিনু এতদিন
ছদ্মবেশে মথুরায় ; মারাঠা ব্রাহ্মণ
বহু বাস করে সেথা। হেরিয়াছি, প্রভো !
সুরূপ, বলিষ্ঠ এক বালকে তথায়,
শরক্ষেপে সুনিপুণ। নিরখি' তাহারে
রাজপুত-কুলে জন্ম জ্ঞান হ'ল মোর।
কিন্তু যবে সেনা লয়ে যাইনু ধরিতে,
হেরিলাম গৃহস্বামী আত্মীয় তাহার
একপাত্রে তা'র সনে করিছে ভোজন।
জিজ্ঞাসিলে আমি, বিপ্র কহিল আমারে ঃ—
'এ বালক নবাগত ভ্রাতুষ্পুত্র মোর।
কি হেতু সন্দেহ তব ? মহারাষ্ট্র মাঝে
অস্ত্রশিক্ষা দ্বিজ, শূদ্র লভে সর্ব্বজন।
রাজপুত হ'ত যদি, জন্মি' বিপ্রকুলে,
একপাত্রে ভুঞ্জিতে কি পারি আমি কভু ?
করিওনা অত্যাচার অলীক সন্দেহে ;

নির্দ্দোষী পীড়নে রুষ্ট হ'বেন পাদিসা।'
আসিয়াছি তাই, প্রভো! সুধা'বার তরে
আনিব কি সে বালকে ধৃত করি হেথা?"
"নিশ্চিত শম্ভূজী সেই"
কহিলা ভূপতি:—
"বল তুমি কি দেখিলে খাদ্য উভয়ের।"
"ফল, মূল, দুগ্ধ"
চর কহিলা বিনয়ে।
উত্তেজিত, আরংজীব কহিলা সরোষে;
"কি বলিব, ধিক্ ধিক্! হেন অর্ব্বাচীন,
এতদিন বাস তুমি করি' হিন্দুস্থানে
বুঝিলে না কি অসার ধরম হিন্দুর?
কি কাপট্য অন্তর্লীন আচারে তাহার?
আছে কি জগতে হেন মহাপাপ কোন(ও)
হিন্দু যাহা প্রায়শ্চিত্তে না জানে খণ্ডিতে?
আজ রাজপুত সনে ফলমূলাহারে
জন্মেছে যে পাপ, কাল, গঙ্গাস্নান করি'
কহিবে ব্রাহ্মণ, আমি মুক্ত হ'নু তাহে।'
হেন মূঢ় তুমি, নাহি পারিলে বুঝিতে
ব্রাহ্মণের প্রবঞ্চনা! শঠ, স্বার্থপর
আছে কি সদৃশ তা'র কাফেরের মাঝে?
অনায়াসে আপনার জীবিকা অর্জ্জিতে,
রচি' শাস্ত্র, শিখায়েছে অন্য হিন্দুগণে
পূজা, দান, ব্রত, যজ্ঞ। মায়ামন্ত্রে যেন
রাখিয়াছে দাস করি' বৈশ্য, শূদ্র সবে।

প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক ; অন্তর্য্যামী যিনি
কপট আচারে তাঁ'রে চাহে বঞ্চিবারে।
কহে মুখে সর্ব্বঘটে স্থিত নারায়ণ,
কিন্তু যদি দৈবে কভু স্পর্শে মুসল্মানে
ত্যজি' বস্ত্র, করি' স্নান, শুচি হয় তবে।
এতদিনে হিন্দুস্থান লইত ইস্লাম,
কুটিল ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্বী না হইত যদি।
হিন্দুত্ব ধ্বংসিতে, আমি বুঝিয়াছি স্থির,
বেদ, বিপ্র, অগ্রে, দুই ধ্বংস-প্রয়োজন।
শঠ ব্রাহ্মণের বাক্যে মুগ্ধ হয়ে তুমি
ত্যজি' সে বালকে হেথা আসিলে চলিয়া ?
কোথা এবে পা'বে তা'রে ? বিশ্বাস আমার,
এতদিনে, শতক্রোশ গিয়াছে সে দূরে।
তথাপি, মুহূর্ত্তমাত্র কালব্যাজ বিনা,
যাও তুমি, অন্বেষিয়া দেখ সে বালকে।
শিবাজী অভাবে যদি শম্ভুজীরে কেহ
পারে ধরিবারে, পা'বে যোগ্য পুরস্কার।"

গত মাসাধিক ; ফিরি' আসি' কোন চর
জানাইল বাদসাহে ঃ—

"এখন(ও) শিবাজী
রহিয়াছে, ছদ্মবেশে, উত্তর ভারতে।
কিন্তু বহু রাজভৃত্য কর্ত্তব্য বিস্মরি'
না ধরি'ছে তা'রে, প্রভো ! বৃথা অন্বেষণ।"

কহিলা পাদিসা কোপে ঃ—

"কি বলিলে তুমি

না ধরি'ছে তা'রে ? বল কে হেন দুর্ম্মতি।"
উত্তরিলা চর :—
"আমি করিনু শ্রবণ
ফৌজদার আলিকুলী ধরেছিল তা'রে ;
কিন্তু লক্ষমুদ্রামূল্য লভি' হীরামণি
দিয়াছে ছাড়িয়া ; প্রভো ! শুনিয়াছি যাহা
কহিনু তা' ; সত্য, মিথ্যা জানেন ঈশ্বর।"
"নহে অমূলক, চর !"
কহিলা পাদিসা :—
"বহুদিন হ'তে আমি চিনি দুরাত্মারে,
অর্থলোভী, অকৃতজ্ঞ ! যোগ্য শিক্ষা পা'বে
প্রীত হ'নু কার্য্যে তব ; রাখিব স্মরণে ;
যাও তুমি, পুনর্ব্বার দেখ অন্বেষিয়া।"
ফিরিল তৃতীয় চর মাসত্রয় পরে,
জানাইল বাদসাহে :—
"শিবাজীরে, প্রভো !
দেখে'ছিনু চলিবারে তীর্থ-জগন্নাথে,
অশ্ব-আরোহণে, হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে।
শুনি' লোকমুখে এক নবীন সন্ন্যাসী,
চতুর্গুণ মূল্য দিয়া সুবর্ণমুদ্রায়,
করিয়াছে অশ্বক্রয় ; বুঝিনু তখনি
শিবা সেই ; লয়ে সাথে সৈনিক-প্রহরী
ধাইনু পশ্চাতে ; কিন্তু না হ'ল সাহস
আক্রমিতে তা'রে। দেখি' বাদসাহী সেনা
বাজাইল তুরী তা'র অনুচর এক ;

অমনি হুঙ্কার ছাড়ি', উলঙ্গিয়া অসি,
সহস্র সন্ন্যাসী আসি' বেড়িল তাহারে।
শতজন ছিনু মোরা ; বৃথা সেনাক্ষয়
অনুচিত, এই ভাবি' ত্যজিনু সমর।
শুনিনু অদূরে ছিল নাগার আশ্রম,
শিবাজীরে রক্ষা তা'রা করিল সঙ্কটে।"
"নাগা"! "নাগা"!
সবিস্ময়ে কহিলা পাদিসা :—
"শুনি নাই আর কভু ; কে তাহারা বল!"
"উলঙ্গ সন্ন্যাসিদল"
উত্তরিলা চর :—
"রহে নানা তীর্থে শত, সহস্র সংখ্যায়।
না জানে প্রাণের মায়া ; অসিযুদ্ধে সবে
সুনিপুণ ; দেয় প্রাণ গুরুর আদেশে।"*
"ছিলে শত জন যদি"
রুষ্ট আরংজীব
জিজ্ঞাসিলা :—
"কেন সবে বিনা রক্তপাতে
ছাড়িলে শিবারে? ভীরু, কাপুরুষ দল!
এই বীর্য্য, এ সাহস লয়ে কি তোমরা
রক্ষিবে সাম্রাজ্য মোর? একজন(ও) যদি
না ফিরিত যুদ্ধ হ'তে, কি হইত ক্ষতি?
পরাজয় হ'তে এই পলায়নে তব

---

* এই নাগা সন্ন্যাসিদল অনেক হিন্দু নরনারীকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

দ্বিগুণ আস্পর্দ্ধা, গর্ব্ব জন্মিবে হিন্দুর।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হেরি' পলায় যে জন,
স্থান তা'র উপযুক্ত রমণী-সমাজে।
দূর হও; মুখ তব চাহিনা দেখিতে।
অস্ত্রাঘাত লয়ে বুকে আসিতে যদ্যপি,
বুঝিতে কি ফল ফলে সেবি' দিল্লীশ্বরে।"*

বিদায় লইলা দূত। ত্যজিয়া আসন,
ছাড়ি' শ্বাস, আরংজীব লাগিলা ভাবিতে।
কি দুর্ভাগ্য রাজপদ-প্রভুত্ব-অর্জ্জন!
আপনারে পরহস্তে হয় সমর্পিতে।
চর, সৈন্য, সেনাপতি, মন্ত্রী, সুবাদার
কেহ মূঢ়, কেহ ভীরু, প্রতারক কেহ,
এই লয়ে সর্ব্ব কার্য্য হয় সাধিবারে।
জড়বুদ্ধি, নিরুদ্যম মিলে শত শত;
সহস্র জনের মাঝে কভু এক জন
মিলে কার্য্যপটু, চিত্ত বুঝে যে প্রভুর।
নিজ কার্য্য নিজে যদি পারিতাম আমি
সাধিবারে, মনোমত, তুচ্ছ হিন্দুস্থান,
আসমুদ্রক্ষিতি হ'ত পদানত মোর।

ক্রমে কাল গত। কোন(ও) না হ'ল উদ্দেশ,
বুঝিল আগরাবাসী নিষ্ফল প্রয়াস,
শিবাজী না হ'বে ধৃত। নানা বেশ ধরি'
জনশ্রুতি লোকমাঝে হইল প্রচার।

---

* পলায়নকালীন ঘটনা কয়টীর মূল অধ্যাপক সরকারের Shivaji and his Times গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। শাখা-পল্লব কাব্যকারের সংযোজিত।

রটিল সন্দিগ্ধ জন, জয়সিংহ-গৃহে
লভিয়া আশ্রয় শিবা রহিয়াছে তথা।
কেহবা কহিল, ধরি' পক্ষি-কলেবর
শিবাজী আপন রাজ্যে গিয়াছে উড়িয়া।
কহিল অপরে, নদী-সন্তরণ-কালে
বিকট কুম্ভীর এক গ্রাসিয়াছে তা'রে।
হৃষ্ট আরংজীব, শুনি' ভাবিলা অন্তরে,
তা'ই হ'ক্, তা'ই হ'ক্, ঘুচুক আপদ।
অবশেষে চর এক, বর্ষকাল পরে,
নিবেদিল আরংজীবে ঃ—
"অশ্বপাল-বেশে
ছিনু, প্রভো! রায়গড়ে।"
ব্যগ্র আরংজীব
জিজ্ঞাসিলা ঃ—
"রায়গড় সেনা আমাদের
এখন(ও) কি অধিকার করে নাই, চর?"
"কি শক্তি"
কহিল চর, জুড়ি' করযুগ,
"করিবে তা' অধিকার? মাতা শিবাজীর
উন্মুক্ত কৃপাণ করে করি'ছে রক্ষণ;
নাহি শক্তি কা'র(ও) তাহে করিতে প্রবেশ।
হেন তেজস্বিনী, হেন বুদ্ধিমতী নারী
দেখি নাই কোথা, প্রভো!"
কহিলা পাদিসা ঃ—
"এ নহে বিচিত্র, সর্প জন্মে সর্পী হ'তে;

ব্যাঘ্রী-গর্ভে জন্মে ব্যাঘ্র। বল এবে তুমি
সংবাদ যা' আছে অন্য। শিবাজী কি ফিরি'
গেছে পুনঃ রাজ্যে তা'র ?"

উত্তরিল দূত :—

"সন্ন্যাসী, সুদীর্ঘশ্মশ্রু, জটাজূটধারী
আসি' সেথা, এক দিন, ডাকি' দুর্গপালে
কহিলা :—'সংবাদ দাও ; রাজমাতা সনে
আছে প্রয়োজন মোর ; পুত্রের সংবাদ
দিব তাঁ'রে।' শ্রুতিমাত্র ব্যগ্রা জিজাবাই
আসন, পাদ্যার্ঘ লয়ে রহিলা বসিয়া।
সন্ন্যাসী, প্রবেশি' গৃহে, দণ্ডবৎ হয়ে,
পড়িল চরণে তাঁ'র। চমকিতা জিজা
জিজ্ঞাসিলা, 'কেন তুমি প্রণমিছ মোরে,
সন্ন্যাসী! প্রণম্য মোর ?' উত্তরিলা সাধু,
'সর্ব্বদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি, মা আমার!
তাই নমিতেছি পদে।' শুনি' কণ্ঠস্বর
বাহু প্রসারিয়া জিজা ধরিলা সাধুরে,
সিক্ত হ'ল দুই বক্ষ নয়নের জলে।
অমনি ইঙ্গিত মাত্র অন্তঃপুর হ'তে
প্রধ্বনিল শুভ শঙ্খ ; বিজয়-পতাকা
উড়িল দুর্গের শিরে। বজ্রনাদে ঘন
গর্জ্জিল কামান কত ; প্রতিধ্বনি তা'র
সহ্যাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠিল গম্ভীরে।
মহারাষ্ট্রে, গৃহে গৃহে, সে শুভ সংবাদ
প্রচারিল বায়ুবেগে। পূজা, হোম, পাঠ

নিয়ত চলি'ছে সেথা। মহারাষ্ট্রী সেনা
দলে দলে ছুটিয়াছে রায়গড় পানে ;
করিতেছে অর্থদান মহানন্দে প্রজা।
ডাকি' পুত্রে, হর্ষে, কত কহি'ছে জননী ;
'ফিরেছেন রাজা, যাও সেব গিয়া তাঁরে'।
ভুলি' নিজ কাম্য, ইষ্ট দেব, দেবী স্থানে
রাজার কুশল মাত্র মাগিতেছে লোক।
কৃষক, বণিক হর্ষে রাজসৈন্য তরে
সঞ্চয় করি'ছে খাদ্য, বস্ত্র, অশ্ব, যান।
শূল, অসি, ধনুর্ব্বাণ গ্রামে গ্রামে পুনঃ
গড়িতেছে কর্ম্মিদল। মোগলের করে
শিবাজী বিজিত, বন্দী ছিল এক দিন
হয়েছে স্বপনমাত্র ; চিহ্ন নাহি তা'র।
মাবল, কঙ্কন, দেশ সম উত্তেজিত ;
কি ব্রাহ্মণ, কি মারাঠা গৃহীতাস্ত্র সবে।
কেন এ আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, কেবা সে সন্ন্যাসী,
কা'র ইন্দ্রজাল-বলে শুষ্ক অস্থি মাঝে
আবার জীবন নব হয়েছে সঞ্চার,
বিচারিয়া, জাঁহাপনা! দেখুন অন্তরে।"
নীরব হইলা দূত। রোষে ছাড়ি' শ্বাস
কহিলেন আরংজীব ঃ—"সত্য ইন্দ্রজাল
জানে মহারাষ্ট্রী চোর, পার্ব্বত্য মূষিক।
করিনু সঙ্কল্প স্থির, মহারাষ্ট্র-জয়
করিব নিশ্চিত, ভাগ্যে ঘটুক যা' ঘটে।"

অষ্টাদশ সর্গ।

তুষার-সম্পাতে তরু পত্র-পুষ্প-হীন
রহি', পুনঃ, বসন্তের প্রাণদ পরশে
নবপত্রে, নবপুষ্পে, নবীন পল্লবে
হয় যথা সুশোভিত ; আবার যেমন
বিহগ কুলায় নব বাঁধে তা'র শাখে ;
ছুটে মধুকর তা'র ফুল-মধু আশে ;
সমীর ব্যজন করে। মহারাষ্ট্রবাসী,
আগ্রা হ'তে শিবাজীর প্রত্যাগম' সনে,
তেমতি নবীন বলে বলী হ'ল পুনঃ
লভিয়া নবীন প্রাণ। জন্মিল বিশ্বাস,
আপনি ভবানী, ভক্তদুঃখনিবারিণী,
রক্ষি'ছেন শিবাজীরে। তা' না হলে, বল,
কোথায় আগ্‌রা, কোথা মহারাষ্ট্রদেশ,
নদীগিরিবনে পূর্ণ, শ্বাপদসঙ্কুল,
প্রতিপদে গুপ্তচর ফিরি'ছে পশ্চাতে,
অতিক্রমি' হেনপথ কে পারে ফিরিতে ?
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা তরে জনম যাঁহার
কা'র শক্তি রোধে তাঁয় ? বিশ্বাসে সবল
আবার মারাঠা সৈন্য পশিল সমরে।
গত দিন, গত মাস, এক এক করি',
মোগলের হস্তগত দুর্গ, রাজ্য পুনঃ
হ'ল ক্রমে অধিকৃত। ঝটিকার বেগে
মহারাষ্ট্রী সাদী যবে ধাইত পশ্চাতে,

ত্যজি' অস্ত্র, খাদ্য, অশ্ব, ত্যজিয়া শিবির
পলাইত প্রাণ লয়ে মোগল সেনানী।
কভু দিবা দ্বিপ্রহরে, কখনও নিশীথে,
প্রবল ঝটিকা মাঝে, নিদারুণ শীতে
নিরখিলে অসতর্ক মোগল সৈনিকে
কোথাও ফিরঙ্গ, কোথা প্রতাপ গুজ্জর
কোথাও তানাজী, কোথা শিবাজী আপনি
পড়িতেন অকস্মাৎ। ভাবিত মোগল,
শিবাজী কি সর্ব্বব্যাপী? এই সন্ধ্যাকালে
শুনিল, যোজন দূরে দাঁড়ায়ে শিবাজী
মোগলের খাদ্যবাহী শকট আক্রমি'
করি'ছেন ভস্মশেষ। নিশীথে শুনিল,
মুহুর্ম্মুহু তোপধ্বনি; বুঝিল শিবাজী,
অতর্কিত অধিকার করি' দুর্গ কোন(ও),
করি'ছেন নিজজনে প্রবেশ-সঙ্কেত।
প্রভাতে হেরিল, করে উন্মুক্ত কৃপাণ,
শিবাজী, সৈনিক লয়ে, শিবির সম্মুখে,
আসীন তুরগপৃষ্ঠে, আক্রমণোদ্যত।
যুঝি' প্রভঞ্জন সনে মহীরুহ যথা
ছিন্নপত্র, ভগ্নশাখ হয়, ক্রমে ক্রমে,
তেমতি মোগল সৈন্য হ'ল হতবল।
তৃপ্ত মহারাষ্ট্রবাসী। পুলকিতা জিজা,
একদিন, তানাজীরে কহিলা ডাকিয়া:—
"সিংহগড় এখনও না হ'ল উদ্ধার,
শেলসম বাজে বুকে; নাহি কি উপায়?"

কহিলা তানাজী ঃ—

"মাতঃ ! চিন্তিতা কি হেতু ?

উদ্ধারিব সিংহগড় ।"

শুনিয়া অমনি,

লয়ে দীপ হর্ষে তাঁ'র পরশি' ললাট,

আশিস্ করিলা জিজা। এই হ'ল স্থির,

তানাজী, আপন ভ্রাতা সূর্য্যাজীরে লয়ে,

মাবলী সৈনিক সহ, গভীর নিশীথে,

করিবেন আক্রমণ ; সিদ্ধ হ'বে কাজ ।

মাঘের দুরন্ত শীতে কম্পান্বিত লোক,

পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথ শিশির-সম্পাতে,

তুষারশীতল শিলা। দুরারোহ গড়,

শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত, রক্ষিত প্রাকারে ;

কা'র শক্তি প্রবেশিবে ? আরব, পাঠান,

রাজপুত সেনা লয়ে মোগল সেনানী

মহাবীর উদেভান রক্ষি'ছেন তাহা ।

চিন্তিত তানাজী মনে করেন বিচার,

কি কৌশলে সিংহগড় হ'বে অধিকৃত ।

লম্ববৎ গিরিদেহ, শক্তি নাহি কা'র(ও)

আরোহণ করে তাহা । চিন্তি' বহুক্ষণ

শিবাজীর সুশিক্ষিত গোধা এক লয়ে,

কটিদেশে বাঁধি' রজ্জু, পাঠাইলা তায়,

দুর্গমাঝে, গিরিচূড়ে। চোষক অঙ্গুলি

লগ্ন করি' শিলাদেহে, সুতীক্ষ্ণ নখর

করি' দৃঢ় সমাবদ্ধ, দক্ষ সরীসৃপ

রহিল তথায় স্থির। কটিবদ্ধ তা'র
অবলম্বি' রজ্জু, দুর্গে উঠিয়া, তানাজী *
বাঁধিলা সে রজ্জু কোন শিলাস্তূপ সনে।
ধরি" একে একে, বহু মাবলী সৈনিক
উঠিল গিরির শিরে। পদশব্দ শুনি'
আসিল প্রহরী এক ; কিন্তু তানাজীর
অব্যর্থ সায়কে ভূমে পড়িল নিমেষে।
অমনি আসিল ছুটি' দুর্গরক্ষী যত ;
বাধিল বিষম রণ। বীর রাজপুত,
বিক্রান্ত মাবলী, কেহ নহে কা'র(ও) ন্যূন।
কৃষ্ণা নবমীর জ্যোৎস্না আঁধার-জড়িত,
শত্রু, মিত্র কেহ কা'রে না পারে চিনিতে,
তবু হানে পরস্পর। হেরিয়া সঙ্কট
মদমত্ত করী এক, যুদ্ধে সুনিপুণ,
পাঠাইলা উদেভান। অঙ্কুশ-আঘাতে

---

*সিংহগড় বিজয়ের এই বর্ণনা গ্রাণ্টডফ ও পারাসনিস উভয়ের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত অত্যুক্তি-দূষিত বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছি। গোধার সাহায্যে এইরূপে দুর্গ আরোহণ মহারাষ্ট্রে বহু প্রচলিত ছিল। তস্করেরা এইরূপে দুরারোহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে বলিয়া প্রামাণিক গ্রন্থেও উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

Captain Robinson, renowned as a hunter of tigers on foot in the old days of Muzzle-loading rifles, has told me the following unique use to which these large lizards are put by ingenious thieves in India. In order to be able to get over a wall too high for climbing without assistance, the thief provides himself with a strong lizard, ties a rope round its waist and lets the animal go, when it at once scales the mud wall by its strong and sharp claws, and jumps down on the other side. The weight of the lizard, which moreover, holds vigorously on to the ground, and the friction of the rope on the top of the wall, are sufficient to help the man over! The Cambridge Natural History Vol. VIII. by Hans Gadow M. A., Ph. D. (Jena) p. 546.

সংক্রুদ্ধ বারণ বেগে আসিল ছুটিয়া ;
দলিল চরণে কা'রে, শুণ্ডে জড়াইয়া
আছাড়িল কোন জনে। নিরখি' তানাজী,
করাল কৃপাণ করে হয়ে অগ্রসর,
একাঘাতে শুণ্ড তা'র ফেলিলা ছেদিয়া ;
পলাইল গজরাজ বিকট চীৎকারি'।
বারণ বিজিত হেরি' নিজপুত্রগণে
পাঠাইলা উদেভান। মৃগরাজে যথা
দীর্ঘ শৃঙ্গ আস্ফালিয়া ঘিরে মৃগদল,
তেমতি ঘিরিল তা'রা আসি' তানাজীরে।
কিন্তু লম্ফে লম্ফে বীর প্রচণ্ড আঘাতে
বিনাশিলা সর্ব্বজনে। শ্রান্ত হ'ল দেহ,
সিক্ত হ'ল কলেবর শোণিত-ধারায়,
অসি অবলম্বি' বীর ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
প্রবেশিলা উদেভান সমর মাঝারে,
অসমসাহসী বীর ; দীর্ঘ-স্থূল-বপু,
বারণ সদৃশ বলী। খড়গাঘাতে তা'র
মাবলী সৈনিক কত লুটিল ভূতলে।
ছিন্নশির, ভিন্নবক্ষ। সিংহনাদ করি'
ডাকিলা তানাজী তাঁয়। দুই মহাবীরে
বাধিল তুমুল রণ ; খড়গ-খড়গাঘাতে
ছুটিল স্ফুলিঙ্গ, দীপ্ত খদ্যোতের প্রায়।
প্রবাহিল রক্তস্রোত ; কেহ নহে উন ;
বিস্ময়ে উভয় দল রহিল চাহিয়া।
এই জয়ী উদেভান, দারুণ প্রহারে

তানাজীর বাম বাহু করিলা অবশ;
আহত শার্দ্দূল সম অমনি তানাজী,
লম্ফ দিয়া, অরাতির শিরস্ত্রাণ 'পরে
হানিলা প্রচণ্ড খড়গ, ভূলুণ্ঠিত অরি।
এইরূপে হ'ল যুদ্ধ প্রহর অবধি;
শ্রান্তদেহে, অবশেষে, পড়িলা তানাজী;
উঠিল গর্জ্জন করি' দুর্গরক্ষী যত।
সন্ত্রস্ত মাবলিগণ ভাবিল অন্তরে
নাহি জয়-সম্ভাবনা, পলায়ন শ্রেয়ঃ।
নিরখি' সূর্য্যাজী, ত্বরা হয়ে অগ্রসর,
কহিলা গম্ভীরস্বরে :—
"বীরেন্দ্র তানাজী;
তাঁ'র দেহ রণক্ষেত্রে ত্যজি' কি তোমরা
চাহ পলাইতে সবে? শৃগাল, কুক্কুর
হয় ত ভক্ষিবে, নহে স্পর্শিবে যবন;
এ কি বীরোচিত? যবে শুনিবেন রাজা
এ সংবাদ, মুখ তাঁ'রে দেখা'বে কেমনে?"
ফিরিল মাবলিদল; শার্দ্দূল-প্রতাপে
আক্রমিল পুনর্ব্বার দুর্গরক্ষিগণে,
প্রচণ্ড কৃপাণ করে। সে ভীষণ বেগ
না পারিল সহিবারে আরব, পাঠান,
হইল ভূতলশায়ী। ভয়ে লম্ফ দিয়া
গিরিশৃঙ্গ হ'তে পড়ি' চূর্ণ হল কেহ,
পলাইল কোন জন। বীর উদেভান
বিপুল বিক্রমে যুঝি' পড়িলা সমরে;

হতশেষ ছিল যা'রা বন্দী হ'ল সবে।
না হ'তে প্রভাত দূত শিবাজীরে গিয়া
জানাইল যুদ্ধবার্ত্তা। অশ্রুসিক্ত বীর,
আঘাতি' ললাট নিজ, কহিলা বিষাদে :—
"জিত সিংহগড়, কিন্তু সিংহ কোথা মোর।"
শুনিলেন বীরবর মন্দির ধ্বংসিতে
আরংজীব করেছেন আদেশ্ প্রচার।
হিন্দুর পবিত্র তীর্থ মোক্ষধাম কাশী
কলুষিত, চূর্ণ বিশ্বনাথের মন্দির ;
প্রতিজ্ঞা করিলা বীর প্রতিবিধানিতে।
মক্কাযাত্রী মুসল্মান সুরাটনগরে
করে পোত আরোহণ। মক্কাদ্বার বলি'
সুরাট পবিত্র তাই। নানাদেশাগত
পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ পুরী। বিপুল বিক্রমে
আক্রমিলা মহাবীর সুরাটনগরী ;
পর্ব্বতপ্রমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মণি
লভিলা নগর হ'তে। মোগলবাহিনী
দাঁড়াইলা রোধি' পথ ; কিন্তু বীরবর,
বিদারিয়া ব্যাধব্যূহ কেশরী যেমতি
আপন বিবরে ফিরে ধৃতপশু লয়ে,
তেমতি, প্রচণ্ড বলে ধ্বংসি' শত্রুসেনা
ফিরিলেন রায়গড়ে জয় জয় রবে। *
মহাক্রুদ্ধ আরংজীব শুনি' এ সংবাদ ;

* বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সুরাট লুণ্ঠন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর।
Professor Sarcar's History of Auranzib. Vol. III. P. 440.

রণদক্ষ সেনাপতি মহাবৎ খাঁয়ে
আদেশিলা শিবাজীরে চূর্ণিবার তরে ;
কহিলা :—
"মারাঠাদল গুপ্ত আক্রমণে
সুনিপুণ, নাহি জানে সম্মুখ সমর।
কোন(ও)রূপে তা'সবারে রণক্ষেত্রে আনি'
আক্রমিও ভীমবলে, হ'বে যুদ্ধজয়।"
সাল্‌হের দুর্গের পথ করি' অবরোধ
রহিল মোগলসেনা। অশ্ব, পদাতিক,
গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, অসিশূলধারী
দাঁড়াইল যুঝিবারে। বিপুল শিবির,
নানাবর্ণ মহামূল্য বসনে রচিত,
স্বর্ণময় ধ্বজদণ্ড শোভে মধ্যস্থলে,
উড়ে তাহে পত্ পত্ পতাকা বিশাল,
প্রলম্বিত দ্বারদেশে চারু যবনিকা
রজতকাঞ্চনময়, ব্যাপি' ক্রোশাধিক
বিরাজিল এক দিকে। উষ্ট্র, হস্তী, খর,
ভারবাহী বৃষ, যান, পল্যঙ্ক, শিবিকা,
শিকারী কুক্কুর, বাজ, বাদ্যকর-দল,
আবরি' যোজন ভূমি, রহিল পশ্চাতে।
আরব, ঈরাণ, রূম নানা দেশজাত,
সুমার্জ্জিত, স্থূলকায় তুরঙ্গম-দল,
শোভে পৃষ্ঠে সুখস্পর্শ বিচিত্র পর্য্যাণ,
দিব্যবেশ, মহাবপু আরোহীরে লয়ে
দাঁড়াইল ব্যূহবদ্ধ। অন্য দিকে তা'র

মারাঠা শিবির, শুভ্র বসনে রচিত,
নাহি তাহে নৃত্যকক্ষ, স্নানপানাগার,
বিলাস-সম্ভার-শূন্য, ভোগ-সজ্জা-হীন
বিরাজিল সুবিন্যস্ত। মোগল সৈনিক
মারাঠার হেরি' অশ্ব, হেরি' বেশভূষা,
বিভূতি-রুদ্রাক্ষমাল্য, চনক-ভোজন
ব্যঙ্গপরিহাসে রত হ'ল পরস্পর।
শিবা শব্দে শ্লেষ করি' সুরসিক কেহ,
অভিজ্ঞ মারাঠী ভাষে, কহিল :—"শিবা-জী!
হরিতে কুক্কুট-শিশু আসি' নিশাযোগে,
আজ পাইয়াছি দেখা, কাটিব লাঙ্গুল।"
শপথ করিয়া কেহ কহিল অপরে :—
"দণ্ডমাত্র রণক্ষেত্রে রহে যদি তা'রা
এক জন(ও) মারাঠার না ফিরিবে গৃহে।"
শুনিল তা' চরমুখে মারাঠা সৈনিক,
অধর দংশিয়া মাত্র দিল প্রত্যুত্তর।
  শিবাজী বুঝিলা এই সাল্‌হের সমরে
আপনার বলাবল হ'বে বিনির্ণীত।
পরামর্শ করি', তাই, রক্ষক-স্বরূপে,
গুপ্ত সৈন্যদল লয়ে, রহিয়া অদূরে,
আদেশিলা, দুই দলে ভাগ করি' সেনা,
আক্রমিতে শত্রুসৈন্য দুই পার্শ্ব হ'তে।
একের নায়ক বীর প্রতাপগুজ্জর,
মোরোপন্থপিংলে নেতা অপর দলের।
পূর্ণ করি' গিরিপাদ মোগল বাহিনী,

অগ্রে গোলন্দাজ, পিছে পদাতিকগণ,
দুই পার্শ্বে মহাবল অশ্বারোহি-সেনা,
দাঁড়াইল শ্রেণীবদ্ধ। মারাঠা সৈনিক
অগ্রে অশ্বারোহী, পার্শ্বে পদাতিক লয়ে,
দাঁড়াইল দুই দিকে। মোগল সেনানী
একলাস বিচারিলা উত্তম সুযোগ,
একে একে, দুই দল করিব সংহার।
আদেশিলা সাদিবৃন্দে প্রতাপে প্রথমে
করিবারে আক্রমণ। চতুর প্রতাপ,
পলায়ন ভান করি', ছুটিলা অমনি;
ধাইল মোগল পিছে। স্থূল অশ্বদল,
অস্ত্রে, শস্ত্রে ভারাক্রান্ত আরোহীরে লয়ে,
না পারিল বহুদূর পশ্চাৎ-ধাবনে,
হ'ল শ্রান্ত, মন্দগতি। মারাঠা তুরগ,
লঘুদেহ, দৃঢ়কায়, অভ্যস্ত ভ্রমণে,
রহিল অশ্রান্ত, বলী। বুঝিয়া সুযোগ
প্রতাপ, সহসা ফিরি', ঝঞ্ঝাবাত সম,
পড়িলা শত্রুর 'পরে। অমনি ইঙ্গিতে
মোরোপন্থ দূর হ'তে আসিলা ছুটিয়া।
বাধিল বিষম রণ। নিমেষ মাঝারে
কত পদাতিক ভূমে হইল লুণ্ঠিত,
শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব কত ছুটিল হ্রেষিয়া।
উদগীরিয়া ধূম, লোল শিখা প্রসারিয়া,
গর্জ্জিল কামান ঘন। বিদ্যুৎ-প্রভায়
ঝলসিল তীক্ষ্ণ অসি। প্রদীপ্ত গোলক

অব্যর্থ সন্ধানী কত মাবলীয় করে
বিনিক্ষিপ্ত শন্ শন্ ছুটিল আকাশে।
যথায় সঙ্কট তথা গরজি' গম্ভীরে
"হর হর মহাদেব" দাঁড়ান প্রতাপ ;
অমনি দ্বিগুণ বলে মারাঠা সৈনিক
আক্রমে অরাতিগণে। মোরোপন্থ বীর,
ললাটে বিভূতি-রেখা, শুভ্র পরিচ্ছদ,
সুদৃঢ় কার্ম্মুক করে, দ্রোণাচার্য্য সম,
দাঁড়ান যেখানে আসি', মোগল সেনানী
সেখানে প্রমাদ গণি' ভঙ্গ দেয় রণে।
এইরূপে গত হ'ল দ্বিতীয় প্রহর ;
উঠিল প্রভাতরবি মধ্যাহ্ন গগনে,
মধ্যাহ্ন তপন ঢলি' পড়িল পশ্চিমে,
তথাপি বিরাম নাই। মোগল সৈনিক,
নায়ক, সেনানী কত, অভ্যস্ত বিজয়ে,
দলে দলে, রণভূমে করিল শয়ন ;
টলিল মোগল-ব্যূহ। প্লাবনে যেমতি
তটজাত তরু, যুঝি' তরঙ্গের সনে,
পড়ে শেষে উন্মূলিত ; মোগল বাহিনী
বিচলিত ভাসমান হইল তেমতি।
বিংশতি সহস্র সৈন্য পাঠান, মোগল
হ'ল হতাহত বন্দী। অরাতি-শিবির,
হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র, কোষ লভিলা শিবাজী।
হেন পরাজয় কভু মারাঠার করে
ঘটে নাই মোগলের। কাব্যে, ইতিহাসে

সাল্‌হের সমর র'বে চিরস্মরণীয়। *
 সন্তৃপ্ত শিবাজী; করি' আলিঙ্গন দান,
তুষিলা প্রতাপে, মোরোপন্থে প্রণমিলা।
নিরখিতে রণভূমি, নিজ জনে লয়ে,
বাহির হইলা বীর। কি দৃশ্য করুণ!
শোণিত-কর্দ্দমে লিপ্ত, অশ্ব-হস্তি-পদে
দলিত; নিষ্পিষ্ট দেহ পড়ি' নানাস্থানে।
কোথা বিদারিতবক্ষ আগ্নেয় গোলকে,
বিচূর্ণিতশির সাদী যায় গড়াগড়ি।
শূলে উৎপাটিত নেত্র, আহত কৃপাণে,
তুরঙ্গম কোথা পড়ি' আছাড়িছে পদ।
ছিন্নশুণ্ড, শোণিতাক্ত, বিকৃতদর্শন
ছুটে গজরাজ কোথা উন্মত্তের প্রায়।
গিরিচর বৃক, কোথা, সন্ধ্যার তিমিরে
আবরিয়া দেহ, ছিন্ন নরমুণ্ড লয়ে

* The Moghuls recovered their order and rallied to the last; but they were charged, broken and routed with prodigious slaughter! 22 officers of note were killed and several of the principal commanders wounded and made prisoners, * *. This victory was the most complete ever achieved by Shivaji's troops in a fair fought action with the Moghuls and contributed greatly to the reputation of the Marathas. Grant Duff's History of the Marathas. Vol. I, P. 207.

Only two thousand men, with Iklas Khan and his lieutenant Bahlal Khan, escaped from the rout. The rest of the Moghal army, about twenty thousand strong, either fell on the field or surrendered. Six thousand horses, one hundred and twenty-five elephants and a vast spoil of jewels and treasure became the prize of the conquerors. But the gain in prestige was greater still. Kincaid and Parasnis' History of the Maratha People. P. 235.

কামড়িছে বার বার। গুল্মবনে কোথা
লয়ে কর, পদ ফেরু চর্ব্বি'ছে পুলকে ;
জ্বলন্ত কন্দুকে দগ্ধ স্কন্ধাবার কত
এখনও ধূমশিখা করে উদ্গীরণ।
এখনও আহত জন মৃত্যু-যাতনায়
করে আর্ত্তনাদ, ডাকে 'জল জল জল'।
ব্যথিত হৃদয় বীর, স্বভাবকরুণ,
আহত সৈনিকগণে আদেশিলা ত্বরা,
শত্রু, মিত্র অবিভেদে, অতি সাবধানে,
লইবারে রায়গড়ে। আপনি তথায়
করিলা ব্যবস্থা পথ্য, চিকিৎসার তরে।
লব্ধস্বাস্থ্য, গৃহগামী মোগল সৈনিকে
পুরস্কার-দানে পরে করিলা বিদায় ;
আশীর্ব্বাদ করি' তা'রা গেল গৃহে চলি'। *
বুঝিল মোগল সৈন্য আপাতকঠোর
পাষাণের মাঝে বহে কি সুস্নিগ্ধ ধারা ;
বুঝিল বিজিত হিন্দু লুপ্তবীর্য্য নয়।

* Shivaji treated prisoners of rank, who were sent to Raigurh, with distinction, and when their wounds were healed he dismissed them in an honourable manner. Grant Duff's History of the Marathas. Vol. I, P. 207.

To the wounded prisoners Shivaji behaved with great humanity. He tended their wounds and, when well, dismissed them with presents.

Kincaid and Parasnis' History of the Maratha People. P. 235 foot-note.

উনবিংশ সর্গ।

এই সেই রায়গড়, সহ্যাদ্রির শিরে
মহার্হমুকুটরূপী। এক দিন যথা
হিন্দুর হিন্দুত্ব, রাজধর্ম্মে মূর্ত্তিমান,
হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত, বহুযুগ পরে ;
হে পাঠক ! সসম্ভ্রমে, এস তা'র মাঝে।

বিশাল, উন্নত শৃঙ্গ, ক্রোশপ্রায় ব্যাপী,
পার্শ্বে উপত্যকা অর্দ্ধ ক্রোশ পরিসর,
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে প্রকৃতির করে
সুরক্ষিত, দুরারোহ। পশ্চিমে প্রাচীর
কঠিন পাষাণখণ্ডে সুদৃঢ় গঠিত।
আবেষ্টিয়া গিরিদেহ বক্র, দীর্ঘপথ
উঠিয়াছে মহাকায় অজগর সম।
বিরাজিত শিরে তা'র সুবিশাল দ্বার,
বিপুল প্রহরি-মঞ্চে, বপ্রে দৃঢ়ীকৃত।
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্জয় গড় ; প্রকৃতি আপনি,
নিবিড় জলদজালে, বরষাসঞ্চারে,
রাখেন অদৃশ্য করি' মায়াপুরী সম।
দুর্গ অভ্যন্তরে শোভে প্রাসাদ, মন্দির,
পথ, হট্ট, জলাশয়, সৈনিকনিবাস।
কোথা শস্যাগার, কোথা অশ্বহস্তিশালা,
কোথা অস্ত্র-গৃহ, কোথা বিচার-ভবন।
শূন্যে অবস্থিত পুরী, জ্ঞান হয় হেরি'
দ্বিতীয় অলকা এই কৈলাসভূধরে।

আগত নিদাঘ এবে। মেঘহীন নভঃ,
সুখোষ্ণশীতল বায়ু বহে গিরিশিরে ;
শ্যামপত্র-পরিচ্ছদে শোভে তরুদল ;
আনন্দে বিহগকুল তুলে কলধ্বনি ;
উল্লাসিত রায়গড়, কর্ম্মসমাকুল।
অসংখ্য শকট, বলীবর্দ্দসংযোজিত,
বস্ত্রাবাস, পূজাদ্রব্য, মৃদ্ভাণ্ড, তৈজস,
ঘৃত, তৈল, শর্করার গুরুভার বহি',
উঠিতেছে গিরিপথে মন্থর গমনে।
শত শত ভারবাহী তীর্থোদক লয়ে,
শ্রান্তদেহে, পথপার্শ্বে, ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
নিশীথে আলোক জ্বালি' কর্ম্মিদল মিলি'
গড়ে দেবমূর্ত্তি, রচে স্কন্ধাবারশ্রেণী।
নিম্নে উপত্যকা, ঊর্দ্ধে দুর্গের প্রাচীর,
যথা সমতল, যথা সুলভ সলিল,
পর্ণশালা, বস্ত্রাবাস বিরচিত তথা।
নানাকার্য্যে রত লোক, শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
উল্লাস, আনন্দ যেন ব্যক্ত প্রতি মুখে।
গর্ব্বিত মারাঠাজাতি শিবাজীর জয়ে ;
পুত্রে অরিন্দম হেরি' পুলকিতা জিজা ;
বিধ্বস্ত যবন বুঝি' তৃপ্ত রামদাস ;
অমাত্য, সচিব গর্ব্বী প্রভুর গৌরবে।
বিচারেন সর্ব্বজন, যাঁ'র বাহুবলে
পরাজিত দিল্লীশ্বর, নত বিজাপুর,
অতুল ঐশ্বর্য্য যাঁ'র, রাজ্য সুবিশাল,

প্রতাপে, গৌরবে যাঁ'র তুল্য নাহি কেহ,
নিজামসাহীর দত্ত রাজোপাধি লয়ে
র'বেন কি তৃপ্ত তিনি ?* রাজ্যে স্বোপার্জ্জিত
কেন না হ'বেন তিনি ছত্রপতি ভূপ,
নিজগুণে মহীয়ান ? দিবাকর যথা
আপন কিরণজালে প্রোজ্জ্বল আপনি।
নহে অসঙ্গত কথা ; অনুমতি তাই
দিয়াছেন বীরবর অভিষেক তরে ;
তাই এই আয়োজন, এ মহাজনতা।
কিন্তু রাজ-অভিষেক বহুবর্ষমাঝে
হয় নাই মহারাষ্ট্রে ; অবিদিত লোক
অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তা'র ; কে করে সাধন ?
বারাণসীবাসী বিপ্র গগাভট্ট নাম,
শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয়, বৈদিক ক্রিয়ায়
দ্বিতীয় বশিষ্ঠ সম। ভাগ্যক্রমে তিনি
এসেছিলা মহারাষ্ট্রে গোদাবরী-স্নানে ;
লভিয়া সংবাদ ভূপ সমাদরে তাঁয়
আনিলেন রায়গড়ে। উপদেশে তাঁ'র
পাত্র, মিত্র সুবিপুল করিলা উদ্যোগ,
শুভ দিনে সম্পাদিতে রাজ-অভিষেক।
কি আনন্দ রায়গড়ে ! স্থাবরে, জঙ্গমে
প্রস্ফুট আনন্দ যেন। নরনারী-মুখে,

---

* He enjoyed the hereditary title of Raja conferred on his Family by the Ahmadnagar government. History of the Maratha People. P. 243

বিহগ-সঙ্গীতে, শশি-দিবাকর-করে,
সমীর-হিল্লোলে, বনমল্লিকা-সুবাসে
উথলে আনন্দ। পুণ্য মহারাষ্ট্রভূমি
ছিল যে বিজিত কভু, ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত,
সে আনন্দে নর, নারী গিয়াছে ভুলিয়া।
না পড়ে স্মরণে কা'র(ও) সর্ব্বভুকরূপী
আরংজীব অধিষ্ঠিত দিল্লী-সিংহাসনে।
গত দৈন্য-দুঃখ-ভয়; ভাবে সর্ব্বজন,
নবীভূত ত্রেতাযুগ এসেছে ধরায়;
আর্য্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত আবার ভারতে,
তাই হেন মহোৎসব, অভিষেক হেন।
মুখরিত রায়গড় পূজা, হোম, পাঠে;
নৃত্য, গীত, বাদ্য, মল্লক্রীড়া, অভিনয়
চলিয়াছে চতুর্মাস। কোথা যজ্ঞশালে
আবেষ্টিয়া হোমকুণ্ড ঋত্বিকমণ্ডলী
ঢালিছেন ঘৃতাহুতি। কোথা দেবালয়ে
বিপ্রগণ রুদ্রাধ্যায় করিছেন পাঠ।
কোথাও সহস্রলিঙ্গ স্থাপি' বিল্বমূলে
চলিয়াছে অভিষেক পূত গঙ্গোদকে।
পংক্তিবদ্ধ বিপ্রদল বসিয়া কোথাও
করিছেন তৃপ্তিলাভ সুখাদ্যে, সুপেয়ে।
অশ্ব, হস্তী, বৎস সহ দুগ্ধবতী গবী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা, দিব্য কৌষেয় বসন,
ধান্য, যব আদি শস্য, ঘৃত, দধি, মধু
কর্পূর, তাম্বুল, পূগ, চন্দন, অগুরু

সজ্জীকৃত নানা স্থানে দান-অভিপ্রায়ে।
স্তূপীকৃত খাদ্য দ্রব্য নানাদেশজাত
ফল, মূল বহুবিধ। শ্রেষ্ঠী নানাদেশা,
ক্রয়বিক্রয়ের তরে পণ্য সাজাইয়া,
আছে দাঁড়াইয়া কোথা। বিপনীর শ্রেণী,
জনচিত্ততৃপ্তিকর দ্রব্যে প্রপূরিত,
বসিয়াছে নানা স্থানে। পল্লী-নিবাসিনী
নারীগণ সবিস্ময়ে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
দেখাইছে পরস্পর রম্য দ্রব্য যত।

সাধারণ জন তরে কৌতুক বিবিধ
চলিয়াছে। কোথা বহু মাবলী সৈনিক
সম্মিলিত; দূরে তা'র বংশ দণ্ড'পরে
সংস্থাপিত পূগ এক, অদৃশ্য নেত্রের।
শত হস্ত দূর হ'তে সৈন্য একজন
অব্যর্থ সন্ধানে তাহা ফেলিল ছেদিয়া;
কণ্ঠে কণ্ঠে সাধুবাদ উঠিল অমনি।

কোথা দুই দিকে দুই বাহু প্রসারিয়া
বৃষস্কন্ধ, মহাভুজ, অস্থিপেশীময়,
ভীমকায় মল্ল এক, বক্ষে বিলম্বিত
সুবিপুল শিলাখণ্ড, আকর্ষি' তুলিছে
রজ্জুবদ্ধ উদূখল স্থূল, গুরুভার।
হেরি' পুলকিত কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ
আশিসিয়া পদধূলি অর্পিলেন শিরে;
সগৌরবে 'ধন্য ধন্য' উচ্চারিলা সবে।

কোথা সাজি' ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, বানর

বিকট তাণ্ডব নৃত্যে নর্ত্তকের দল
তুষিছে দর্শক-চিত্ত। কোথা মঞ্চ'পরে
বাজিছে নৌবৎ, উচ্চে ; উঠে বংশীধ্বনি।
দেবলীলা, নরলীলা, পশুলীলা কত
জনচিত্তবিনোদনে পুত্তুলি আকারে
রহিয়াছে পরিব্যক্ত। কোথা গণপতি
স্থূলোদর, হস্তিমুণ্ড ব্যাপৃত লিখনে ;
বিকট মূরতি প্রেত, বেতাল, ভৈরব
রহেছে বেষ্টিয়া তাঁ'রে। কোথা অশ্ব'পরে
আসীন খণ্ডোবাদেব করে ভীম অসি,
বামে মহালসাদেবী সমররঙ্গিণী। *
বিকট শার্দ্দূল, কোথা, নেত্রে অগ্নিশিখা,
প্রকাশিত ভীমদন্ত, করিছে প্রয়াস
আক্রমণে ; নিরখিয়া যূথপতি মৃগ
শৃঙ্গ আস্ফালন করি' আছে দাঁড়াইয়া।
কোথা মত্তহস্তী দুই প্রবৃত্ত সমরে।
কোথা নরসিংহ দেব নখে বিদারিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিছেন বধ।
আবার কোথাও দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ
স্বয়ংবর-সভা হ'তে সংযুক্তারে ল'য়ে
তুলিছেন অশ্ব'পরে। কোথা আরংজীব

* খণ্ডোবা দেশরক্ষক দেব। ইনি ঈশ্বর নামে ও মহাদেবের অবতাররূপে পরিচিত। জেজুরী নামক স্থানে ইঁহার প্রধান মন্দির অবস্থিত, তথায় লিঙ্গমূর্ত্তিতে ইনি বিরাজমান। অন্যত্র ইঁহার অশ্বারূঢ় অসিধারী অন্য মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মহালসা দেবী ইঁহার সহধর্ম্মিণী। ইনি স্বামীর সহিত যুদ্ধবেশে একাসনে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনা থাকেন। বিশ্বকোষ ১৪শ ভাগ, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

রক্তাক্ত দারার মুণ্ড তীব্র দৃষ্টিপাতে
দেখিছেন পরীক্ষিয়া। নিবিড় জনতা
সেইস্থলে ; "ধিক্ ধিক্" কহিতেছে সবে।
কোথাও ভিক্ষুকদল, অন্নবস্ত্র লভি',
আনন্দে তুলিয়া বাহু করে আশীর্ব্বাদ।
কোথা ভট্ট, সমাগত দূরদেশ হ'তে,
রাজদত্ত পরিচ্ছদ করি' পরিধান,
অশ্বপৃষ্ঠে তুলি' পুরস্কার-দ্রব্য যত,
গায় জয় জয় গীত। শিষ্য সনে কোথা
তৈজস, মিষ্টান্নভার তুলি' স্কন্ধ'পরে
অধ্যাপকগণ হর্ষে করেন আশিস।
জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-ত্রয়োদশী, মহাপুণ্য তিথি
সমাগত রায়গড়ে ; না হ'তে প্রভাত
ছুটিয়াছে জনস্রোত রাজপুরী পানে।
বাজে রণবাদ্য উচ্চে সৈন্যাবাস হ'তে,
দেবালয়ে বাজে শঙ্খ, কাংস্য, করতাল,
কলাবিৎ গায় গীত, বাজে বেণু, বীণা,
সহস্র সহস্র কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি।
অভিষেক-দিন আজ ; দুর্গের প্রাকারে
সগর্ব্বে গৈরিক কেতু উড়ে পত্ পত্ ;
চতুষ্পথে বিনির্ম্মিত কৃত্রিম তোরণ,
সুশোভিত পুষ্পপত্রে। প্রাসাদ সম্মুখে
সমতল ভূমি 'পরে চারু চন্দ্রাতপ
প্রসারিত সুবিশাল। কুসুমে, পল্লবে,
কাঞ্চন-খচিত বাসে নয়নরঞ্জন।

ঝালরে মুকুতা-গুচ্ছ দোলে ঝলমল ;
স্বর্ণময় ফল, পুষ্প গাঁথা মাল্যাকারে ;
নিম্নে তা'র সুখস্পর্শ চারু মখমল ;
অভিষেক-সভা তথা। শ্রেণী শ্রেণী ক্রমে
রাজা, রাজদূত, শ্রেষ্ঠী, মাণ্ডলিক জন
উপবিষ্ট যথাস্থানে। মঞ্চ'পরে কেহ,
কেহ ঊর্ণাসন 'পরে ; দিব্য পরিচ্ছদ
শোভে অঙ্গে ; শিরোদেশে বিশাল উষ্ণীষ।
কণ্ঠে পুষ্পদাম, যজ্ঞ-বিভূতি ললাটে,
স্নানান্তে বিমলকান্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী
সমাসীন এক পার্শ্বে। সভাসদগণ
উপবিষ্ট অন্য দিকে। সাধারণ লোক
শত প্রসরণে সভা দাঁড়ায়েছে ঘিরি'।
রাজপত্নীগণ, লয়ে কুটুম্বিনী জনে,
বসেছেন সুসজ্জিতা। কণ্ঠে মুক্তামালা,
মণিময় ভূষা শিরে, রতন-খচিত
কৌষেয় বসন অঙ্গে করে ঝলমল।
অশ্বারোহী, পাদচারী প্রহরিনিচয়
ভ্রমিতেছে বেত্র করে। উচ্চ মঞ্চ'পরে
শোভে রাজসিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত,
সমুজ্জ্বল মণিজালে। এক দিকে তা'র
দিব্যাসনে রামদাস, জিজা অন্য দিকে।
বাষ্পায়িতনেত্র স্বামী ; শিষ্য মুখ পানে
চাহি' স্নেহে, চাহি' গর্ব্বে চিন্তিছেন চিত্তে ;—
এক দিন এই দৃশ্য, হে বৈকুণ্ঠপতি !

রক্ষ-গর্ব্ব খর্ব্ব করি', অযোধ্যানগরে
দেখাইয়াছিলে তুমি। শুনি' গুরুমুখে
ছিল সাধ সেবকের মহারাষ্ট্রবাসী
নিরখে সে দৃশ্য যেন। বাঞ্ছাকল্পতরু !
পূরালে সে বাঞ্ছা আজ, কি করুণা তব !
কৃতকৃত্য চিরদাস নমে শ্রীচরণে।

না ধরে আনন্দ যেন জিজার অন্তরে ;
দ্বিতীয় শ্রীরাম সম প্রাণাধিক তাঁ'র
বসি'ছেন সিংহাসনে ; জননীর প্রাণে
কি আনন্দ ! ভাষায় তা' কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝে
বিষাদের ছায়া, যেন, মেঘসম আসি',
আবরিছে চিত্ত কভু ; ভাবি'ছেন জিজা,
কোথা রাজা, কোথা আজ সখীবাই মোর।

সমাগত শুভক্ষণ। পূজাবিধি শেষ ;
সুসম্পন্ন হোমকার্য্য। পূত তীর্থোদকে
করি' অভিষেক বীরে সিংহাসন'পরে
বসাইলা গগাভট্ট। স্বর্ণচ্ছত্র চারু
ধরি' শিরে মহামন্ত্রে করিলা আশিস্।
অঙ্গে বালারুণ-বাস কাঞ্চন-খচিত,
শিরোদেশে মহামূল্য রতন কিরীট,
কণ্ঠে চারু মুক্তাহার, শ্রবণে কুণ্ডল,
অঙ্গদ, বলয় করে, শোভিলেন বীর,
দ্বিতীয় শ্রীরাম সম। দাঁড়াইলা ঘিরি'
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মধু-পূর্ণ পাত্র ল'য়ে

অমাত্য-সচিব-দল। কেহ বা ধরিল
চামর, ব্যজনী কেহ। হ'য়ে অগ্রসর,
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি', পূর্ণপাত্র করে,
সুলক্ষণা নারীদল করিলা বরণ।
উচ্চারিয়া বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণমণ্ডলী
করিলেন আশীর্ব্বাদ। "জয় জীব"ধ্বনি,
তুরী-ভেরী-স্বনে মিলি', পূরিল আকাশ।
দুর্গশিরে বজ্রনাদে গর্জ্জিয়া কামান
রাজ-অভিষেক-বার্ত্তা করিল প্রচার।
সহ্যাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে, প্রতিদুর্গ হ'তে,
সে শুভ সংবাদ হ'ল ঘোষিত নিমেষে।
ব্যাপি' মহারাষ্ট্রভূমি, শতক্রোশাবধি,
দেবালয়ে, দেবালয়ে ধ্বনিল অমনি
সহস্র সহস্র শঙ্খ ; সাগ্নিক ব্রাহ্মণ,
শ্রুতিমাত্র, পূর্ণাহুতি অর্পিলা অনলে।
গৌরবে, পুলকে মিলি' লক্ষ নর, নারী
"জয় ছত্রপতি জয়" গর্জ্জিলা গভীরে।
অভিষেক হ'ল শেষ ; পূজিলা ভূপতি
আপন কার্ম্মুক, অসি তুলজা, ভবানী।
আরোহিয়া গজরাজে নগরের পথে
হইলা বাহির ; সাথে অমাত্য, সচিব,
কেহ অশ্বে, কেহ যানে। বিজয়-দুন্দুভি
বাজাইয়া করি-পৃষ্ঠে, ঘোষি' উচ্চৈঃস্বরে,
'জয় ছত্রপতি জয়' অগ্রে চলে দূত ;
অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত, দিব্যবেশধারী

পিছে ধায় সাদিবৃন্দ ; পত্ পত্ পত্
সগর্ব্বে পতাকা উড়ে। স্থাপি' দ্বারদেশে
পূর্ণকুম্ভ সপল্লব, সাজাইয়া পুরী
কুসুম-পল্লব-হারে, রায়গড়বাসী
দাঁড়াইল অভ্যর্থিতে। পুরনারী যত,
উচ্চে বাজাইয়া শঙ্খ, করি' উলুধ্বনি,
ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্পদাম বরষিলা শিরে।
যা'র যথা অভিরুচি, নাগরিক জন
দিল উপহার আনি' ; শ্রেষ্ঠী রত্নরাজী,
কৃষী ফল, মূল, বিপ্র নির্ম্মাল্য, প্রসাদ ;
সহাস্য বদনে বীর সম্ভাষিলা সবে।
পরিপূর্ণ রায়গড় আনন্দ-কল্লোলে,
মুখরিত জয়নাদে। ভ্রমিয়া নগর,
মন্দিরে, মন্দিরে পূজি' দেবদেবীগণে,
অন্নবস্ত্র দানে তুষি' অনাথে, ভিক্ষুকে,
পশিলা আনন্দে ভূপ আপন ভবনে।

বিংশ সর্গ।

কি শ্যামল, স্নিগ্ধমূর্ত্তি প্রকাশে ভূধর !
ঢল ঢল দূর্ব্বাদলে অঙ্গ সমাবৃত ;
পুষ্পিতা লতিকা, কোথা, দোলে বায়ুভরে ;
কোথা, তরুকুঞ্জ, স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণে,
তাপক্লান্ত পথিকের জুড়ায় শরীর ;
কোথা কলকণ্ঠ পাখী গায় তরুশাখে ;
কুলু কুলু রবে, কোথা, বহে নির্ঝরিণী।
হেরি' বাহ্য দৃশ্য মাত্র নাহি বুঝে লোক,
কি প্রচণ্ড তাপ তা'র দহে অন্তর্দ্দেশ,
গলায় পাষাণ-বপু। মানব-জীবন,
অগ্নিগর্ভ গিরি, হেন, উত্তপ্ত-শীতল।
শিবাজী সমরজয়ী ; ছত্রপতিরূপে
বিরাজিত মহারাষ্ট্রে স্বর্ণ-সিংহাসনে।
নাহি প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁ'র দাক্ষিণাত্য মাঝে ;
দক্ষিণে কাবেরী, তাপ্তী উত্তরের সীমা,
পশ্চিমে আরবসিন্ধু, পূর্ব্বে বিজাপুর,
সুবিশাল রাজ্য এই অধিকৃত তাঁ'র।
অশ্ব, গজ, পদাতিকে পূর্ণ সৈন্যাবাস ;
রণতরী সিন্ধুজল করে বিমথিত ;
জ্ঞানী, গুণী মন্ত্রিজনে অলঙ্কৃত সভা।
ধনপূর্ণ রাজকোষ, সুখী প্রজাগণ,
রামরাজ্যে যথা, বসে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
স্নেহে, প্রেমে বদ্ধ ভৃত্য, সৈনিক, সচিব ;

দানে কর্ণ, * বীর্য্যে পার্থ প্রচারিত যশ।
কল্যাণকামনা লোক ইষ্টদেব স্থানে
করে অহরহ তাঁ'র। সুখী কি শিবাজী?
 মৃতা জিজাবাই, মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী
সংসার-মরুর মাঝে। † প্রাণ-প্রিয়তমা,
সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে সহচরী,
গতা সখীবাই। আশৈশব-সহচর,
ভৃত্য, ভ্রাতা, সেনাপতি, অভিন্নহৃদয়
তানাজী নিহত। জ্যেষ্ঠ তনয় শম্ভুজী,
স্মৃতি যা'র বিজড়িত সখীবাই সনে,
পিতৃদ্রোহী, দুরাচার। প্রতাপ গুজ্জর,
বাজী প্রভু, রণক্ষেত্রে যুগ্ম বাহু সম,
মৃত রণজয়-কালে। ‡ অন্তঃপুর মাঝে

* শিবাজীর দানশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়:—

Shiva laid the whole world under obligation to him by his gifts and alms. * * Every one, high and low, received reward according to his merit and desire. He did not like that any of his followers should go, elsewhere, to seek any thing, and said; "If our followers grow rich (under us) they will be of use in the day of (our) poverty." So great was his liberality that he ordered that none should go about in need, none who came to his presence should be disappointed, and none should beg in vain.

Professor Jadu Nath Sarkar's Article on Shivaji in the Modern Review for 1907, p. 416.

† শিবাজীর অভিষেক ৬ই জুন সম্পন্ন হয়। জিজাবাই ১৮ই জুন পরলোক গমন করেন। যেন পুত্রের রাজপদে প্রতিষ্ঠা দর্শনেরই জন্য তিনি জীবিতা ছিলেন।

‡ The next commander of Cavalry was Pratap Rao Gujar and he worthily sustained the confidence his master placed in him in defeating the Moghul armies in Baglan, and the Bijapur armies near Panhala. He was in charge of the Maratha forces stationed at Aurangabad during the two years of peace between Shivaji and the Emperor. Having failed in keeping up a hot pursuit of the Bijapur forces was censured

রাজ্ঞীগণ, নিরন্তর, রত বিসংবাদে,
সপত্নী-বিদ্বেষে উঠে তীব্র হলাহল।
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সভাসদ্‌গণ
বিবাদে, চক্রান্তে লিপ্ত ; কি সুখ জীবনে ?*
তথাপি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। রাজকার্য্য মাঝে
আপনার পারত্রিক কর্ম্ম সম্পাদনে
সদা অবহিত বীর ; পুরাণ-শ্রবণ,
সঙ্কীর্ত্তন, পূজা, ব্রত নিত্য কর্ম্ম তাঁ'র।
শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ যথা†

by Shivaji and on the next occasion when he encountered the enemy, he achieved a complete victory with loss of his own life, like Tanaji Malusore, and Baji Prabhu, and Baji Fasalkor and Surya Rao Kakade.
Ranade's Rise of the Maratha Power, pp. 77-78.

Baji Prabhu, from being an enemy, was converted into a devoted follower. When Shivaji escaped from Panhala and went to Rangana, he posted himself with a thousand men in a narrow defile, where he contested every inch of ground with the Bijapur general, in command of overwhelming forces, till he heard the guns announcing Shivaji's safe arrival at Rangana, when at last he gave up breath, exhausted from the effects of the wounds he had received. This exploit and sacrifice have been compared by some with the heroic defence of the pass of Thermopyle so well-known to the readers of Greek history. Ranade's Rise of the Maratha Power, pp. 77-78.

* প্রামাণিক ইতিহাসে ইহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় :—"Shivaji's harem was, therefore, a scene of veiled warfare—the queens plotting against one another through their maids, doctors and magicians, and the poor husband trying to find some quiet by sleeping outside." Professor Sircar's Shivaji and his times, p. 428.

"There was mutual jealousy and discord among the old ministers of the State, specially between Moro Trimbak the premier and Annaji Datto the viceroy of the West (Ibid p. 426).

† ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। উত্তরভারতে বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথের ন্যায় দক্ষিণাপথে মল্লিকার্জ্জুন প্রসিদ্ধ।

প্রতিষ্ঠিত, তথা, কভু, দিগ্বিজয়-কালে,
আসিলেন বীরবর। অপূর্ব্ব প্রদেশ!
যুগ যুগান্তর হ'তে ভক্ত-পদরেণু
বহি' বক্ষে পূত, ধন্য। প্রকৃতি তথায়
ভীষণ-মধুর বেশে বিরাজিতা সদা।
রবি-করোজ্জ্বল ক্ষেত্র, তুঙ্গ শিলাস্তূপ,
মহা মহীরুহরাজী, বিপুলা তটিনী,
ধরণীর ধূলি হ'তে ভকত-হৃদয়,
আকর্ষি', অনন্ত পানে করে প্রণোদিত।
বিশাল প্রাচীর, দৃঢ় পাষাণে রচিত,
রক্ষি'ছে সে পুণ্যধাম ; ক্ষোদিত প্রাচীরে
দেবলীলা, ইতিহাস, পৌরাণিকী কথা।
কোথা দেবাসুর মিলি' মথি'ছে সাগর ;
কোথা, ব্রহ্মা পঞ্চমুখ ধরি' দুই হাতে
হরি হরে, কেবা শ্রেষ্ঠ তুলনায় রত।
কোথা, গজরাজ এক শার্দ্দূলের সনে
ব্যাপৃত ভীষণ রণে। রণজয়ী সাদী,
আকর্ণ আকর্ষি' ধনু, ছুটিয়াছে কোথা।
গত কত শত বর্ষ ; রাজা, রাণী যাঁরা,
নির্ম্মাইলা এ প্রাচীর, লুপ্তস্মৃতি এবে।
কিন্তু পাষাণের দেহে যে কীর্ত্তি অঙ্কিত
গিয়াছেন করি' তাঁ'রা, সর্ব্বধ্বংসী কাল
পারে নাই আজ(ও) তাহা ধ্বংস করিবারে। *

---

* শ্রীশৈল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জিলায় অবস্থিত। এখানকার ঘাট, প্রাচীর ও দেবালয়গুলি, প্রধানতঃ, বিজয়নগরের অজ্ঞাতনামা রাজারাণীদিগের নির্ম্মিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শিবাজী বিস্মিত, মুগ্ধ ; নানা উপচারে
পূজিয়া শঙ্করে, পশি', গভীর নিশীথে,
কালিকা-মন্দির মাঝে, সমাপিয়া পূজা,
পীঠ-পাদতলে বসি' লাগিলা ভাবিতে
আপন জীবন-কথা। দুঃখিনী জননী,
প্রবঞ্চিতা পতিপ্রেমে, মরম-পীড়িতা
কেমনে পালিলা তাঁ'রে। প্রথম জীবন
যাপি' অর্থলোভী দস্যু, তস্করের সম
কেমনে স্থাপিলা রাজ্য। দিল্লী, বিজাপুর
কি বিপুল আয়োজনে করিলা প্রয়াস
চূর্ণিতে তাঁহারে, শেষে চূর্ণ হ'ল উভে।
কণ্টকিত হ'ল দেহ, পড়িয়া স্মরণে
করাল মুহূর্ত্ত সেই, আফ্‌জুল যখন
ঐরাবত-শুণ্ড সম বাহুপাশে তাঁ'রে
বাঁধি' নিষ্পীড়িল কণ্ঠ, শ্বাস করি' রোধ।
বিস্ময়ে পূরিল চিত্ত, স্বপ্নদৃষ্ট সম,
স্মরি' মোগলের সভা। মণিরত্নচ্ছটা
ঝলসিল যেন আঁখি, পশিল শ্রবণে
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, বীর-পদক্ষেপ-ধ্বনি।
কি সাহসে অশ্ব-গজ-পদাতি-বেষ্টিত
হেন সভা হ'তে গর্ব্বে ফিরিলা ভবনে,
অনলবর্ষিণী কত দৃষ্টি উপেক্ষিয়া।
ভাবিলা বীরেন্দ্র, কোন্ মহাশক্তি এই

বিস্তৃত বিবরণের জন্য Cap. Collin Mackenzie-র লিখিত Asiatic Researches পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখুন।

অদৃশ্যা, অজ্ঞেয়া, সদা, রহি' সাথে সাথে,
ধূলিকণা হতে' আজ ছত্রপতিরূপে
প্রতিষ্ঠা করিলা মোরে! অভিলাষ তাঁ'র
সুসিদ্ধ কি এবে? মোর সমাপ্ত কি কাজ,
কিংবা মহত্তর কার্য্য রহেছে এখন(ও)?
পদানত, শৃঙ্খলিত আজ(ও) হিন্দুজাতি,
পরাধীন আর্য্যাবর্ত্ত। যোগ্য কি প্রয়াস,
সম্মিলিত করি' হিন্দু যে আছে যথায়,
যবন-কবল-মুক্ত করিতে ভারত?
চিন্তায় আকুল চিত্ত; বিচারিলা বীর,
লভেছি যে মহামন্ত্র গুরু-কৃপা-বলে,
করি জপ, দেখি কিবা ঘটে প্রত্যাদেশ।*
রাখি' ব্রহ্মরন্ধ্রে কর, সঞ্চালি' অঙ্গুলি,
আরম্ভিলা জপ বীর। সহসা দেউল
তীব্র ভূকম্পনে যেন উঠিল কাঁপিয়া;

---

* শিবাজীর অভীষ্ট প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে রাণাডে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

Throughout his career on all occasions of great trial, when the times were so critical that a single false step would prove the ruin of all his hopes, he resigned himself to prayer and asked for a sign and awaited in expectation and manifestation of a higher voice speaking through him when he was beside himself in a fit of possession. The ministers were made to write down the reply so vouchsafed for their master's information, and Shivaji acted upon it with implicit faith, whether the voice told him to make his peace with Aurangzeb and go to Delhi to be a prisoner of his enemies or to meet Afzul khan, single handed, in a possibly mortal combat. These stories of self-resignation and self-possession distinctly point out and emphasize the fact that it was not merely secular consideration or deep policy which governed his motions. The impulse came from a higher part of our common or rather uncommon nature.

Ranade's, Rise of the Maratha Power, p. 49.

দীপশিখা মন্দিরের হইল মলিন,
প্রতিমা পাষাণময়ী হইলা চঞ্চল,
অঙ্গে অঙ্গে যেন তাঁ'র সঞ্চারিল প্রাণ,
নয়নে স্ফুরিল দীপ্তি, কম্প ওষ্ঠাধরে ;
পশিল বীরের কর্ণে অমানুষী বাণী ;—
"কহ, বৎস ! রাজ্য, ধন কিবা চাহ তুমি।"
কহিলা বীরেন্দ্র :—
"মাতঃ! তৃপ্ত রাজ্য ধনে
এ কিঙ্কর ; কৃপাগুণে প্রসন্না যদ্যপি
কর এই বরদান, আর্য্যভূমি যেন
হয় বন্ধ-মুক্ত ; দৃঢ় নাগপাশ সম
অধীনতা-পাশে বদ্ধ ; কণ্ঠে, বক্ষে, শিরে
হের কি দারুণ ব্যথা ; কহ, জগন্মাতঃ !
কোন্ পাপে, কোন্ দোষে দোষী হিন্দুজাতি ?"
"কোন্ পাপে, কোন্ দোষে ?"
উত্তরিলা বাণী ;—
"কে ধ্বংসিল অনার্য্যেরে, ভারতভূমির
প্রথম সন্তান তা'রা ? হতশেষগণে
কে বাঁধিল হীনতার দুর্মোচ্য শৃঙ্খলে
অযাজ্য, অস্পৃশ্য করি' ? দেখ বুঝি' মনে
ন্যায়দণ্ডে চরাচর হই'ছে শাসিত ;
যে শৃঙ্খলে আর্য্যসুত অনার্য্য-সন্তানে
বেঁধেছিল একদিন, সে শৃঙ্খল এবে
কণ্ঠে, হস্তে, পদে, বক্ষে বাঁধিয়াছে তা'রে।
নহে লভি' জ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহস, বিক্রম,

বিংশ সর্গ।

স্বদেশবাৎসল্য, বল, কোন্ জাতি হেন,
যুগ যুগ, এ লাঞ্ছনা সহি'ছে ধরায় ?
কর্ম্মগুণে ফলে ফল ; রোপিলা যে তরু,
ফলিয়াছে ফল তা'র, বৃথা মনস্তাপ।"
উত্তরিলা ধীরে বীর :—
"সত্য, মাতঃ ! মোরা
মহাপাপী, কিন্তু এই বর্ষ পঞ্চশত
অবিরাম মর্ম্মদাহী, তীব্র তুষানলে
হ'ল না কি প্রায়শ্চিত্ত ? কত দিন আর
এ লাঞ্ছনা, এ বেদনা স'বে হিন্দুজাতি ?"
"শুন, বৎস !"
সুগভীর উত্তরিলা বাণী ;—
"ততদিন, যতদিন না হয় নিষ্পাপ।
নহে এই প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যাপ্ত অদ্যাপি ;
এখন(ও) বহু শাস্তি হইবে সহিতে।
জীর্ণ ক্ষতে বেদনার অনুভূতি যদি
হয় কভু, স্বাস্থ্যলাভ ঘটে অতঃপর।
দাস্যে অপমান-বোধ জনমিলে, পরে,
লভে স্বাধীনতা নর। দেখ বুঝি' মনে,
আঁধারে অভ্যস্ত প্রাণী না চাহে আলোক ;
পূতিগন্ধ মাঝে কৃমি রহে পুলকিত ;
সংতৃপ্ত স্বজাতি তব সেবকত্ব-সুখে।
অধীনতা-পাশ বহি' ক্ষুব্ধ কয় জন ?
কে করে বেদনাবোধ পর-পদাঘাতে ?
লাঞ্ছনায়, নির্য্যাতনে মর্ম্মপীড়া যদি

জন্মিত হিন্দুর, তবে, স্বাধীনতা তরে,
অনির্ব্বাণ গজ সম, উৎপাটি' আলান,
পদের শৃঙ্খল পদে করিত দলিত।
কিন্তু, বৎস! হিন্দু এবে পালিত বারণ,
অঙ্কুশ আঘাত সহি' পৃষ্ঠে বহে ভার,
তেজোগর্ব্বহীন, তৃপ্ত সেবিয়া প্রভুরে।
নিদ্রাহার, নারীসঙ্গ, পশুধর্ম্ম ল'য়ে
নহে কি বিমুগ্ধ হিন্দু? বল বিচারিয়া
নহে কি সন্ন্যাসী, গৃহী, কৃষক, বণিক্,
রাজা, প্রজা, নর, নারী সম উদাসীন?
এত ক্লেশে চিনেছে কি বল হিন্দুজাতি
আপনার ভ্রাতৃগণে? শিখ, রাজপুত,
মারাঠা, দ্রাবিড়ী, জন্মি' এক হিন্দুকুলে,
কে কোথায় ভ্রাতা বলি' আলিঙ্গে অপরে?
মারাঠায়, রাজপুতে না ছিল বিরোধ;
তথাপি প্রবীণ রাজা জয়সিংহরায়
ছুটিল ছুরিকা ল'য়ে, মোগল ইঙ্গিতে,
বিনা দোষে, মারাঠার কণ্ঠচ্ছেদ তরে;
স্বধর্ম্মী সোদরাধিক না ভাবিল মনে।
শকটে যোজিত দুষ্ট বলীবর্দ্দদ্বয়,
স্কন্ধে গুরুভার, মুখে উদ্গিরিত ফেন,
নাসাভেদী রজ্জু মুহু করি' আকর্ষণ
চালক সবলে পৃষ্ঠে করে কশাঘাত,
তবু, আস্ফালিয়া শৃঙ্গ, আঘাতিতে যথা
চাহে পরস্পর, তথা আর্য্যসুতগণ,

মতিভ্রান্ত, মোগলের ভুলি' পদাঘাত,
দ্বন্দ্বে রত, বোধহীন বলীবর্দ্দ সম।
প্রায়শ্চিত্তে পূত তবে হইবে কেমনে ?"
"নাহি কি উপায়, মাতঃ!"
গদ গদ ভাষে
পুনঃ জিজ্ঞাসিলা বীর। উত্তরিলা বাণী ;—
"আছে, বৎস! বিশ্ব ন্যায়ে, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ;
দয়াময় বিশ্বরাজ ; হয়োনা হতাশ ;
ভারতের পরিত্রাণ ইপ্সিত ধাতার,
তাই আবির্ভাব তব। যোগ্য দেশে, কালে
প্রেরিলেন তিনি তোমা' ; তাঁহারি বিধানে
হের মহারাষ্ট্রভূমি হয়েছে স্বাধীন।
নহে যোগ্য আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধীনতালাভে ;
নিস্ফল প্রয়াস মাত্র ঘটিবে তথায়।
কোথা হেন জন, বল, আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে
ধ্যান, জ্ঞান মাত্র যা'র স্বদেশ-উদ্ধার ?
কে চাহে বাঁধিতে বল দ্বিজ, শূদ্র সবে,
সমভাবে, প্রেমডোরে ? আছে কি তথায়
ব্রহ্মতেজ সম্মিলিত ক্ষাত্র বীর্য্য সনে ?
কোথা রামদাস, সেথা, কোথায় শিবাজী ?
কা'র সাধনায় তবে হ'বে সিদ্ধি-লাভ ?
হয়োনা হতাশ, রহ কাল প্রতীক্ষিয়া,
এক বীজ হ'তে জন্মে লক্ষ লক্ষ তরু ;
অনুকূল কালে, ব্যাপি' সমগ্র ভারত,
জেনো স্থির, জনমিবে সহস্র শিবাজী ;

হ'বে, সিদ্ধ, সুসম্পন্ন ভারত-উদ্ধার।"
নীরব হইল বাণী। নিরখিলা বীর
প্রতিমা কিরণোজ্জ্বলা বিরাজে সম্মুখে ;
স্তব্ধ, জনহীন গৃহ ; পীঠতল হ'তে
কুসুম-চন্দন-গন্ধ, ধূপ-পরিমল
পুলকিত করে প্রাণ। হিমার্দ্র সমীর,
কাঁপাইয়া তরুপত্র, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
অদূরে পাতাল-গঙ্গা, * আঘাতিয়া তট,
তুলে কল কল নাদ ; দেবকণ্ঠ হ'তে
অস্ফুট আহ্বান-বাণী যেন আসে ধীরে।
ভাবিলা বীরেন্দ্র, কাল অনুকূল এই
সঁপিবারে প্রাণ মোর দেবীর চরণে।
অনুষ্ঠিত কার্য্য মোর সমাপ্ত যদ্যপি
মর্ত্ত্যবাসে রহি' আর কিবা প্রয়োজন ?
এত ভাবি' নিষ্কোষিলা অসি আপনার
কাটি' নিজ মুণ্ড বলি করিতে অর্পণ।
অমনি গম্ভীর নাদে মন্দিরের দ্বার
গেল খুলি ; অকস্মাৎ, ক্ষণপ্রভালোকে
উজ্জ্বল হইল গৃহ ; যেন বা কাহার
পরশে ধৃতাস্ত্র বাহু হইল নিশ্চল ;
মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় বীর শুনিলা শ্রবণে।
"এখনও কার্য্য তব হয় নাহি শেষ ;

---

* A flight of stone-steps, built by a Vijaynagar-queen, leads down from the plateau to the bed of the Krishna, called Patalaganga.

Kurnoul District-Manual.

জনসেবা, দীনে দান প্রাণদান হ'তে
শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তাই তুমি কর অনুষ্ঠান।*
স্বজাতির পরিত্রাণ বাঞ্ছা তব যদি
যাও নিজরাজ্যে ফিরি'; কর নিজ কাজ।
কর্ম্মক্ষেত্র এ ধরণী, কর কর্ম্ম সেথা,
যত দিন রহে প্রাণ, কর্ম্ম অন্তহীন।
সুব্যবস্থা সুশাসনে পালি' প্রজাগণে
জ্ঞানে, বীর্য্যে মহারাষ্ট্র কর সমুন্নত।
দ্বিজে দেহ জ্ঞান, অন্ন দেহ কৃষিজনে,
দুষ্টে কর শাস্তি দান। জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষে
দগ্ধপ্রায় এ ভারত, প্রেমবরষণে
নিবাও সে মহাবহ্নি, হিন্দু, মুসল্মান,
নির্ব্বিশেষে, পালি' সবে। ভারতের বুকে
আছে স্থান উভয়ের; দে মা! অন্ন বলি'
যে ডাকিবে ভারতেরে, অন্নপূর্ণা মাতা
হরিবেন ক্ষুধা তা'র। জেনো স্থির মনে,
অধর্ম্মে, অসদাচারে রাজ্য মোগলের
ছিল প্রপূরিত, তাই অভ্যুত্থান তব.
সে রাজ্য বিধ্বংস তরে। ধাতার বিধানে

* শিবাজীর সমকালবর্ত্তী সভাসদ্ বখরে শ্রীশৈলসম্বন্ধীয় ঘটনার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়:—

The Raja was highly pleased with this sacred place, it seemed to be a second Kailas to him. He felt disposed to offer his body to the God and to sacrifice his head. At that time Sri Bhabani took possession of his body and said:—"Thy salvation does not lie in such things. Do not commit this act. There are many duties to be performed by thy hands in the future" so saying the Sri departed.

Prof. S. N. Sen's Translation, p. 124.

অন্যায়, অধর্ম্ম, চির, না পারে তিষ্ঠিতে ;
ফুটে দিবালোক ভেদি' নিবিড় আঁধার।
দণ্ডদানে শুদ্ধ করি' ভারতসন্তানে,
কিবা হিন্দু, মুসলমান, স্থাপিবেন বিধি
নব মহারাজ্য এক এ ভারতভূমে ;
ভুলি' জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ নরনারী সেথা
আনন্দে করিবে বাস ; মোগল-প্রতাপ
করি' খর্ব্ব, মুক্ত তুমি করিয়াছ পথ ;
যাও নিজ রাজ্যে, সুখে পাল প্রজাগণে।"
পুনঃ নীরবিল বাণী। দেব-অঙ্গজ্যোতি,
আঁধারে ভরিয়া দেশ, মিলাইল কোথা।
ভাবিলা বীরেন্দ্র, আজ শুনিনু যা' সব
তা'কি দেবতার বাণী? অথবা আমার
অব্যক্ত চিন্তার ধ্বনি হ'য়ে পরিস্ফুট
পশিল মানস-কর্ণে? না না কভু নয়।
অন্তরযামিনী মোর বিরাজি' অন্তরে,
আকৈশোর, যিনি কত কহেছেন কথা,
তিনিই, অন্তরে মোর হ'য়ে আবির্ভূতা,
দিলা প্রত্যাদেশ এই ; এই দৈববাণী।
না হইব আত্মঘাতী ; রহি' মর্ত্ত্যধামে
পৃথিবীর দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, সুখ মাঝে
সাধিব আপন কর্ম্ম। জয় জগন্মাতঃ!
এই মাত্র চাহি শুধু, আর্য্যভূমি যেন
না ভুলে তোমারে ; তুমি শক্তিস্বরূপিণী।
প্রসাদে তোমার হ'য়ে বন্ধমুক্ত পুনঃ

লভি' জ্ঞান, ধর্ম্ম যেন হয় সমুন্নত।
কোষবদ্ধ করি' অসি, দেবীর চরণে
প্রণমিয়া, বীরবর আসিলা বাহিরে।
হেরিলা তিমিররাশি করি' অপাবৃত,
ত্রয়োদশী-নিশাশেষে, ক্ষীণ চন্দ্রলেখা
বিরাজি'ছে নভঃপ্রান্তে, ভবানীর ভালে
নব ইন্দুকলা সম। স্থির, অবিচল
দেবীর মন্দির বেড়ি' মহীরুহ কত,
ইষ্টদেব-দরশনে সাধক যেমতি,
ফেলি'ছে প্রেমাশ্রু-ধারা। মগ্ন সঙ্কীর্ত্তনে
ভক্তবৃন্দ সম মিলি' বিহগনিচয়
গাই'ছে ললিত গীত। প্রভাত-সমীর
দেবীর চরণার্পিত পুষ্প-গন্ধ ল'য়ে
আমোদি'ছে পুণ্যক্ষেত্র। দেব-আবির্ভাবে
শান্ত, সমাহিত দেশ। বাজে কর্ণে যেন
এখনও সে মহাবাণী মধুর-গম্ভীর,
'জনসেবা, দীনে দান প্রাণদান হ'তে,
শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তাই তুমি কর অনুষ্ঠান'।
পালিব আদেশ ভাবি' ডাকি' নিজ জনে
আদেশিলা বীরবর গড়াইতে তথা
শ্রীগঙ্গেশ ঘাট, মঠ, দিব্য পান্থশালা।
আমন্ত্রিয়া দ্বিজে, দীনে মহা সমাদরে
ভোজ্যে, বস্ত্রে, অর্থে সবে করি' তৃপ্তি দান,
ফিরিলা আনন্দে নিজ রাজধানী মাঝে। *

* Shivaji ascended this difficult plateau, bathed in the Krishna. and

কর্ম্মের বিশ্রাম নাই। গুরুকৃপাবলে
বুঝেছেন বীরবর জনম নরের
কর্ম্ম সাধিবারে ; নহে ভোগসুখ তরে।
মহারাষ্ট্র-শক্তি যাহে রহে অব্যাহত,
কল্যাণ, কুশল ভুঞ্জে মহারাষ্ট্রবাসী,
সতত চিন্তেন চিত্তে। রণলীলা ভুলি'
সুশাসন, সুব্যবস্থা লক্ষ্য এবে তাঁ'র।
আক্রমণ নিবারণ পরচক্র হ'তে
রাজার প্রথম কার্য্য ; বিচারিয়া বীর,
দ্বিশত অশীতি দুর্গ করি' নিরমাণ,
করিলেন চতুষ্প্রান্ত অধৃষ্য শত্রুর।
ধনুর্ব্বাণে জয়লাভ বুঝি' অসম্ভব
আগ্নেয়াস্ত্রে সেনাগণে করিলা সজ্জিত।
ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য যদি রহে প্রতিবাসী
অনায়াসে যবনের হ'বে কবলিত ;
এই ভাবি' দিগ্বিজয়ে হইয়া বাহির
সুদূর দক্ষিণ দেশ কর্ণাটকাবধি

spent some ten days at ShriShaila in religious rites. The quiet and secluded beauty of the scenery and the spiritual atmosphere of the place penetrated his soul, and he believed that he would find no purer spot to die in. So he attempted to cut off his own head before the goddess ; but his ministers restrained his religious frenzy and recalled him to a sense of his duty to his subjects and the Hindu world at large. (Sabhasad 88 ; Chitnis, 137-138 ; Shiva-dig, 302-3 ; T. S. 54). Here he built a ghat, named Shri-Gangesha, a monastery, and a Dharmasala, fed a lack of Brahmanas, and gave away large sums to them. Professor Jadu Nath Sarkar's Article in the Central Hindu College Magazine, October, 1918.

আনিলা স্ববশে ; মহারাষ্ট্র প্রসারিত।
জলযুদ্ধে ন্যূনবল বুঝি' আপনারে
গড়াইলা রণতরী সজ্জিত কামানে।
কঙ্কণপ্রদেশবাসী জালজীবী যত
নিপুণ নৌযোদ্ধা হ'ল উপদেশে তাঁ'র।
রাজকার্য্য নিয়মিত সম্পাদন তরে
শাস্ত্রজ্ঞ, সুদক্ষ অষ্ট প্রধানে নিয়োজি' *
অর্পিলেন কর্ম্মভার। রাজস্বসংগ্রহ,
শান্তিরক্ষা, সুবিচার, ধর্ম্ম-আচরণ,
যথাযথ, প্রতিকার্য্যে নিয়োজিলা লোক।
পাছে সৈন্য, সেনাপতি হয় উচ্ছৃঙ্খল
কঠোর নিয়ম তাই করি' প্রবর্ত্তন
রাখিলা শাসনে। নাহি কর্ম্মের অবধি ;
কভু ধর্ম্মাসনে বসি' করেন বিচার,
কভু যোগ্যপাত্রে ল'য়ে শাস্ত্র-সুসঙ্গত
শাসন-পালন-বিধি করেন রচনা,

---

* গ্রাণ্টডফের মতানুযায়ী—

	পদের নাম	নির্দ্দিষ্ট কার্য্য	কর্ম্মচারীর নাম।
১।	মুখ্য প্রধান	প্রধান মন্ত্রিত্ব	মোরোপন্ত পিঙ্গলে।
২।	পন্ত অমাত্য	রাজস্বসংগ্রহ	রামচন্দ্র পন্ত।
৩।	পন্ত সচিব	দপ্তরখানার অধ্যক্ষ	অন্নাজী দত্ত।
৪।	মন্ত্রী	স্বকার্য্যসচিব	দত্তাজী পন্ত।
৫।	সুমন্ত	পররাষ্ট্রসচিব	জনার্দ্দন পন্ত।
৬।	সেনাপতি	সেনাধ্যক্ষ	হাম্বির রাও মোহিতে।
৭।	ন্যায়াধীশ	বিচারাধ্যক্ষ	বল্লাজী পন্ত।
৮।	পণ্ডিত রাও	ধর্ম্মাধ্যক্ষ	রঘুনাথ পণ্ডিত।

শিবাজীর Civil administration সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখুন। গ্রাণ্টডফ ইহার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

Shivaji's administrative system and revenue arrangements were a marvel for the age and greatly contributed to the prosperity and happiness of his subjects. Modern Review, April, 1918, p. 416.

কভু তীর্থে, ব্রতধারী করেন ভ্রমণ;
কভু হরি-কথা শুনি' লভেন আরাম।
দেশ দেশান্তর হ'তে জ্ঞানী, গুণী জন,
শুনি' যশোগীত তাঁ'র, আসি' সভামাঝে
লভিলা আশ্রয়। বীর রাজোচিত দানে
করি' তৃপ্ত, গুণমুগ্ধ রাখিলা সবায়।*
উদার-স্বধর্ম্ম-প্রেমী; পুরাণ, কোরাণ
সংপূজিত, সমাদৃত; সন্ন্যাসী, ফকীর
পালিত, রক্ষিত নিত্য; মন্দিরে, মস্‌জিদে
পূজাদানে, দীপদানে হিন্দু, মুসল্মান
বুঝে প্রজা, ধর্ম্মভেদে দ্বেষ অকারণ;
এক সর্ব্বব্যাপী দেব আরাধ্য সবার।†
সাধুসঙ্গ, সদালাপ, সজ্জনপালন,
এই নিত্য ব্রত, নাহি বিলাস, বিশ্রাম;
কর্ম্মে শান্তি, কর্ম্মে সুখ, কর্ম্মময় প্রাণ।
তথাপি কর্ম্মের মাঝে, অবকাশ-কালে,
বহে দীর্ঘশ্বাস, নেত্র হয় বাষ্পায়িত।
যবন-কবল হ'তে মহারাষ্ট্রভূমি

---

* "উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী কবিভূষণ শিবাজীর বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া শিবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শিবরাজভূষণ কাব্য হিন্দীভাষায় সুপরিচিত। শিবাজী তাঁহাকে গজবাজিরত্নাদিসহ লক্ষাধিক মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন।"

সখারাম গণেশ দেউস্কর, প্রদীপ ৫ম ভাগ, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—The lost Vedic studies were revived by him. * * Foreign Pandits received in goods and local scholars in food. Famous scholars were assembled, honoured, and given money-rewards. No Brahman had occasion to go to other kingdoms to beg, (Chit 85. 43). Shivaji, p. 474.

† ৩৩৭।৩৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

বিমুক্ত, স্বাধীন হ'ল ; চতুষ্প্রান্তে আর
না রহিল প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজাপুরপতি,
গোলকুণ্ডা-অধীশ্বর আদিল, কুতব
মোগলপীড়িত হ'য়ে মাগিলা আশ্রয়।
ভুলি' পূর্ব্বকথা ভূপ, প্রেরি' নিজসেনা,
রক্ষিলেন বিজাপুর। কৃতজ্ঞ সুল্‌তান
নিমন্ত্রিয়া বীরবরে আদরে, গৌরবে
করিলেন সম্বর্দ্ধনা। * গোলকুণ্ডাপতি
সানুচর বীরবরে রাজধানী মাঝে
ল'য়ে মহামহোৎসবে তুষিলা সম্ভ্রমে,
কুসুমে, কুঙ্কুমরাগে বিভূষিয়া পুরী। †
সুপ্রতিষ্ঠ হিন্দুরাজ্য ; প্রেমে জিত রিপু ;
হতগর্ব্ব শত্রুমাত্র রহিল মোগল।

* When Bijapur, later on, was besieged by the Moghuls, the king of Bijapur made an earnest appeal for help to Shivaji, and he on his part forgetting the injuries that had been done to him, attacked the invading Moghuls from behind, and on the flanks, and by carrying the war into the Moghul territory, forced them to raise the siege. The generous help saved Bijapur this time, and gave new lease of life for twenty years more.

Ranade's Rise of the Maratha Power, p. 101.

Shivaji went in state to Bijapur. His arrival became a triumphal progress. The populace forgot the provinces which he had torn from the ancient kingdom. They only saw in him the soldier who had saved their beloved city from the clutches of the Moguls. The young king, the regent and the courtiers vied with each other in the magnificence with which they entertained their Maratha guests. Kincaid and Parasnis.' History of the Maratha People, Vol. I, p. 268.

† অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় (Central Hindu College Magazine, October 1918). শিবাজীর কর্ণাটক জয়ের ও গোলকুণ্ডারাজের অভ্যর্থনার অতি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন।

পরাজিত বাদসাহ্ ক্ষোভে, অভিমানে
জিজ্ঞাসিত মন্ত্রিদলে ; 'পাঠাই কাহারে
রক্ষিতে মোগল-মান ? কে আছে এমন
পারে যে শাসিতে এই মারাঠা তস্করে ?'*

একদিন মোরোপন্থ অমাত্য-প্রধান
নিবেদিলা বীরবরে ঃ—

"কি বলিব, প্রভো !
যত্ন, চেষ্টা আমাদের সকল(ই) নিষ্ফল।
শুনিলাম যুবরাজ শম্ভুজী এখন
আংরজীব-সেনাপতি দিলেরের করে,
আশ্রয়ার্থী, করেছেন আত্মসমর্পণ। †
রাজপুত্র হন যদি শত্রু-পদানত,
স্বদেশ-স্বজাতিদ্রোহী, রাজ্যস্থিতি তবে
হইবে কিরূপে ?"

* Aurangzib was in despair as to how he should subdue Shiva. * * In the inner council of the court he often anxiously asked whom he should next send against Shivaji seeing that nearly all his great generals had failed in the Deccan. * * The young Persian King Shah Abbus II, sent a letter taunting Aurangzib, "you call yourself a Padishah, but cannot subdue a mere zamindar like Shiva. I am going to India with an army to teach you your business." Professor Sarkar's Shivaji and his Times pp. 477-78.

† The conduct of his eldest son had for sometime been a source of grief and vexation to Shivaji ; and in consequence of Sumbhajee's attempting to violate the person of the wife of a Brahmin, his father for a time confined him to Panalla and placed a strict watch over him after he was released. Sumbhajee, impatient under this control, took advantage of his father's absence, and deserted to Dilere Khan, by whom he was received with great distinction. G. Duff's History of the Marathas, Vol. I, p. 239.

হাসি' কহিলা শিবাজী :—
"এ রাজ্য আমার নয়, রাজ্য ভবানীর ;
প্রতিনিধি ভৃত্যমাত্র ছিনু আমি তাঁ'র।
ভৃত্যের বিয়োগে প্রভু করেন নিয়োগ
যোগ্যপাত্রে পদে তা'র। বংশধর মোর
গুণে, জ্ঞানে, থাকে যোগ্য, পা'বে সিংহাসন ;
নহে অপসৃত হ'য়ে দাঁড়া'বে পশ্চাতে ;
ভবানীর রাজ্য শূন্য না র'বে কদাপি।
আত্মজন, পরজন যে হ'ক, সে হ'ক,
আমার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিবে যেই,
যবন-প্রভুত্ব ধ্বংস করিবে ভারতে,
সেই বংশধর মোর রাজ্য-অধিকারী।"
কহিলেন মোরো :—
"প্রভো ! করিনু শ্রবণ
রাজপুত্র সঙ্গে ল'য়ে মোগল-সৈনিক,
আক্রমি' ভূপালগড়, সেনা আমাদের
করেছেন ধ্বংস ; দুর্গ অধিকৃত তাঁ'র।"
কহিলা বীরেন্দ্র : —
"যুদ্ধে ফিরঙ্গ কি মৃত ?
ছিল সে ভূপালগড়ে রক্ষক প্রহরী ?"
"নহে মৃত"
সবিনয়ে উত্তরিলা মোরো :—
"রণক্ষেত্রে রাজপুত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁ'র,
কেমনে প্রহার তাঁ'রে করিবেন ভাবি',
দুর্গ-রক্ষা-ভার করি' অর্পণ অপরে,

আসি'ছেন হেথা ; সেনা তাই পরাজিত।"
"কি বলিলে ?"
কোপভরে জিজ্ঞাসিলা বীর :—
"ফিরঙ্গের হেন কার্য্য ? বাঁধি' পুত্রে মোর
কেন সে সংবাদ মোরে না জানা'ল আসি' ?
দেশবৈরী সনে কিবা সম্বন্ধ আমার,
হ'ক পুত্র, হ'ক ভ্রাতা ? কর আয়োজন
দুর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ। ফিরঙ্গ যদ্যপি,
সৈনিক-কর্ত্তব্য ভুলি', দুর্গ-রক্ষাভার
দিয়া থাকে অন্যজনে, তা'র(ই) ব্যবহারে
পরাজিত যদি মোরা, দুর্গ অপহৃত,
হ'বে প্রাণদণ্ড তা'র রহিল আদেশ। *

* The commandant of Bhupalgad was that Phirangoji Norsala who had so gallantly defended Chakan. Phirangoji now found himself in a somewhat delicate position. Nevertheless his duty was clear. The king was his master. Sambhoji, although Shivaji's son, was a rebel, and should have been treated accordingly. Phirangoji tried a middle course. He sent to Sambhoji a Brahman Agent who implored the prince not to attack the fort. Sambhoji lost his temper, drew his sword, and cut down the unfortunate Agent. The same night the prince drove in the outposts of the garrison and appeared at dawn before the main defences of Bhupalgad. At this point Phirangoji Norsala completely lost his head. He handed over his command to one of his subordinates and fled to Panhala to lay his difficulties before the king. Deserted by their commandant the garrison still made a gallant defence. But Sambhoji's impetuous attack carried every thing before it. And long before Shivaji could send succour to Bhupalgad the place had fallen. Not unnaturally the king was incensed against Phirangoji Norsala to whose indecision and cowardice he ascribed the loss of the fortress. He ordered his execution and had him blown to pieces from a cannon's mouth. Kincaid and Parasnis History of the Maratha People, pp. 265-66.

কু দৃষ্টান্ত তা'র যেন না লয় অপরে।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া মোরো লইলা বিদায়।
একদিন নরপতি করিলা শ্রবণ,
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁ'র, কনিষ্ঠ বেঙ্কজী,
আপন মর্য্যাদা-ভঙ্গ-সন্দেহে পীড়িত,*
ত্যজি' রাজকর্ম্ম মনে করেছেন স্থির
লইতে বৈরাগ্য-ব্রত। ব্যথিত নৃপতি
লিখিলেন পত্র এই :—
"এ কি প্রাণাধিক!
এ কি ব্যবহার তব! ভুলিলে কি তুমি
পিতৃদেব কি আদর্শ দেখাইলা দোঁহে?
কর্ম্মে দৃঢ়মতি, বিঘ্নে, সঙ্কটে অটল,
রক্ষিলা গৌরব নিজ আজীবন তিনি।
তাঁ'র(ই) পদ অনুসরি', স্থাপিয়াছি আমি
এই মোর রাজ্য, ভাই! তুমি কেন চাও
ঔদাস্য, বৈরাগ্য তবে? কর কর্ম্ম নিজে,
করাও অপরে কর্ম্ম। ঔদাস্যে তোমার
সেনা, অর্থ, স্বাস্থ্য নিজ পাইবে বিনাশ।
শুভধ্যায়ী আমি তব; শুনিলে তোমার
সম্পদ, গৌরব, আমি হ'ব পুলকিত।
বৈরাগ্য বৃদ্ধের যোগ্য, নহে তরুণের;
আত্মবলে অবিশ্বাস কেন কর, ভাই!
দেখাও আমারে তুমি ধর কি শকতি;

* শিবাজী তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন এই সন্দেহে বেঙ্কজী রাজ্যত্যাগে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

নহ জ্ঞানহীন, আমি কি বলিব আর।"*
ক্রমে কাল গত; বীর বুঝিলা অন্তরে
অদূরে প্রস্থান-দিন। রামদাস সনে
বিরলে সাক্ষাৎ করি' নিবেদিলা তাঁ'য়
শম্ভুজীর ব্যবহার। কহিলা কাতরে :—
"না পারি বুঝিতে, দেব! কোন্ কর্ম্মফলে

---

* শিবাজীর পত্রের Grant Duff কৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ধর্ম্ম ও ঐহিক কর্ম্ম সম্বন্ধে শিবাজীর মত ইহাতে সুব্যক্ত হইবে।

Having placed melancholy and gloom before yourself you do not take care of your person * * * your troops are inactive and you have no mind to employ yourself on state-affairs. You have become a "Byragee" and think of nothing but to sit in some place accounted holy * * * and such an account of you has given me great concern. I am surprised when I reflect that you have our father's example before you—how did he encounter and surmount all difficulties, perform great actions, escape all dangers by his spirit and resolution, and acquire a renown which he maintained to the last? All he did is well known to you. You enjoyed his society, you had every opportunity of profiting by his wisdom and ability. Even I myself, as circumstances enabled me, have protected myself, and you also know, and have seen, how I have established a kingdom. Is it, then for you, in the very midst of opportunity, to renounce all worldly affairs, and turn Byragee—to give up your affairs to persons who will devour your estate—to ruin your property, and injure your bodily health? What kind of wisdom is this, and what will it end in? I am to you as your head and protection; from me you have nothing to dread. Give up therefore all this, and do not become a Byragee. Throw off despondency, spend your days properly; attend to feasts, and customary usage, and attend to your personal comforts. Look to the employment of your people, the discipline of your army, and turn your attention to affairs of moment. Make your men do their duty; apply their services properly in your quarter, and gain fame and renown. What a comfort and happiness it will be to me to hear the praise and fame of my younger brother.

History of the Mahrattas Vol. I.—J. G. Duff, foot note, p. 242.

জন্মিল দুর্ব্বৃত্ত হেন ঔরসে আমার।
মাতা যার সখীবাই, দেবী পিতামহী,
অভ্যস্ত যে আপনার ধর্ম্ম-উপদেশে,
সে হেন পাষণ্ড !"

গুরু উত্তরিলা হাসি :—
"ভুলিলে কি তুমি, জন্মি' গর্ভে গান্ধারীর,
লভি' উপদেশ ভীষ্ম পিতামহ স্থানে,
কি হইলা দুর্য্যোধন ? জন্মজন্মান্তরে
অর্জ্জিত কর্ম্মের ফল বিকাশে মানবে।
বৃথা এ আক্ষেপ তব ; প্রাক্তনের গতি
কা'র শক্তি করে রোধ ? তাই আমাদের
উপদেশে, অনুরোধে ফলে নাই ফল ;
ফিরে নাই চিত্ত তা'র।"

কহিলা শিবাজী :—
"অনুষ্ঠিত কার্য্য মোর নিস্ফল কি, তবে ?
"নহে কদাচিৎ"

গুরু কহিলা গম্ভীরে :—
"দুর্জ্জেয় বিধির বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তাঁ'র
চরম কল্যাণ। বৎস ! দেখ বুঝি' তুমি,
অধর্ম্মে, অসদাচারে, জাতি-জ্ঞাতি-দ্বেষে
মগ্ন হেরি' হিন্দুগণে বিশ্বপতি দেব
পাঠাইলা মুসল্মানে ; অভিপ্রায় তাঁ'র,
জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্ম তা'রা করিবে প্রচার ;
হ'বে শিষ্য, হ'বে গুরু আদানে, প্রদানে।
শিখিবে মাধুর্য্য, প্রেম, ঔদার্য্য হিন্দুর ;

শিখাইবে মানবের ত্রাতা, পাতা যিনি,
প্রচারিলা যাঁ'র কথা পূর্ব্ব-ঋষিগণ
এক অদ্বিতীয় তিনি, অরূপ, অব্যয়।
বুঝাইবে তাঁ'র কাছে চণ্ডালে, ব্রাহ্মণে
নাহি ভেদ, জাতিদর্প ধর্ম্মবিঘ্নকর।
কিন্তু মোহবশে ভুলি' কর্ত্তব্য আপন,
পঞ্চশত বর্ষ তা'রা রহি' হিন্দুস্থানে
না পড়িল হিন্দুশাস্ত্র, না লভিল জ্ঞান;
না পারিল শিখাইতে, না শিখিল নিজে;
বিচারিল ধ্বংসে, ভঙ্গে সিদ্ধ হবে কাজ।
অতৃপ্ত আস্বাদি' ত্বক্ অজ্ঞ জন যথা
নিক্ষেপে অমৃতোপম নারিকেলফল,
হিন্দুর সাকার-পূজা নিরখি' তেমতি
ত্যজিল বেদান্ত, উপনিষদ বিরাগে।
বুঝিল না ভক্তি, জ্ঞানে অধিকার-ভেদে
বিরাজে কি উপদেশ হিন্দুশাস্ত্র মাঝে।
প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য লভি' মজিল ব্যসনে,
অবজ্ঞায়, অত্যাচারে, পীড়িল হিন্দুরে;
প্রচারিল জাতিভেদ, জেতাজিতরূপে,
শতগুণ অন্তর্দ্দাহী। পূর্ণ পাপভার,
তাই সেই ন্যায়বান্ বিচারক দেব
প্রেরিলেন তোমা' হেথা। তাঁ'র শক্তি লভি'
যুঝি' এই মহাবল আরংজীব সনে,
হিন্দুর হিন্দুত্ব ধ্বংস করি' প্রতিরোধ,
স্থাপিয়াছ রাজ্য তুমি। তোমা বিনা কেহ

এ কার্য্যের উপযুক্ত না ছিল ভারতে।*
বসাইতে নিজপুত্রে সিংহাসন 'পরে,
ভুঞ্জিতে ঐশ্বর্য্যসুখ, বংশাবলীক্রমে,
পাঠান নি ধাতা তোমা'। সৃজন তোমার
সঞ্চারিতে নবশক্তি হিন্দুর জীবনে,
প্রজ্বালিতে আশাদীপ নিরাশা।তিমিরে।
থা'ক্ কিম্বা লুপ্ত হ'ক্ বংশধর তব,
নাহি ক্ষতি ; কিন্তু তুমি মহারাষ্ট্র-প্রাণে
করেছ যে বল দান, রাজ্য যবনের
সমূলে বিধ্বস্ত তাহে হইবে নিশ্চিত। †
তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধিয়াছ তুমি ;
দেখা'য়েছ যে দৃষ্টান্ত, যুগ যুগান্তর,
করিবে তা' হিন্দুপ্রাণে আশার সঞ্চার।
কেন অবিশ্বাসী তবে বিধির বিধানে ?
ধ্বংসশেষে নবসৃষ্টি নিয়ম তাঁহার ;
সিদ্ধ তব কর্ম্ম, নহে নিষ্ফল কদাপি।"

* স্বয়ং আরংজীবও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

"He was," he (Aurangzib) said, "a great captain, and the only one who has had the magnanimity to raise a new kingdom, while I have been endeavouring to destroy the ancient sovereignties of India. My armies have been employed against him for nineteen years, and nevertheless, his state has been always increasing.

Ormes' Historical Fragments, p. 95.

† At last Aurangzib, his treasury empty, his grand army destroyed, died a broken man in his camp at Ahmadnagar. Moharastra was free. Southern India was safe. The single wisdom of the great king, dead twenty-seven years before, had supplied the place of two hundred battalions,

Kincaid and Parasnis' History of the Maratha People, p. 276.

কহিলা শিবাজী :—
"দেব! জ্ঞানাজ্ঞানকৃত,
আছে অপরাধ যত ক্ষমুন দাসের।
চাহি জিজ্ঞাসিতে, মর্ত্ত্যলীলা অবসানে,
পৃথিবীর এ সম্বন্ধ যা'বে কি ঘুচিয়া,
না পাইব পরলোকে সেবিতে চরণ?"
উত্তরিলা শুনি' গুরু :—
"আত্মা অবিনাশী;
যতদিন মুক্তি তা'র বিধির বিধানে
নাহি ঘটে, বদ্ধ রহে বাসনার ডোরে।
মিলিব আবার দোঁহে; ইহপরকালে
প্রভু যিনি, আরাধিব উভয়ে তাঁহারে।
জন্মজন্মার্জ্জিত, বৎস! পুণ্যফল বিনা
পতিত ভারত কভু না হ'বে উত্থিত।
নাহি জানি অগ্রে কা'রে ডাকিবেন ধাতা,
কিন্তু জেনো স্থির, দেশ-কাল-ব্যবধানে,
এ সম্বন্ধ, এ মিলন ঘুচিবার নয়।"*

---

* শিবাজী ও রামদাস সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "শিবাজী ও রামদাস উভয়ই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পন্থা বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। * * * রামদাসকে বড় করিবার জন্য শিবাজীকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। * * * অপর পক্ষে শিবাজীকেও বড় করিবার জন্য রামদাসকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা উভয়ই স্বাধীনভাবে দেশমাতৃকার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত করিয়াছিল। শিবাজীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে। এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, রামদাসের নিকট শিবাজীর ও শিবাজীর নিকট রামদাসের ঋণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল। শিবাজীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন।" প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৭।

ক্রমে দিন গত; রোগে গ্রাসিল শরীর;
স্ফীত পদগ্রন্থি, বীর উত্থানে অক্ষম।
সপ্তাহ মাঝারে দেহ হারাইল বল;
বুঝিলা অন্তিম দিন আগত সমীপে।
ডাকি' আত্মজনে ধীর মধুর বচনে
বুঝাইলা কি কর্ত্তব্য রাজ্য-স্থিতি তরে।
নিবারিতে ভ্রাতৃভেদ পুত্রদ্বয় মাঝে *
বিভাগ করিতে রাজ্য করিলা আদেশ।
নিরখি' শোকার্ত্ত সবে কহিলা বুঝা'য়ে,
দেহ-ধ্বংসে নাহি ধ্বংস অমর আত্মার,
কেন শোক, দুঃখ তবে? বিধির ইচ্ছায়
আসে কর্ম্মক্ষেত্রে নর, কর্ম্ম যবে শেষ,
কি কাজ রহিয়া সেথা? পরিপূর্ণ কাল,
গঙ্গাজলে পূত তনু, অক্ষমালা করে,
ইষ্টদেবতার নাম লাগিলা জপিতে।
"ভবানী, ভক্তবৎসলা, ভব-দুঃখ-হরা"
মধুর পবিত্র নামে পুলকিত প্রাণ;
অবিলুপ্ত আত্মবোধ, চিত্ত অচঞ্চল,
মধুমাসে, পূর্ণিমার দিবা দ্বিপ্রহরে,
তপন-কিরণে দীপ্ত জল, স্থল, নভঃ,
সুখদ হিল্লোলে বহে বসন্তপবন,
অরণ্যকপোত গায় করুণ সঙ্গীত,
দেবালয়ে বাজে শঙ্খ শান্তি-স্বস্ত্যয়নে,

* সয়ীবাইএর পুত্র শম্ভুজী এবং সয়রাবাইএর পুত্র রাজারাম। শম্ভুজী দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; কিন্তু রাজারাম পিতার বহু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পশে কর্ণে সুমধুর স্তুতিপাঠধ্বনি,
"শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে !
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে ! দেবি ! নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে।"
মহাপ্রয়াণের বুঝি' অনুকূল কাল
ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে রহিলেন বীর।
অমাত্য, আত্মীয়, পত্নী, কুটুম্বিনীগণ
বিষাদে ঘিরিলা শয্যা ; নাহি কার(ও) বাণী,
না পড়ে নিশ্বাস ; গৃহ নিশীথ-নীরব।
হেনকালে সুগভীর "রাম রাম" ধ্বনি
পশিল সবার কর্ণে। রামদাসস্বামী,
প্রখর তপন-তাপে আরক্তবদন,
দূর পর্য্যটনে পদ ধূলি-ধূসরিত,
মুক্ত দ্বারপথে গৃহে করিলা প্রবেশ।
চিরপরিচিত সেই কণ্ঠস্বর শুনি'
মেলি' আঁখি গুরুদেবে নিরখিলা বীর ;
ফুটিল অধরে হাসি, নেত্র বিস্ফারিল ;
শিরঃ-কম্পে প্রণিপাত করিলা উদ্দেশে ;
ক্রমে নাড়ী স্থির ; শেষ বহিল নিঃশ্বাস।
স্তব্ধ রামদাস ; দেহ নিস্পন্দ, নিশ্চল ;
রহিলা দাঁড়া'য়ে। ক্রমে গত দণ্ড কাল ;
ছাড়ি' শ্বাস, ধীরে ধীরে, কহিলা বিষাদে ঃ—
"যাও মহাপ্রাণ ! নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ধামে,
শেষ পৃথিবীর কার্য্য। যাও সেই লোকে
যথা বীর পৃথ্বীরাজ, যথায় প্রতাপ
আছেন প্রতীক্ষা করি'। ধন্য জন্ম তব,

সাধিয়াছ মহাকার্য্য ; দেখায়েছ তুমি
লুপ্তবীর্য্য নহে হিন্দু ; লাঞ্ছনা, পীড়ন,
বহুশতবর্ষব্যাপী, করে নাই তা'র
শক্তিলোপ, মহারাজ্য স্থাপনে, রক্ষণে। *
পালি' হিন্দু, মুসল্মানে বুঝায়েছ তুমি
স্বধর্ম্মানুরাগ নহে পরধর্ম্মদ্বেষ। †

* He has proved by his example that the Hindu race can build a nation, found a state, defeat enemies ; they can conduct their own defence ; they can promote and protect literature and art, commerce and industry ; they can maintain navies and ocean-trading fleets of their own and conduct naval battles on equal terms with foreigners.

He has proved that the Hindu race can still produce not only majumdars (non-commissioned officers) and chitnises (clerks) but also rulers of men, diplomatists, generals and ministers and even a Chatrapati King.

Professor Jadu Nath Sarkar in the Modern Review for April, 1918, p. 417.

† নিরপেক্ষ বৈদেশিক লেখকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি এই মত সমর্থন করে :—

He was mild and merciful, and although a bigoted worshipper of Brahma, he scorned to retaliate on the Moslems the cruel persecution which they had inflicted on the followers of his faith. The Conquerors, Warriors and Statesmen of India by Sir Edward Sullivan Bart. p. 386.

কাফি খাঁ, যিনি শিবাজীকে সয়তানের সুচতুর পুত্র (a sharp son of the Devil) বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, Shiva guarded the honour of the peasants of his own dominion, and abstained from every kind of wicked act except rebellion (against the Emperor) and plundering caravan. He strictly ordered his men to respect the honour of women and families and quorans which they might capture. Any one violating the order was punished. Professor Jadu Nath Sarkar's Article on Shivaji in the Modern Review for 1907, p. 411.

অধ্যাপক সরকার তাঁহার Shivaji and his Times নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

Shivaji's religious policy was very liberal. He respected the holy places of all creeds in his raids and made endowments for Hindu temples and

ছিলে রাজা কিন্তু দীন; সংসারী সন্ন্যাসী;
কর্ম্মী কর্ম্মফলত্যাগী। কুলিশ-কঠোর;
কুসুম-কোমল; যুগ-অবতাররূপী।
মাতা, মাতৃভূমি, ইষ্টদেবীর সেবায়
অর্জ্জিলে যে পুণ্য, কাল করি' পরাজয়,
গ্লানি, অপবাদ, জাতিদ্বেষ-সমুদ্ভূত,
করি' নিরাকৃত, তাহা ভারত-আকাশে
তরুণ তপনসম ছড়াইবে ভাতি;
জাগিবে তোমার নামে সুপ্ত হিন্দুজাতি।"

সম্পূর্ণ।

Muslim saints' tombs and mosques alike. He not only granted pensions to Brahman scholars versed in the Vedas, Astronomers, Anchorites, but also built hermitages and provided subsistence at his own cost for the holy men of Islam. p. 474.

রায়গড়স্থিত শিবাজীর চিতাভূমি

রায়গড়স্থিত দেবালয় ও সরোবর

পরিশিষ্ট।

Kincaid ও Parasnis প্রণীত History of the Maratha People হইতে উদ্ধৃত।

আফজুল খাঁর মৃত্যু।

The account given by me of the Pratapgad battle differs so widely from that given by Grant Duff, that I think it necessary to go into the matter more carefully than I could do in the previous chapter, for fear of spoiling the narrative.

In Grant Duff's story, Shivaji is made to bribe Afzul Khan's envoy, Pantoji Gopinath, and with his help to lead Afzul Khan into a trap deliberately laid for him and treacherously to murder him. With all deference to that learned and eminent writer, I cannot but think that on this occasion he has been less than fair to Shivaji. Pantoji Gopinath was Shivaji's officer and not Afzul Khan's. The bestowal, therefore, on him of Hivare village was not a bribe at all and could not have influenced the real envoy, Krishnaji Bhaskar. The story of Shivaji's treachery was taken by Grant Duff from Khafi Khan. Now Khafi Khan's account should in my opinion be wholly discarded. His bias against Shivaji is such that he never speaks of him except as "that vile infidel" or "that hell-dog." His description of the scene too is ridiculous. According to him, Shivaji begged forgiveness in abject terms and "with limbs trembling and crouching." If Shivaji had thus overacted his part, he would certainly have roused suspicion in the Khan's mind. Again Khafi Khan's story could not have been based on any eye-witness's evidence. All the Musulmans near enough to see what happened died with

Afzul Khan. It may be of course said that if Khafi Khan's account should be rejected on account of his bias, so also should the Bakhars. But this is not so. Owing to a curious mental attitude of the writers of the Bakhars, they have gone out of their way to impute unscrupulous acts to Shivaji in the belief that thereby they proved his cleverness and subtlety. It is certain that if Krishnaji Anant Sabhasad, the author of the Sabhasad Bakhar, had believed that Shivaji had begun the attack on Afzul Khan, he would have gloried in the act. Now both this Bakhar and the Shivdigvijaya Bakhar agree that it was Afzul Khan who was guilty of the first treacherous attack. In this they are supported by the Shedgavkar and Chitnis Bakhars and by the Afzul Khan Ballad. Indeed Grant Duff has later admitted that all the Hindu authorities lay the blame of the attack on Afzul Khan. But he has not given any reasons for rejecting them in favour of Khafi Khan's account. To my mind, however, there is one conclusive ground for preferring them to the Musalman historian. There is a passage in the life of Ramdas by his pupil Hanmant in which the latter a contemporary of Shivaji, writes that at their first meeting after the death of Afzul Khan, the king spoke to Ramdas as follows.—"When at our interview Abdulla (*i.e.*, Afzul Khan) caught me under his arm, I was not in my senses and but for the Swami's blessing I could not have escaped from his grip." Now had Shivaji torn Afzul Khan's stomach open with his 'waghnakh' and stabbed him with his dagger, he would have been in no danger and would have needed no blessing. A man as badly wounded as Afzul Khan had been was bound to collapse in a minute or two. From this it follows that Afzul Khan must have seized Shivaji when unwounded. It was, therefore, Afzul Khan and not Shivaji who was guilty of treachery. Page 164.

শিবাজীর রাজ্যশাসনপ্রণালী।

To Shivaji's warlike genius were joined civil talents of the highest order. While training troops, devising strategy, inventing tactics, scouring the Deccan in every direction, he yet found time to think out a system of administration which, as Mr. Ranade has pointed out is the basis of British success. The curse of Indian governments had always been the power of the feudal nobility, which grew dangerous directly the central authority weakened. Shivaji was wise enough not only to see the disease but to invent a remedy. He refused to make grants of land to his nobles. He governed his territories by means of paid agents, Kamavisdars, Mahalkaris, and Subhedars. They could be dismissed at will and were so dismissed on proof of incapacity or insubordination. They collected assessment due from the peasants and paid it into the royal treasury. From the treasury Shivaji paid his soldiers and officers regular salaries. It was not, however, possible for a single man, however able, to check all the accounts which such payments and receipts involved. Shivaji therefore created two ministers. The first was the Pant Amatya or Finance Minister. The second was the Pant Sachiv or, as we should call him, the Accountant General.

Besides these two ministers Shivaji nominated six others who helped him in his general administration. They also, curiously enough, had duties similar to modern members at the Indian Government. The Peshwa was the President of the Council. The Mantri was the Home Member. The Senapati was the Commander-in-chief. The Sumant * was the Foreign Minister. Besides the above, there were the

* To-day the Viceroy combines the Offices of President of the Council and Fereign Minister.

Pandit Rao, who was in charge of ecclesiastical matters, and the Sir Nyayadhish or Chief Justice. To-day no merit, however great enables a man to bequeath his charge to his son, In the same way Shivaji would not permit sons to succeed their fathers in office, unless themselves fully qualified. Nor would he allow men to retain posts which they were incompetent to fill. So wise indeed were these provisions, that they were beyond the grasp of Shivaji's successors. They once more let office become hereditary. They granted great landed fiefs to which incompetent men succeeded because they were their fathers' sons. Their folly had its reward and in the end Shivaji's kingdom went the way of other Eastern empires.

Shivaji was also shrewd enough to see that light assessments were the secret of large revenues. While in the neighbouring states the peasant was lucky if he escaped with an assessment of 50 p. c., Shivaji never demanded more than two-fifths of the gross yield. Tagavi, or advances by the Government to the cultivators, often wrongly believed to be a modern institution, were freely granted, and their repayment was extended over several years. While taxing the peasantry, Shivaji, unlike his neighbours, realized that in return for taxes they were entitled to protection. He divided his kingdom in 15 districts, all amply provided with great fortresses. They were close enough together for their garrisons to assist each other and drive away marauding bands. They also afforded shelter to which the cultivators could take their cattle or their crops upon the first appearance of the enemy.

The Government of these forts was admirably conceived. The commandant was a Maratha. Under him was a Brahman Subhedar or Sabnis, who kept the accounts and had civil and revenue charge of the villages assigned to the upkeep of the fort, and a Prabhu Karkhanis, who was responsible, that the

garrison had ample military supplies and food stores. Thus, although the garrison was under the orders of the commandant, any treachery on his part would at once have become known to his chief subordinates. The soldiers of the garrison were paid regular salaries and every tenth man was a Naik or corporal, who received a slightly higher emolument. Where villages were not assigned to the upkeep of any fort, Shivaji for administrative purposes arranged them much as the British since have done. The unit was the Mahal or Taluka, of which the revenue varied from Rs. 75,000 to Rs. 1,25,000. Three Mahals made a Subha or District. Each District was in charge of a Subhedar whose pay was 400 hons a year, or about Rs. 100 a month. * pp. 273-75.

CHARACTER OF SHIVAJI.

Shivaji's private life was marked by a high standard of morality. He was a devoted son, a loving father and an attentive husband, though he did not rise above the ideas and usage of his age, which allowed a plurality of wives and the keeping of concubines even among the priestly caste, not to speak of warriors and kings. Intensely religious from his very boyhood, by instinct and training alike, he remained throughout life abstemious, free from vice, devoted to holy men, and passionately fond of hearing scripture readings and sacred stories and songs. But religion remained with him an everfresh fountain of right conduct and generosity; it did not obsess his mind nor harden him into a bigot. The sincerity of his faith is proved by his impartial respect for the holy men of all sects (Muslim as much as Hindu) and toleration of all creeds. His chivabry to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in

* যাঁহারা আরও বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে চান তাঁহাদিগকে অধ্যাপক সরকারের গ্রন্থের পঞ্চদশতম অধ্যায় পাঠ করিতে বলি।

that age and has extorted the admiration of hostile critics like Khafi Khan.

He had the born leader's personal magnetism and threw a spell over all who knew him, drawing the best elements of the country to his side and winning the most devoted service from his officers, while his dazzling victories and ever ready smile made him the idol of his soldiery. His royal gift of judging character was one of the main causes of his success, as his selection of generals and governors, diplomatists and secretaries was never at fault, and his administration, both civil and military, was unrivalled for efficiency. How well he deserved to be king is proved by his equal treatment and justice to all men within his realm, his protection and endowment of all religions, his care for the peasantry, and his remarkable forethought in making all arrangements and planning distant campaigns.

His army organisation was a model of efficiency; every thing was provided for beforehand and kept in its proper place under a proper care-taker; an excellent spy system supplied him in advance with the most minute information about the theatre of his intended campaign; divisions of his army were combined or dispersed at will over long distances without failure; the enemy's pursuit or obstruction was successfully met and yet the booty was rapidly and safely conveyed home without any loss. His inborn military genius is proved by his instinctively adopting that system of war-fare which was most suited to the racial character of his soldiers, the nature of the country, the weapons of the age, and the internal condition of his enemies. His light cavalry, stiffened with swiftfooted infantry, was irresistible in the age of Aurangzib.

18 MAR. 1928

J. Sarkar's—'Shivaji and his Times'
(chap. XVI. § 5 pages 490, 491-92.)

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।